বৈদিক যুগে

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি
মণ্ডলেশ্বর

১৩৪৩

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রকাশক—
স্বামী ব্রহ্মানন্দ গিরি মহারাজ,
শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাসী-সংঘ
লালতারাবাগ, হরিদ্বার

প্রিন্টার—শ্রীবাদলচন্দ্র মজুমদার
"প্যারাডাইস-প্রেস"
২৩নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

ওঁ

ভূমিকা

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবাঃ ভদ্রঃ পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈ রঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংসস্তনুভির্ব্যশেমদেবহিতং যদায়ুঃ॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥ ঋ ১।৮৯।৮

অপৌরুষেয় নিত্য সত্য বেদ সর্ব্বজ্ঞানের আকর। ঋগ্বেদে যে শিক্ষা সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতুলনীয়। কোন কবি রাম রাবণের যুদ্ধ তুলনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রাম রাবণয়োরিব।" তুলনা চলে না। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রটী অথর্ব্ববেদিগণের শান্তি বাক্যস্তুতি। অর্থ—হে দেবগণ, আমরা যেন কর্ণ দ্বারা যাহা ভদ্র তাহাই শ্রবণ করি, যজনশীল আমরা নেত্র দ্বারা যাহা ভদ্র তাহাই যেন দর্শন করি। ইন্দ্রিয়গণকে ক্ষীণ করতঃ স্থির অঙ্গে তোমাদের স্তব ধ্যানে নিরত হই। আমাদের আয়ু যেন দেবহিতে ব্যয়িত হয়। বেদের এই শিক্ষা-ধারা ও অগষ্ট কম্‌টির—The characteristic basis of religion is the existence of a power without us, so superior to ourselves as to command the complete submission of our whole life—এই উক্তিতে পার্থক্য আছে কি? সেই অতুলনীয় জ্ঞান-ভাণ্ডার বেদকে কেহ চাষার গান, কেহ বা প্রাকৃতিক শক্তির বিভীষিকায় ভীত-স্তম্ভিত অর্দ্ধ-সভ্যগণের প্রাকৃতিক শক্তির বিকাশ সকলের স্তুতিবাক্য কেহ বা কবিত্বের প্রথম উন্মেষাত্মক রচনা, কেহ বা mythical, কেহবা prehistorical ideas, ইত্যাদি নানা ভাষার প্রয়োগ করিতেছেন। আবার প্রতীচ্যকবি গেটে, দার্শনিক সোপনহায়র প্রভৃতি ইহা নিরতিশয় সুরস, শান্ত

ও গম্ভীর অত্যুচ্চভাবপূর্ণ বলিয়া নিত্য পাঠ্য স্বরূপে ইহার প্রশংসা-গীতি গাহিয়াছেন। অধুনা ভারতবর্ষের অধিবাসীগণ মুখে বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী স্বীকার করিয়াও বেদে আস্থাহীন। বেদের পঠন পাঠন আর হয় না। কিন্তু পাণ্ডিত্যাভিমানী কেহ কেহ উহার মন্ত্রের কদর্থ করতঃ স্বীয় মতের পুষ্টি প্রয়াসী দৃষ্ট হন। কেহ বা বেদবাদরত, বেদবিহিত কর্ম্মপর হইয়াও বেদের অদ্বৈততত্ত্ব বা প্রতীক উপাসনায় মূর্ত্তি-চিন্তন বিবর্জ্জিত। তাঁদের উপাস্য দেবতা না নির্গুণ না সগুণ। অথচ যে ইন্দ্রাদি দেবতার উপাসনা করেন বলিয়া বলেন বেদে তাঁহাদের দ্বিবাহু বজ্রহস্ত, হিরণ্যশ্মশ্রু ইত্যাদি লক্ষণের উল্লেখ আছে। পক্ষান্তরে তাহা দ্বারা অদ্বৈত তত্ত্বেরই বিকাশ জানা যায়। এইরূপ বেদ-বিশ্বাসী জনগণ দ্বারা নব্য শিক্ষিত সমাজ গঠিত। কেহ বেদ-পাঠ না করিয়াও বেদে গোবধাদির ব্যবস্থা দেখেন। কেহবা সবই কুসংস্কারময় কল্পনা করিয়া কৃতার্থ হন। এই সকল অলীক জল্পনা কল্পনা বিদূরিত করতঃ বেদের স্বরূপ সম্বন্ধে জনমত সত্যে প্রতিষ্ঠিত রাখার উদ্দেশ্যে সংক্ষেপে বৈদিক যুগের কিঞ্চিৎ বিবিরণ লিপিবদ্ধার্থ এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইল।

এই গ্রন্থ প্রকাশে "দেব সাহিত্য কুটীরের" অধ্যক্ষ **শ্রীমান্ আশুতোষ মজুমদার** মহাশয় গ্রন্থমুদ্রণের সমুদয় ব্যয়ভার সানন্দে গ্রহণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্ম প্রচারে তাঁহার সরল নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন। এই সদনুষ্ঠানের জন্য তাঁহাকে আশীষ করিতেছি।

১০ই আষাঢ়, ১৩৪৩
"লালতারাবাগ আশ্রম"
হরিদ্বার

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি

বিষয়-সূচী

শ্রীমৎ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় শ্রীশ্রী ১০৮ মণ্ডলেশ্বর

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ

ওঁ

বৈদিক যুগে

১। ঋষিগণের আবাস

ওঁ নমস্তে রুদ্র মন্যবে। নেত্র সঞ্চালন করিলেই পৃথিবী ও তৎপ্রকাশক সূর্য্যদেব নয়নপথের পথিক হন। সূর্য্যহীনা অন্ধকারময়ী পৃথিবী সুখ-দায়িকা নহেন। চিরসূর্য্যহীনা হইলে তুষার-মণ্ডিতা ইহা প্রাণীবাসের অযোগ্যা হইয়া পড়ে। এই প্রকাশ্য প্রকাশক সম্বন্ধ ব্যতীত ধরিত্রী ও সবিতৃদেব মহাকর্ষণ রূপ অপর এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে সম্বদ্ধ আছেন। তাই স্বসুত চন্দ্রমাসহ অধিবর্ত্তগমনা পৃথিবী অন্যান্য গ্রহগণ সঙ্গে সূর্য্যকে অনবরত প্রদক্ষিণ করিতেছেন। ষড়ঋতু-সমন্বিতা ধরণীর নব নব ভাব-বিকাশ সূর্য্যের সন্নিকর্ষতা বা ইহার দূরগমন বশতঃই ঘটিয়া থাকে। সূর্য্য জগৎ-প্রসবিতা বলিয়াই তাঁহাকে সবিতা বলে। এই বিশ্বভুবনের স্রষ্টা সূর্য্যকে অবলম্বন করিয়াই চন্দ্র ও গ্রহাদি দিব্‌লোকে অবস্থিত আছে। সবিতা হইতে বিস্ফুলিঙ্গবৎ পৃথিব্যাদির উৎপত্তি জানিয়াই বৈদিক ঋষিগণ গায়ত্রীছন্দে গায়ত্রী মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবের আরাধনা-তৎপর। বর্ত্তমান উন্নত বিজ্ঞানবাদেও এইরূপই বলিয়া থাকে। বেদবাক্যে পৃথিবী ও সূর্য্য এক জাতীয় জড় থাকা যেমন ধার্য্য, তেমনি ইহাদের অধিষ্ঠাতা ও একই দেবতা এবিষয়ে ক্ষিতিপিণ্ড ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতা লক্ষ্য করিতে গিয়া ঋষিগণ বিচারনেত্রে দেহপিণ্ডেও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ঐক্যতা সহ তদধিষ্ঠাতৃ পুরুষেরও একতা দর্শন করিয়াছেন। প্রাচীনতম ঋষি নবগ্ব

আঙ্গিরস দধ্যঙ্ আথর্বন "যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" মন্ত্র দ্বারা এই জীব ও শিবের একতাই প্রকট করিয়াছেন। তাই বেদে "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" বলিয়া অর্চিত।

সূর্য্য হইতে আগত আমাদের এই পৃথিবীরূপ বিস্ফুলিঙ্গ ক্রমে শীতল হইতে হইতে এই বর্ত্তমানরূপে পরিণত হইয়াছেন। জ্বালাময় বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কতক পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে অদ্যাপি স্বকীয় পূর্ব্ব স্বরূপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ ক্রমশঃ শীতলা হইয়া পৃথিবী কালে জলময়ী হইয়াছিলেন। ঋ ১০।১২১।৭ ও বৃহদারণ্যক ১।২।১, ৫।৫।১ দ্রষ্টব্য। তৎকালে সিসৃক্ষু ভগবান্ নারায়ণ জলজ উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যাদিরূপে আবির্ভূত হন। ইহাই প্রথম জীবসৃষ্টি। তৎপর পৃথিবীর কতক অংশ কর্দ্দমভাবে পরিণত হইলে কচ্ছপাদির উৎপত্তি ঘটে। কালক্রমে কর্দ্দমাদি শুষ্কতা প্রাপ্তে তৃণ গুল্মাদির উৎপত্তি ঘটিলে বরাহাদি জন্তু জগতে আবির্ভূত হয়। এইরূপে সময়ক্রমে মহান্ মহীরুহাদি পৃথিবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে তাহাতে সিংহাদির সৃষ্টি হয়, তৎপশ্চাৎ বামনরূপী নরের আবির্ভাব। গরুড়াদি পক্ষী ও ঐরাবতাদি হস্তীজাতীয় প্রাণীগণের তুলনায় মানবদেহ বামন বা হ্রস্ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইরূপ ক্রমবাদের পক্ষপাতী। এই মানব আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লইয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বহু আলোচনা চলিতেছে। এই পৃথিবী মনুষ্যবাসোপযোগী হওয়ার কিয়ৎকালপূর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত বাতালোড়িত জলতরঙ্গবৎ এক মহান্ আলোড়নে বিচ্যুত, বিপর্য্যস্ত ও স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হইয়া বিশেষ বৈষম্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাতে পর্ব্বতাদির স্থানচ্যুতি ও অত্যুন্নতাদি রূপে স্থিতি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে। এমন কি ভূকক্ষেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে ভারতবর্ষান্তর্গত পঞ্জাবের সংটরেঞ্জ নামক পর্ব্বতাবলী বিচ্যুত

পর্ব্বত বটে। সরস্বতী নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর গতির বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। তাই নর্ম্মদা ও তাপ্তী পূর্ব্ব সমুদ্রে না পড়িয়া পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সরস্বতী গঙ্গাসঙ্গম ত্যাগে সমুদ্রসঙ্গম লাভ করেন। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়—ইন্দ্র পর্ব্বতপক্ষ ছেদন করিয়া উহা স্থিতিশীল করিয়াছেন (২।১৭।৫)। পর্ব্বত পার্শ্ব বিদীর্ণ করতঃ নদী প্রবাহের পথ করিয়াছেন (১।৩২।১ ও ১।৫৬।৬)। পর্ব্বতসকল ইন্দ্রভয়ে কম্পিত হইত (১।৬২।৫, ১।৬৩।১, ২।১২।২, ২।১৭।৫, ৩।৩০।৯) ইত্যাদি। যৎকালে এইসকল ঘটনা ঘটিয়াছে তৎকালে সাগর, হ্রদ, নদী প্রস্রবনাদিরও বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১।১৩১।৪ মন্ত্রে আছে—যে "তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবীকে ও জলরাশিকে জয় করিয়াছ।" ইহা জলতুষারপাত জনিত বন্যা অথবা পর্ব্বতাবদ্ধ জলকেই লক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছে, এবং পৃথিবীর কোন অংশের উত্থান বা নিমজ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ঋ ১০।১২৪।৯ মন্ত্রে হিমাচ্ছন্নপর্ব্বতের উৎপত্তি, সশব্দে দ্যুলোক ও পৃথিবীর স্তম্ভন ও উত্তোলন, ভূরিপরিমাণ বিশ্বভুবন জলদ্বারা আচ্ছন্নরাখা এবং তাহাতে অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ঋ ১০।১২৪।৯ মন্ত্রে বীভৎসদিব্যজলের ও ১০।১৩৬।৫ মন্ত্রে করকা বিশিষ্ট জলের বিষয় আছে। উহা তুষারপাত বা তুষার প্রবাহ জনিত জল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঋ ১০।৩০। ৩, ৪ মন্ত্রে জলের সমুদ্রগমন ও অগ্ন্যুৎপাত বিবৃত। ঋ ৮।৩২।২৬ মন্ত্রে তুষারপিণ্ড দ্বারা অসুর বধ ও ৭।৯৭।৮ মন্ত্রে নদীর জল তরল করিয়া তাহা অবগাহন যোগ্য করার উক্তি তুষার ঘটিত ব্যাপার বই কি? এই সকল বিবরণ তাৎকালিক ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনার স্মৃতিমূলক ও বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ঘটনা পুরুষ পরম্পরা স্মরণ রক্ষণ রীতি সম্বন্ধে ঋ ৬।২১।৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। রামায়ণ, মহাভারত মন্বাদি স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এইরূপ বহু প্রাচীন ঘটনা বিষয়ক

আঙ্গিরস দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ "যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি" মন্ত্র দ্বারা এই জীব ও শিবের একতাই প্রকট করিয়াছেন। তাই বেদে "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ" বলিয়া অর্চ্চিত।

সূর্য্য হইতে আগত আমাদের এই পৃথিবীরূপ বিস্ফুলিঙ্গ ক্রমে শীতল হইতে হইতে এই বর্ত্তমানরূপে পরিণত হইয়াছেন। জ্বালাময়ী বাষ্পরাশি শীতল হইয়া কতক পরিমাণে বায়ুমণ্ডলে অদ্যাপি স্বকীয় পূর্ব্ব স্বরূপের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এইরূপ ক্রমশঃ শীতলা হইয়া পৃথিবী কালে জলময়ী হইয়াছিলেন। ঋ ১০।১২১।৭ ও বৃহদারণ্যক ১।২।১, ৫।৫।১ দ্রষ্টব্য। তৎকালে সিসৃক্ষু ভগবান্ নারায়ণ জলজ উদ্ভিজ্জ ও মৎস্যাদিরূপে আবির্ভূত হন। ইহাই প্রথম জীবসৃষ্টি। তৎপর পৃথিবীর কতক অংশ কর্দ্দমভাবে পরিণত হইলে কচ্ছপাদির উৎপত্তি ঘটে। কালক্রমে কর্দ্দমাদি শুষ্কতা প্রাপ্তে তৃণ গুল্মাদির উৎপত্তি ঘটিলে বরাহাদি জন্তু জগতে আবির্ভূত হয়। এইরূপে সময়ক্রমে মহান্ মহীরুহাদি পৃথিবীর ক্রোড়ে আশ্রয় লইলে তাহাতে সিংহাদির সৃষ্টি হয়, তৎপশ্চাৎ বামনরূপী নরের আবির্ভাব। গরুড়াদি পক্ষী ও ঐরাবতাদি হস্তীজাতীয় প্রাণীগণের তুলনায় মানবদেহ বামন বা হ্রস্ব। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইরূপ ক্রমবাদের পক্ষপাতী। এই মানব আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীকালে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত লইয়া ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ বহু আলোচনা চলিতেছে। এই পৃথিবী মনুষ্যবাসোপযোগী হওয়ার কিয়ৎকালপূর্ব্ব ও পর পর্য্যন্ত বাতালোড়িত জলতরঙ্গবৎ এক মহান্ আলোড়নে বিচ্যুত, বিপর্য্যস্ত ও স্থানে স্থানে বিধ্বস্ত হইয়া বিশেষ বৈষম্যপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উহাতে পর্ব্বতাদির স্থানচ্যুতি ও অত্যুন্নতাদি রূপে স্থিতি প্রভৃতি সংঘটিত হইয়াছে। এমন কি ভূকক্ষেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন যে ভারতবর্ষান্তর্গত পঞ্জাবের সণ্টরেঞ্জ নামক পর্ব্বতাবলী বিচ্যুত

পর্ব্বত বটে। সরস্বতী নর্ম্মদা ও তাপ্তী নদীর গতির বিচ্যুতি ঘটিয়াছে। তাই নর্ম্মদা ও তাপ্তী পূর্ব্ব সমুদ্রে না পড়িয়া পশ্চিম সমুদ্রে পতিত হইয়াছে। সরস্বতী গঙ্গাসঙ্গম ত্যাগে সমুদ্রসঙ্গম লাভ করেন। ঋগ্বেদে দৃষ্ট হয়—ইন্দ্র পর্ব্বতপক্ষ ছেদন করিয়া উহা স্থিতিশীল করিয়াছেন (২।১৭।৫)। পর্ব্বত পার্শ্ব বিদীর্ণ করতঃ নদী প্রবাহের পথ করিয়াছেন (১।৩২।১ ও ১।৫৬।৬)। পর্ব্বতসকল ইন্দ্রভয়ে কম্পিত হইত (১।৬২।৫, ১।৬৩।১, ২।১২।২, ২।১৭।৫, ৩।৩০।৯) ইত্যাদি। যৎকালে এইসকল ঘটনা ঘটিয়াছে তৎকালে সাগর, হ্রদ, নদী প্রস্রবনাদিরও বহুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১।১৩১।৪ মন্ত্রে আছে—যে "তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবীকেও জলরাশিকে জয় করিয়াছ।" ইহা জলতুষারপাত জনিত বন্যা অথবা পর্ব্বতাবদ্ধ জলকেই লক্ষ করিয়াই বলা হইয়াছে, এবং পৃথিবীর কোন অংশের উত্থান বা নিমজ্জনকেই লক্ষ্য করিয়াছে। ঋ ১০।১২৪।৯ মন্ত্রে হিমাচ্ছন্নপর্ব্বতের উৎপত্তি, সশব্দে দ্যুলোক ও পৃথিবীর স্তম্ভন ও উত্তোলন, ভূরিপরিমাণ বিশ্বভুবন জলদ্বারা আচ্ছন্নরাখা এবং তাহাতে অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতির বর্ণনা আছে। ঋ ১০।১২৪।৯ মন্ত্রে বীভৎসদিব্যজলের ও ১০।১৩৬।৫ মন্ত্রে করকা বিশিষ্ট জলের বিষয় আছে। উহা তুষারপাত বা তুষার প্রবাহ জনিত জল ব্যতীত আর কি হইতে পারে? ঋ ১০।৩০। ৩, ৪ মন্ত্রে জলের সমুদ্রগমন ও অগ্ন্যুৎপাত বিবৃত। ঋ ৮।৩২।২৬ মন্ত্রে তুষারপিণ্ড দ্বারা অসুর বধ ও ৭।৯৭।৮ মন্ত্রে নদীর জল তরল করিয়া তাহা অবগাহন যোগ্য করার উক্তি তুষার ঘটিত ব্যাপার বই কি? এই সকল বিবরণ তাৎকালিক ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী কালের ঘটনার স্মৃতিমূলক ও বলা যাইতে পারে। প্রাচীন ঘটনা পুরুষ পরম্পরা স্মরণ রক্ষণ রীতি সম্বন্ধে ঋ ৬।২১।৫ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। রামায়ণ, মহাভারত মন্বাদি স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এইরূপ বহু প্রাচীন ঘটনা বিষয়ক

আখ্যায়িকা পরিদৃষ্ট হয়। পারসিকগণের গ্রন্থেও দেখা যায়। বর্ত্তমান কালে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ও জন প্রবাদ গ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ঋগ্বেদের ঐ সকল মন্ত্রদৃষ্টে ভারতে বৈদিকযুগ প্রথম তুষার পাতের পরবর্ত্তী বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে পারসিক আর্য্যগণের মান্য প্রাচীন জেন্দাবস্ত নামক গ্রন্থে বর্ণিত বিবঙ্ঘতপুত্র প্রজাপালক যিম্, তাহাদিগের মহান্ ঈশ্বর অহুর মজদার অনুজ্ঞায়, তুষার পাতে সর্ব্বপ্রাণী বিনষ্ট না হয় তাই তৎপূর্ব্বেই সর্ব্বপ্রাণীর বীজ সংরক্ষণার্থ একটী সুবৃহৎ "বর" নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে বাস করাও পরবর্ত্তীকালে তথা হইতে চলিয়া আসার বিবরণ ঐতিহাসিক বলিয়া গৃহীত। উক্ত জেন্দাবস্তে আরও বর্ণিত আছে যে যিম্ অজিদহক কর্ত্তৃক পরাভূত হইলে বীরবর আথ্য ত্রৈতন ত্রিশিরস ষট্‌চক্ষু অজিকে বধ করিয়া যিম্‌কে স্বপদে পুনঃ স্থাপন করেন। ঋগ্বেদের ১০।৮।৮ মন্ত্রেও ষট্‌চক্ষু ত্রিশিরকে আপ্ত্যত্রিত বধ করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যিম অর্থ যম, বিবঙ্ঘত অর্থ বিবস্বৎ, আথ্যত্রৈতন অর্থ আপ্ত্যত্রিত বলেন। যদি ইহা ঠিক্ হয়, তবে ঋগ্বেদের আপ্ত্যত্রিতের সময় সম্বন্ধে একটা দিগ্‌দর্শন মিলিতেছে। তুষারপাতের পূর্ব্বে অহুর মজদা যিম্‌কে ঐ আদেশ করিয়াছিলেন, সুতরাং আপ্ত্যত্রিত তুষারপাতের পূর্ব্ববর্ত্তী ও সমসাময়িক হইবেন। ইয়োরোপীয়গণের মতে দুটী ও আমেরিকান মতে চারিটী তুষারপাত কল্পিত হয়। বর্ত্তমানে যে শাকল শাখীয় ঋগ্বেদ পাওয়া যায় উহা বেদের অংশ মাত্র। তুষারপাতের বর্ণনা ইহাতে স্পষ্ট না হইলেও পূর্ব্বোক্ত ১০।১২৪ ও ১৩৬ সূক্তোক্ত করকাদি বিশিষ্ট বিশ্বভুবনাচ্ছাদক জলের বিবরণ জেন্দাবস্ত লিখিত বাণী সহকারে তুষার পাতের নির্দ্দেশক হইতে পারে। উক্ত আপ্ত্যত্রিত ঋ ১।১০৫, ১০৬; ৮।৪৭; ৯।৩৩, ৩৪ ও ১০২ সূক্তের এবং ১০।১-৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। বহুমন্ত্রে

ইহাঁর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ঋ ৫।৪১।৪, ৮।১২,৬, ইত্যাদি মন্ত্র আপ্ত্যত্রিত দেবগণ সহ সোমপান করেন। আপ্ত্য বংশীয় আরও কতিপয় ঋষি ঋগ্বেদে দ্রষ্টা আছেন। ঋগ্বেদের কোন কোন ঋষি ও দেবতার নাম পারসিকগণের জেন্দাবস্তে দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন আখ্যানের ও ঐক্য আছে। এজন্য ভারতীয় ও পারস্য বা ইরাণীয় আর্য্যগণ কোন কালে একত্র ছিলেন এমত সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের সঙ্গত মনে হইয়াছে। ইরাণ শব্দ আর্য্য শব্দের অপভ্রংশমাত্র। জেন্দাবস্তে ইরাণীয় আর্য্যগণ যে সকল স্থানে বাস করিয়া ছিলেন তাহার কতক আভাস পাওয়া যায়। বিশেষরূপে ষোলটী স্থানের উল্লেখ আছে। ঐ সকল স্থান ইরাণীয়গণের প্রধান ঈশ্বর অহুর মজদা আপন ভক্তজনের সুখে বাস করিবার জন্য ক্রমে ক্রমে নির্ম্মাণ করেন। ঐ সকল স্থানের ক্রমিক নাম এই :—১। এরিয়ানবীজ, ২। সুগ্ধা, ৩। মোরু, ৪। বাগ্‌ধি, ৫। নিশয়, ৬। হরয়ু, ৭। বেক্রেতা, ৮। উর্ব্ব, ৯। ক্বেন্তা, ১০। হরাবতী, ১১। হেতুমন্ত, ১২। রাখা, ১৩। চক্রেতা, ১৪। বরুণ, ১৫। হপ্তহেন্দূ, ১৬। রাঙ্‌ঘা। এরিয়ানবীজ অর্থাৎ আর্য্য বীজস্থান ইহা ইরাণীদের স্বর্গ। ইহা দৈত্যনদী তীরে। রাঙ্ঘা ইহার সীমান্তস্থিত। ঐ সীমান্ত রাঙ্ঘার অপর তীরে দেবোপাসকগণের স্থান। ঐ রাঙ্ঘা নদী উত্তরবাহিনী। সুগ্ধা সগধিয়ানা বর্ত্তমান সমরখন্দ। মোরু-মর্জিয়ানা বর্ত্তমান মার্ভ। বাগ্‌ধী বক্‌ট্রিয়া বালখ্। নিশয় নিস্থ মোরু ও বাগধি মধ্যে স্থিত। হরজু অর্থ সরযু বর্ত্তমানে আফ্‌গণিস্থানের হরিরুৎ নদী, হিরাটের নিকটবর্ত্তী। বেক্রেটা কাবুল বা সিজিস্থান। উর্ব্ব ইস্পাহান কি খোরাশান বা কাবুল। ক্বেন্তা আফ্‌গনিস্থানে বেহারকেনা কান্দাহারের নিকট বাহিরকানিয়া গুর্জন। হরাবতী অর্থ সরস্বতী আরাকসিয়া বর্ত্তমানে আফ্‌গণিস্থানের হরুৎ নদী। হেতুমন্ত অর্থ সেতুমৎ আফ্‌গনিস্থানে হেলমন্দ

নদী। রাঘা রাজই বা রায় জোরায়েষ্টারের (জারাথুস্ত্র) জন্মস্থান। চক্রা খোরাসানে। বরেণ বা বরুণ ঘিলান আথ্য ত্রেতনের জন্মস্থান। আথ্য =আপ্ত্য, জলীয়। 'বরুণ' জলের রাজা। হপ্তহেন্দু অর্থ সপ্তসিন্ধু-হিন্দাবাস-ইণ্ডিয়া-পঞ্জাব, এই হপ্তহেন্দু শব্দ হইতে হিন্দু শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে। রাজ্ঞা-অর্থ রসা-নদী বা কাস্পিয়ান সাগর, কিম্বা উহা রুমের আরব স্থান বা মেসোপটোমিয়ায় স্থিত, এইরূপ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। আর্য্যগণের আদিম নিবাস লইয়া বহু গবেষণা চলিতেছে। কেহ মধ্য এসিয়া, কেহ বা সুইডেন, কেহ বা জর্ম্মনি, কেহ বা কারপেথিয়ান পর্ব্বত, অন্য কেহ সুমেরু সন্নিহিত বলিতেছেন। কলিকাতার বিদ্বদ্বর শ্রীমান্ অবিনাশ চন্দ্র দাস মহাশয় অন্যমত খণ্ডনে সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব আর্য্যগণের বীজভূমি বা আদি জন্মস্থান বলিতেছেন। সিন্ধু নদীর পাঁচ শাখা ও সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয় লইয়া সপ্তসিন্ধুই আদি আর্য্যাবাস। ইতিপূর্ব্বে বাল গঙ্গাধর তিলক মহোদয় উত্তর মেরু সন্নিহিত স্থানই আর্য্যগণের আদিস্থান বলিয়াছিলেন। এতৎ সম্বন্ধে বহু আলোচনাও হইয়াছে। আদিম আর্য্য নিবাস যেখানেই হৌক্ না কেন, ভারতবর্ষেই যে,আর্য্যসভ্যতার চরম উৎকর্ষ প্রাপ্তি ঘটে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। আর্য্যগণের নাম অনুসারেই হিমালয় ও বিন্ধ্যপর্ব্বত মধ্যস্থ দেশ আর্য্যাবর্ত্ত বলিয়া প্রথিত। আর্য্যাবর্ত্ত দেবনির্ম্মিত দেশ। অর্থাৎ দেবগণ বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশে পৃথিবীকে মহিমাময় করিবার জন্য এই দেশ পশ্চাৎ নির্ম্মাণ করেন। বিন্ধ্য পর্ব্বত ও তৎদক্ষিণস্থ দেশ যাহাকে দক্ষিণাপথ বা Deccan বলে তাহা প্রাচীন। বিন্ধ্যের উত্তরে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল এক সমুদ্র ছিল ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহার নাম দিয়াছেন টাইদ্ (Tythe)। এই টাইদ্ ভেদ করতঃ হিমালয় পর্ব্বতের উত্থান ও তৎসহ আর্য্যাবর্ত্তের অভ্যুদয় ঘটে এবং এই পুণ্য ভূমিকে পুণ্যকর্ম্মসহায়ক স্বরূপে সৃষ্টি করতঃ দেবগণ সরস্বতীতীরে ধর্ম্মক্ষেত্রে

কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ কবেন। এজন্যই ইহাকে দেবনির্ম্মিত দেশ বলা যায়। এই আর্য্যাবর্ত্তকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ গাঙ্গেয় উপত্যকা বলিয়া থাকেন। আর্য্যাবর্ত্ত দেশে ভগবান্ কতরূপে কত বার আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন। ইহা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা। অবিনাশ বাবুর প্রমাণ গুলি বহু যুক্তিপূর্ণ হইলেও কতকাংশ যুক্তিযুক্ত নহে এমন মনে হয়। তিনি ভৌগলিক সংস্থান ও ঐতিহাসিক তত্ত্বাংশ বিষয়ে জেন্দাবস্তের উপর নির্ভর করিয়াও তাহার সমগ্র অংশ গ্রহণ করেন নাই বা বর্জ্জনের বিশেষ হেতুও প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় আর্য্যগণ দেব-উপাসক। ইরাণীয়গণ অসুর-উপাসক। জেন্দাবস্তে বেদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দেবতা দেবরাজ ইন্দ্র, নাসত্যদ্বয়, মশরু প্রভৃতি দেবগণ ও তাঁহাদের উপাসকগণের বিরুদ্ধে বহু গ্লানিপূর্ণ উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অঙ্গিরামন্যু অহুর মজদার পরম বৈরী। মন্যু অর্থ যজ্ঞ। অঙ্গিরা যিনি ইন্দ্রোপাসনাত্মক যজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা তিনিই সম্ভবতঃ অঙ্গিরামন্যু। যেমন শতমন্যু ইন্দ্র। অথবা শতমন্যুর উপাসক অঙ্গিরা তাই অঙ্গিরামন্যু। ইরাণীয়গণের প্রধান ঈশ্বর অহুর মজদা যে ষোলটী স্থান ক্রমে নির্ম্মাণ করেন এই অঙ্গিরামন্যু দেবগণ সহায়ে তাহা ক্রমে নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া দেন এমন উক্তি জেন্দাবস্তে আছে। যেমন এরিয়ানা বীজো ইরাণীয়গণের বাসস্থান তেমনি হপ্তহেন্দু পারসিক আর্য্যগণের জন্যই অহুর মজদা নির্ম্মাণ করেন। যদি অঙ্গিরাগণ অসুর উপাসকগণকে বিদূরিত করতঃ হপ্তহেন্দুতে বাস করিয়া থাকেন তবে উহা ভারতীয় আর্য্যগণের আদি বীজস্থান হয় না। ঋগ্বেদে সপ্তসিন্ধু শব্দটী আছে, উহা পাতাল হইতে আকাশ পর্য্যন্ত ব্যাপী কোন প্রবাহ বলিয়া মনে হয়, ঋ ১।৫২।১৪ ১।৭২।৮ ৫।৪৭।৫, ৬।৭।৬, ৮।৬৯।১২, ৯।২২।৬, ১০।৪৩।১, ও ১০।৪৯।৯ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। কুত্রাপি প্রবাহ রূপে জল প্রবাহ বা নদী বাচক ও হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে দেশবাচক এবং পঞ্জাবদেশবাচক

তাহা নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। পঞ্জাব অর্থ পঞ্চ অব্ বা জল অর্থাৎ পঞ্চনদী বিশিষ্ট দেশ। সপ্তাব্ নহে। পঞ্জাব যদি সপ্তসিন্ধু হইত তবে ঋগ্বেদে ও পঞ্জাব অঞ্চলের স্থানসমূহের নাম করিতে সপ্তসিন্ধু শব্দেরই প্রয়োগ হইত, তাহা না করিয়া সিন্ধাবধি, গান্ধার, অসিক্লীয়া, আর্জিকিয়া সারস্বত, পঞ্চজনপদ, শর্য্যনাবৎ, কৃত্য, ঋজীক প্রভৃতি দেশবাচক শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে কেন? ঋ ১।১২৬।১, ৬।৪৫।৩১, ৭।৫।৩, ৮।৬৪।১১, ৯।৬৫।২২, ২৩, এবং ৯।১১৩।১ মন্ত্রে সপ্তসিন্ধু শব্দ নদী প্রবাহ বাচক দৃষ্ট হয়। সিন্ধুর বৃহত্তর পাঁচ শাখা ও সরস্বতী দৃষদ্বতী লইয়া সপ্তসিন্ধুর গণনা বেদ সিদ্ধান্ত বিরোধী বলিতে হয়, কারণ ঋ ৮।৫৪।৪ মন্ত্রে আছে "সরস্বতী অবন্তু সপ্তসিন্ধবঃ" ইহাতে সরস্বতী সপ্তসিন্ধু হইতে পৃথক্ বলিতেছে। নতুবা বলিতে হয় সপ্তস্রোতা সরস্বতী। ঋ ১।৩।১২ মন্ত্রে "মহোঅর্ণঃ সরস্বতী" এবং দাস মহাশয়ও "Mighty river" বলিয়াছেন। মহা ভারতেও সপ্ত স্রোত বা শাখা বিশিষ্ট সরস্বতীর উক্তি আছে। শল্য পর্ব্বের ৩৮ অধ্যায়ে —"জন্মেজয় উবাচ—সপ্ত সারস্বতং কস্মাৎ, বৈশম্পায়ণ উবাচ—রাজন্ সপ্ত সরস্বত্যো যাভির্ব্যাপ্তমিদংজগৎ। আহুতাবলবদ্ভির্হি তত্র তত্র সরস্বতী ॥৩ সুপ্রভা কাঞ্চনাক্ষীচ বিশালা চ মনোরমা। সরস্বতী চৌঘবতী-সুরেণুর্ব্বিমলোদকা ॥ ৪।" শুক্লযজুর্ব্বেদের ৩৪।১১ মন্ত্রে দেখিতে পাই "পঞ্চস্রোতাসরস্বতী"। পঞ্চ অব্ এখানেও আছে। তজ্জন্য সিন্ধুর নিকট যাইতে হয় না। গঙ্গা যমুনা গ্রহণ করিলেই সপ্ত সিন্ধু মিলে। ইহাতে "পঞ্জাবই সপ্তসিন্ধু" প্রতিজ্ঞা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়া পড়ে। মনুসংহিতায় সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত বলে, এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কুরু, পঞ্চাল, শূরসেন, চেদীও মৎস্য জনপদ ব্রহ্মর্ষি দেশ। এই পঞ্চ জনপদ যে আর্য্যগণের সামের ঝঙ্কারে নিনাদিত হইত তাহাতে সন্দেহ নাই। মনু বলিয়াছেন এই সকল জনপদের যে আচার পদ্ধতি তাহাই

সকলের অনুকরণীয়। ইহা পঞ্চশাখা সরস্বতী ও গঙ্গা যমুনাসহ সপ্ত সিন্ধু বিশিষ্ট দেশ হয় তৎবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভারতীয় আর্য্যগণের ত্রিবেণীসঙ্গম তীর্থরাজ প্রয়াগে। তাঁহারা উহা সরস্বতী, গঙ্গা ও যমুনা সঙ্গম বলিয়াই জানেন। মিঃ ওয়াডিয়ার জিওলজি পুস্তকের ২৪৯ পৃষ্ঠায় আমরা এই গঙ্গাসরস্বতীসঙ্গম থাকার সমর্থন পাই। পশ্চাৎ শিবালিক-পর্ব্বতশ্রেণীর উন্নতিলাভ সহ সরস্বতীর জল প্রবাহ গঙ্গা ত্যাগে পশ্চিমে সরিয়া গিয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। প্রথমে ভৃগুকচ্ছ (বর্ত্তমান বরোচ) সন্নিধি পশ্চাৎ আরও পশ্চিমে সাগর সঙ্গমের সৃষ্টি হয় (মিঃ ওয়াডিয়া ২৫১ পৃঃ)। বর্ত্তমানে গুজরাট দেশে সিদ্ধপুরে কপিলাশ্রম নামে যে তীর্থ আছে তাহা সরস্বতীর উপরে স্থিত। এখন ও শুষ্ক খাত বিদ্যমান আছে। মহাভারতের আদি পর্ব্বে ১৭০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে পুরাকালে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, দৃষদ্বতী, অপায়া, সরযু, গোমতী ও গণ্ডকী এই সপ্তনদী সম্মিলিত হইয়া সমুদ্রে পতিত হইত।

"পুরা হিমবতশ্চৈষা হেমশৃঙ্গাদ্‌বিনিসৃতা।
গঙ্গা গত্বা সমুদ্রাম্ভঃ সপ্তধা সমপদ্যত ॥ ১৯
গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চৈব প্লক্ষজাতাং সরস্বতীম্।
রথস্থাং সরযুঞ্চৈব গোমতীং গণ্ডকীং তথা ॥" ২০

এই সপ্তনদীই ভারতীয় আর্য্যগণের সপ্তসিন্ধু। পাঞ্জাব নহে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ আরও অগ্রসর হইয়া বলেন কোন সময়ে সিন্ধু গঙ্গা সহ মিলিতা ছিলেন; (ওয়াডিয়া ২৪৯ পৃঃ) পশ্চাৎ watershed অর্থাৎ জলপ্রবাহনিয়ামক সু-উচ্চ ভূমির পরিবর্ত্তনের সহিত সিন্ধু সরস্বতীর গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উহারা সাগরগামিনী হইয়াছেন। ঋ ৭।৯৫।২, ৮।২০। ২ মন্ত্রে সিন্ধু ও শতুদ্রীর সমুদ্রপতন লিখে, ১।৯৫।২ মন্ত্রে সরস্বতীর

সাগরপতন বর্ণিত, কিন্তু গঙ্গা যমুনার পতন লিখে না; ইহাতে পূর্ব্ব প্রান্তে সমুদ্র দূরে অবস্থিত থাকা অনুমিত হয়। মহাভারতের বনপর্ব্বে ৮২ অধ্যায়ে প্রভাসতীর্থকে সরস্বতীসাগরসঙ্গম বলা হইয়াছে। তৎকালে বর্ত্তমান সিন্ধুদেশে মরুভূমি ছিল না। মহেন্‌জ ডারো, আমরী, হরপ্পাতার সাক্ষী বলা যায়। এই সঙ্গে ঋ ৭।৩৬।৬ "সরস্বতী সপ্তথী সিন্ধুমাতা" বাক্যটী স্মরণ করিলে সিন্ধুমাতা সপ্তম সরস্বতী হইতে স্বতন্ত্রা জ্ঞাত হওয়া যায়। সরস্বতীর সপ্তমত্ব বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। দাসমহাশয় জেন্দাবস্তের উক্তির সম্মানার্থ যিম্‌কে তৎকালে চিরবসন্ত বিরাজিত মেরুসন্নিহিত দেশে পাঠাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করাইয়া পশ্চাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করাইয়াছেন, এবং যাইবার সময় পথে আমেনিয়া, ফ্রিজিয়া, লিডিয়া, থ্রেস্ প্রভৃতি স্থানে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার করাইয়াছেন; আর এই ঘটনা interglacial period বা তুষারপাতীয় মধ্যযুগে ঘটে বলিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এরিয়ানা বীজো পারসিকগণের আদিনিবাস বিষয়ে একমত, সুতরাং দাসমহাশয়কে এরিয়ানাবীজো রাখিতে হইয়াছে। তিনি উহা পামিরে সংস্থাপিত করিয়াছেন। ইরাণীয়গণের প্রধান উপাস্য অহুর মজদা তুষারপাত ঘটিবে ইহা পূর্ব্বে জানিয়াই "বরের" ব্যবস্থা করেন। পামিরের সামান্য দক্ষিণেই তুষারপাত ঘটে নাই। Geology বলে ৩০° উত্তর দ্রাঘিমা পর্য্যন্ত তুষারপাত হইয়াছিল। সুমেরুতে তুষারপাতের বহুলতা ঘটিবে জানিয়াও যিম্‌কে সুমেরুতে "বর" নির্ম্মাণার্থ পাঠান ব্যাপারটী কেমন কেমন লাগে। দাসমহাশয় খৃঃ ৭৫০০ বর্ষ পূর্ব্বে রাজপুতনা সমুদ্রও ভূমিকম্পে উন্নমিত হইলে তৎস্থানে জলরাশি নিম্নদিকে না গিয়া বাষ্পরাশিতে পরিণত হয় ও তজ্জন্য পামিরে তুষারপাত ও পঞ্জাবে জলপ্লাবন ঘটে এমত কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ভূতত্ত্ববিদগণ রাজপুতনার পর্ব্বত অবনমিত হওয়া

দক্ষিণাপথের দক্ষিণস্থ গণ্ডবন প্রদেশ জল নিমজ্জিত হওয়া সম্বন্ধে বলেন। উহা Early Tertiary যুগে ঘটিয়াছিল, তৎপর লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। শেষ তুষারপাত এমেরিকান্ মতে ১০০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটে ও তাহার প্লাবনাদি কার্য্য ৮০০০ খৃ পূঃ পরিসমাপ্ত হয়। ইহাতে ঐ ঘটনা interglacial হয় না, শেষ তুষারপাতের পরবর্ত্তী হইয়া পড়ে। পারসিক গ্রন্থে এরিয়ানাবীজো মেরুসন্নিহিত প্রদেশে থাকার উল্লেখ আছে। পামিরে এরিয়ানাবীজো স্থাপন ও তথায় যিমের "বর" নির্ম্মাণ মন্নৈখদ্ আদি গ্রন্থস্থ উক্তির বিরোধী হয়। এরিয়ানা বীজোতে ৭ মাস গ্রীষ্ম বা দিন ও ৫ মাস শীত বা রাত্রি থাকার উল্লেখ আছে, উহা মেরু সন্নিহিত স্থানেই সম্ভবপর। ঋগ্বেদে সপ্তগুগণের সাত মাস দিন সপ্ত সূর্য্য, নবগ্বগণের নয় সূর্য্য, দশগ্বগণের দশ সূর্য্য থাকা দৃষ্ট হয়; অর্থাৎ সাত মাস দিন ও ৫ মাস রাত্রি, ৯ মাস দিন ৩ মাস রাত্রি, দশমাস দিন ২ মাস রাত্রি হইত। ঋ ১।১৬৪।২, ৮।৭২।৭, ৯।১১৪।৩, ১০।৬৫।১ ও ১০।৭২।৮ মন্ত্র দ্রষ্টব্য। সুমেরুতে ৬ মাস দিন ৬ মাস রাত্রি, ক্রমে দক্ষিণে সাত, আট, নয়, দশ ও বারমাসে বার সূর্য্য উল্লিখিত আছে। অঙ্গিরাগণ দীর্ঘ সত্রানুষ্ঠান কালে দেশভেদে ৯ মাসে ও ১০ মাসে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিষয় ঋ ১০।৬১।১০ ও ৫।৪৫।৭, ১১ মন্ত্রে বর্ণিত আছে, ৮।৪৬।২৩ মন্ত্রে দশমাসে বৎসর বর্ণিত। রোমের ও দশমাসে বৎসর ছিল December সাক্ষ্য দেয়। পারসিক গ্রন্থে আছে এরিয়ানাবীজোতে ১০ মাস গ্রীষ্ম ও ২ মাস শীত ছিল পশ্চাৎ দেবগণের কার্য্যে ১০ মাস শীত ও ২ মাস গ্রীষ্ম হইয়াছে। শেষ তুষার পাতের পূর্ব্বে মেরুর আবহাওয়া গরম ছিল তাহা ভূগর্ভ খননে যে প্রাণী লতা ও বৃক্ষ আদি পাওয়া গিয়াছে তাহাদ্বারা জানা যায়। শেষ তুষার পাতের পর হইতে ১০ মাস শীত হইয়াছে। দাসমহাশয় পঞ্জাব ও পামিরে আর্য্য বীজভূমির কল্পনা করিতে গিয়া ৪।৫ মাস চির মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য কুল্লমা

কল্পিতে বাধ্য হইয়াছেন। জেন্দাবস্ত মতে সপ্তসিন্ধু ও এরিয়ানা বীজোর পূর্ব্বে যে অবস্থা ছিল অঙ্গিরা মনুর কার্য্যবশতঃ তদ্‌বিপরীত অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এরিয়ানবীজো গ্রীষ্মপ্রধান ছিল শীতপ্রধান হইয়াছে এবং হপ্তহেন্দু শীত প্রধান ছিল গ্রীষ্ম প্রধান হইয়াছে। দাস মহাশয় এইটী বজায় রাখিতে সচেষ্ট হইয়া বলিয়াছেন সপ্তসিন্ধু অর্থাৎ পঞ্জাব পূর্ব্বে ঠাণ্ডা ছিল এখন গরম হইয়াছে ও পামির (তাঁহার এরিয়ানা বীজো) গরম ছিল এখন ঠাণ্ডা হইয়াছে। পাঞ্জাব ও পামির সংলগ্ন স্থান উত্তরে দক্ষিণে স্থিত বলায় দোষ হয় না। পামির Roof of the world খুবই উচ্চ স্থান চতুর্দ্দিকে বরফাবৃত পর্ব্বত বেষ্টিত। সাধারণ নিয়ম পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে যত উত্তর তত শীত, যত উচ্চ তত শীত; পাঞ্জাব হইতে পামির উত্তর ও বটে উচ্চ ও বটে, তথায় যখন গ্রীষ্ম তখন তৎদক্ষিণে নিম্নভূমি মরুসন্নিহিত পঞ্জাব শীতপ্রধান ছিল আর পশ্চাৎ পামির শীত প্রধান হইয়াছে ও পঞ্জাব গ্রীষ্মপ্রধান হইয়াছে। হিমালয়ের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও পামিরে কোন পরিবর্ত্তন ঘটার বিবরণ ভূতত্ত্ব গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। মিঃ ওয়াডিয়ার গ্রন্থে ১১২ পৃঃ আছে যে তুষারপাত যুগে সল্টরেঞ্জ (পঞ্জাব) পর্ব্বতের আবহাওয়া গরম ছিল তাহা ভূগর্ভস্থ বৃক্ষাদির চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হইয়াছেন। বিশেষতঃ দাস মহাশয় পঞ্জাবের দক্ষিণে মরু কল্পনা করিয়াছেন, কারণ ঋগ্বেদে ৬।৬২।২ মরু উত্তীর্ণ হওয়ার কথা আছে। মরুর গরমে পাঞ্জাবের আবহাওয়া ৪ মাস মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য বিশিষ্ট ও ঠাণ্ডা ছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌ গরম ছিল বলিলে কি হয় উহা ঠাণ্ডা ছিল পশ্চাৎ গরম হইয়াছে নতুবা প্রতিজ্ঞা বাক্যের ব্যাঘাত হয়। জেন্দাবস্তের [Frxxii, xxi, xix, (1)] পাঠে জানা যায় যে অসুরোপাসকগণ দেবোপাসকগণকে অভিশাপ করিতেছেন। সেই অভিশাপ বাক্যে পুনঃ পুনঃ আছে "দেবগণ উত্তরে মরুক্"। ইহাতে এই অভিব্যক্ত করে যে ভারতীয় আর্য্যগণ উত্তরে

বাস করিতেন। পারসিকগণ দক্ষিণে বাস করিতেন। দাস মহাশয় ঠিক্ উল্টা ব্যবস্থা করিয়াছেন। পামিরে উত্তরে পারসিকগণকে স্থাপন করিয়াছেন। জেন্দাবস্তের (Ven II, 16) মতে উত্তরে অঙ্গিরামন্যুর আবাসরূপ নরক। Yasht 12·7, Ven 9·1, 7·2 মতে পারসিকগণের নরক উত্তরে ও স্বর্গ দক্ষিণে। এমতাবস্থায় অহুর মজদা তাঁহার ভক্তজনকে নিরাপদ দক্ষিণ দেশে না পাঠাইয়া নরকের উত্তরে উপনিবেশার্থ পাঠাইবেন ইহা সম্ভবপর হয় না। সুতরাং পামির এরিয়ানা বীজো হইতে পারে না। সপ্তসিন্ধু ও পারসিকগণের আবাস জন্যই নির্ম্মিত তাহাতে দেবতা বাস স্থাপন সমীচীন বোধ হয় কি? দাস মহাশয় হপ্তহেন্দুকে চতুর্দ্দিকে সাগর বেষ্ঠিত কল্পনা করিয়াছেন। হিমালয়ের অভ্যুত্থানের পর কি আফগানিস্থান কি তিব্বত কি আর্য্যাবর্ত্ত কোথাও বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই? দাস মহাশয়ের প্রদত্ত যে মানচিত্র Rigvedic culture নামক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যাহাতে 'ওয়েলস্ সাহেব ৫০০০০ বর্ষ পূর্ব্বের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার সপ্তসিন্ধুর চারিদিকে সমুদ্র নাই। দাসমহাশয় Bay of Bengal ও Arabian Sea মধ্যে এক সাগর শাখা রাখিতে চাহেন উহাকে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ Gangetic depression নাম দিয়াছেন এবং বলেন যে উহা সমুদ্র ছিল না বিন্ধ্য ও হিমালয়ের জল প্রবাহ বাহিত মৃত্তিকারাশি। ১৩০০ ফুট খনন করিয়াও কর্দ্দম রাশির শেষ পাওয়া যায় নাই। ঋগ্বেদের ৩।৩৩।২ মন্ত্রে আর্জিকিয়া (বিপাশা) সমুদ্রে পতিত হয় এমত আছে। বর্ত্তমানে বিপাশা যে স্থানে সিন্ধু সহ সঙ্গত তাহার উত্তরেই সমুদ্র ছিল বলিতে হয়। তাহা ৩০° উত্তর অক্ষাংশে হয়। তদুত্তরে তাঁহার কল্পিত মরুভূমির জন্য স্থান রাখিয়া যে অবশিষ্ট ভূমি থাকে তাহা বর্দ্ধিষ্ণু আর্য্যগণের বাসের পক্ষে অতি অল্পই বলিতে হয়। দাসমহাশয়ের মতে হিমালয় হইতে

নিঃসৃত গোমতী ও সরযু তীরস্থিত অযোধ্যা ও গণ্ডকীতীরে বিদেহ রাজ্য ছিল না, ঐ স্থানে সমুদ্র ছিল। এমন কি তিনি পাঞ্চালও ছিল না বলেন; এবং ইক্ষাকু, মান্ধাতা প্রভৃতি রাজগণ আফগানিস্থানের পশ্চিমাংশে সরযু (হরিরুৎ) তীরে বাস করিতেন বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। পাঞ্চালের অপর নাম সৃঞ্জয় ও ক্রিবি। ঋ ৮।২০।২৪, ৮।৫১।৮, শতপথ ব্রাহ্মণের ১৩।৫।৪।৭ প্রভৃতি হইতে ক্রিবি অর্থাৎ পঞ্চাল ছিল ৩০।৮।৭।২৩ মন্ত্রে বৃষ্ণি বা সুরসেন ছিল জানা যায়। এরূপ অবস্থায় দাসমহাশয়ের বাক্য গ্রহণ যোগ্য নহে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সঙ্গম ছিল সুতরাং প্রয়াগ (প্রতিষ্ঠান) ছিল। কুরুক্ষেত্র হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত স্থানে সমুদ্র ছিল না। ঋগ্বেদে মৎস্যও চেদী ছিল। মৎস্য জয়পুর উহা বিন্ধ্যের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে স্থিত। চেদী বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড সুতরাং বিন্ধের উত্তরে স্থিত ছিল। তবে চেদী ও প্রয়াগ মধ্যে সমুদ্র শাখা ছিল কিনা? যদি ছিল বলা হয় তবে সে সমুদ্র পার হইয়া আর্য্যগণ চেদীতে গমন করিলেন আর বিন্ধ্য পার হইয়া দক্ষিণাপথে যান না কেন? যদি ছিলনা বলা হয় তবে দাক্ষিণাত্যে যাওয়ার বাধা কি ছিল? যদি আফগানিস্থানে হরেযুতীরে মনুপুত্র ইক্ষাকু প্রভৃতির রাজ্য হয় তবে, হরাবতী (সরস্বতী) বর্ত্তমান হরুৎ নদী তীরে আর্য্যগণের বাসভূমি ছিল বলিতে বাধা কি? এবং তথায়ই বৈদিক ঋষির সামের ঝঙ্কার উঠিয়াছিল বলিতে হয়। হিরাটবাসী ইক্ষাকু বংশীয়গণের পুরোহিতের অর্থাৎ মহর্ষি বসিষ্ঠাদির আবাস কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী কি তৎপুর্ব্বস্থ যমুনাতীরে রাখা কিরূপে যুক্তিযুক্ত হয়? আফগানিস্থানের সীমা গঙ্গা পর্য্যন্ত বিস্তৃত না করিলে সপ্তসিন্ধুবাসীগণ হইতে আফগানিস্থানবাসীদের স্বতন্ত্রতা স্বীকার করিতে হয়। আর যদি আফগানিস্থান ত্যাগে পঞ্জাবাদি অঞ্চলে আর্য্যগণ আসিয়া থাকেন তাহা হইলে উহা আদি স্থান হয় না। হিরাট হইতে ইক্ষাকু বংশীয়গণ পশ্চাৎ

অযোধ্যায় আসিয়াছেন ইহাদ্বারা পূর্ব্বদিকে সম্প্রসারিত হইয়াছেন বলিতে হয়. মধ্যে সপ্তসিন্ধু থাকে। হরয়ু এবং হরাবতীও অসুর উপাসকের স্থান তথায় ভারতীয় আর্য্যগণ কি প্রকারে প্রবেশ করিলেন? আফগানিস্থানে বাসকারী ইক্ষাকু, মান্ধাতা প্রভৃতির নাম সপ্তসিন্ধুবাসী আর্য্যগণের বেদে স্থান পাইয়াছে—কি আফগানিস্থানবাসিগণের কথা বেদে স্থান পাইয়াছে? ইত্যাদি বিষয় দাস মহাশয় মীমাংসা করেন নাই। মান্ধাতা এসদস্যু ইহারা ঋগ্বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা। সমুদ্রগমনপটু আর্য্যগণ মিশরাদি গমনে সমর্থ হইলেও বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তরস্থিত দাস মহাশয়ের "shallow water" পার হইতে পারেন নাই। চেদী ও মৎস্যদেশ ইহার কোন্ পারে ছিল? পারসিক গ্রন্থে দেখা যায় তাহাদের সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল। তাই রোম সম্রাট নীরো পারস্যপতি ভলবোসোয়কে রাজমুকুট গ্রহণ জন্য আহ্বান করিলেও তিনি যান নাই। তাঁহার ভ্রাতা স্থলপথে গিয়াছিলেন। আর্য্যগণ তৎপ্রতিবাসী তাঁরাই বা সমুদ্র পার হন কি করিয়া? বিশেষ ঋগ্বেদে বহুস্থানে ভুজ্যুর নৌকা ডুবির বর্ণন আছে। সেইজন্যই ভয়ে পার হন নাই। তবে floro and fauna যে সে জল পার হইয়াছে তদ্দ্বারা মনুষ্যের পার হইবার যোগ্যতা বুঝা যায় না। হিমালয়ের দক্ষিণে যে শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহার উৎপত্তি পশ্চাৎবর্ত্তী সময়ে ঘটিয়াছে, এজন্য হিমালয়ের জল প্রবাহ অর্থাৎ সিন্ধু, সরস্বতী, যমুনা, গঙ্গা, গোমতী, সরযু, গণ্ডকী প্রভৃতি নদী সকল ঐ শিবালিক পর্ব্বতের উত্থানের পূর্ব্বেও ছিল। এজন্য উহাদিগকে ভূতত্ত্ববিদ্গণ antecedent river system আখ্যা দিয়াছেন। যখন নদী ছিল তখন নদীতটও ছিল বলিতে হয়। তবে তাহা উচ্চ না হইতে পারে কিন্তু ঋ ৬।৪৫।৩১ মন্ত্রে গঙ্গার কুল উচ্চ থাকা বর্ণিত আছে। যদি সরযু, গণ্ডকী ছিল, তবে দেশও ছিল অর্থাৎ অযোধ্যা বিদেহ রাজ্য থাকিতে কোন বাধা নাই, সমুদ্র ছিল না। ঋগ্বেদে রাহুগণ গোতম অতীব

প্রাচীন ঋষি। ইহাঁদের চারিপুরুষ ঋগ্বেদে মন্ত্রদ্রষ্টা। ইনি সদানীরা (গণ্ডকী মতান্তরে বঙ্গের করতোয়া) নদী পর্য্যন্ত যাওয়ার একটী আখ্যায়িকা শতপথ ব্রাহ্মণে বিবৃত আছে। রাহুগণ পুত্র গোতম বিদেহমথব নামক ক্ষত্রিয় সহ অগ্নি লইয়া সদানীরা পর্য্যন্ত গমন করেন ও তথায় বিদহমথবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদহমথব ও বিদেহরাজ মিথি একই ব্যক্তি বুঝা যায়। সুতরাং বৈদিকযুগেই বিদেহ বা মিথিলারাজ্য ছিল। ভারতীয় আর্য্যগণ বাহির হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে নিবাস করেন ইহাতে ঐসকল স্থানের মহিমার কোন হ্রাস হয় না। ভারতীয় আর্য্যগণের সুমেরু হইতে আগমন শাস্ত্রও যুক্তিসম্মত। সুমেরু দেবনিবাস ইহা বেদ ইতিহাস ও পুরাণ সাক্ষ্য দেয়। ইন্দ্রের বাস উত্তরে ইহা ৮।৬।২৯ মন্ত্রে আছে এবং তাহা কুমেরুর বিপরীত স্থানে স্থিত। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮।১৪ মন্ত্রে বর্ণিত আছে উত্তর কুরুদের স্থান তাহা নরের অজেয়। উত্তরকুরু তিব্বত নহে। উহা সুমেরু পর্ব্বতের উত্তরে স্থিত। হিমালয় দেবনিবাস নহে। উহা কুবের ও মহাদেবের স্থানমাত্র। ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদিদেবগণের স্থান সুমেরুতে। মনুপুত্র ইক্ষাকু ও তৎ পুত্রগণ সুমেরুতে রাজ্য করিতেন যথা বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ১ম অধ্যায়ে—ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুর্যত্রতুমধ্যগঃ। নীলাচলশ্রিতং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা।২১। মেরোঃ পূর্ব্বেন যদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বায় প্রদত্তবান্। ২২। তথা বায়ু পুরাণে ৩৪ অধ্যায়ে—ভদ্রাশ্বো ভরতশ্চৈব কেতুমালশ্চ পশ্চিমঃ। উত্তরাঃ কুরবশ্চৈব কৃতপুণ্য প্রতিশ্রয়াঃ॥ তথা মৎস্য পুরাণে ১২ অধ্যায়ে—ইক্ষাকোঃ পুত্রতামাপ বিকুক্ষির্নাম দেবরাট্। জ্যেষ্ঠঃ পুত্র শতস্যাসীদ্দশপঞ্চ চ তৎ সুতাঃ। ২৬। মেরোরুত্তরতস্তেতু জাতাঃ পার্থিব সত্তমাঃ। চতুর্দ্দশোত্তরঞ্চান্য চচ্ছ্রুত মস্য তথা ভবৎ। ২৭। মেরোর্দ্দিক্ষিণতো যে বৈ রাজানঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ। জ্যেষ্ঠঃ ককুৎস্থো নামা ভূৎ তৎসুতশ্চ সুযোধনঃ॥ ২৮ ইত্যাদি। পুরাণবচন অপ্রমাণ্য নহে। কারণ এই

পুরাণসকল সেই যুগের কথা বলে যে যুগে ভারতসম্রাট্‌গণ প্রশান্ত মহাসাগরের পারেও গমন করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদের বহু উক্তি হইতে পূর্ব্বাবাস ত্যাগ ও নূতন আবাসের জন্য প্রচেষ্টা হইয়েছে জানা যায়:—যথা—ঋ ১।৩০।৯ মন্ত্রে পুরাতন আবাসের উল্লেখ আছে; ১।৪২।৮ মন্ত্রে শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, যেন পথে নূতন সন্তাপনা হয়; ১।৯৭।২ মন্ত্রে, শোভনীয় ক্ষেত্র ও পথের জন্য অর্চ্চনা করি। ২।২৭।৭ মন্ত্রে, রাজমাতা অবদিতি ও অর্য্যমা শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অন্যদেশে লইয়া যাউন। ৩।৪৭।৫ মন্ত্রে, নূতন আশ্রয়ের জন্য প্রার্থনা করি। ৪।৫৪।৫ মন্ত্রে, নিবাস দাও। ৫।৫১।১৫ মন্ত্রে, পথে বিচরণ করি। ৫।৫১।১৩ মন্ত্রে, হে গৃহদাতা। ৬।৪৭।২০ মন্ত্রে, আমরা ভ্রমণ করিতে করিতে গো-সঞ্চার রহিত দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, পথ প্রদর্শন কর। ৬।২১।১২ মন্ত্রে, দুর্গমপথে পুরোগামী হও। ৬।৫১।৫ মন্ত্রে, হে দেবগণ, তোমরা পথিমধ্যে আমাদিগকে রক্ষা কর। ৬।৫৪।১ মন্ত্রে, পথ ও গৃহ দেখাইয়া দাও। ৬।২৫।৯ মন্ত্রে, বাসস্থান চাই। ৬।৬২।২ মন্ত্রে, আপের উদ্দেশে মরু অতিক্রম কর। ৬।৪।৮ মন্ত্রে, দস্যুরহিত পথে নির্ব্বিঘ্নে লইয়া যাও। ৬।২০।১, ৬।৩৬।৪, ৬।১৬।১৮,২৪, ৬।৪৫।২৩, ৬।৪৬।৬,৯ মন্ত্রে, গৃহপ্রদাতা। ৬।৬৭।২ মন্ত্রে, শীতাদি নিবারক গৃহ দাও। ৭।১৯।৫ মন্ত্রে, নিবাসের জন্য নাততমপুরী ব্যাপ্ত করিয়াছে। ৭।২০।২ মন্ত্রে, সুদাসের জন্য জনপদ নির্ম্মাণ কর। ৭।৩৭।৬ মন্ত্রে, এখানে আমাদিগকে নিবাস প্রদর্শন করিতেছ। ৭।৫৬।২৪ মন্ত্রে, নিবাসার্থ প্রাপ্ত দেশবাসীকে বধ কর। ৭।৭৪।১,৫,৬,৭।৮২।১০ ৭।৮০।৬,৭।৮২।১ মন্ত্রে, আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর। ৭।৯০।৬ মন্ত্রে, হে নিবাসপ্রদ; ৭।১০০।৪ মন্ত্রে, এই পৃথিবীকে নিবাস যোগ্য করার জন্য পদক্ষেপ করেন। ৭।১০১।২, ৮।৯।১।১৫ মন্ত্রে, গৃহ দান কর। ৮।৫০।৩, ৯ মন্ত্রে, নিবাসপ্রদ ইন্দ্র। ৮।৭০।৮ মন্ত্রে, নিম্ন স্থান লাভার্থ

আহ্বান করি। ৮।৮৫।৫ মন্ত্রে, অহিংসনীয় গৃহ দাও। ৮।৯৩।১০ মন্ত্রে, দুর্গম স্থানে পথ করিয়া দাও। ৮।৪।১৭, ৮।৬।৩০ মন্ত্রে, নিবাসপ্রদ। ৮।১৩.২২ মন্ত্রে, নিবাসভূত ধন। ৮।১৮।১৫ মন্ত্রে, বাসপ্রদ। ৮।১৮।২০ মন্ত্রে, গৃহ দাও। ৯।৮।৮ মন্ত্রে, বাস দান কর। ৯।৮৫।৮ মন্ত্রে, গব্যূতি পরিমাণ ভূমি করিয়া দাও। ১০।২৫।৮মন্ত্রে,ক্ষেত্র ও ভূমি দান কর ইত্যাদি। দাস মহাশয় চারিদিকে সমুদ্র ইহা প্রমাণ করিবার জন্য ঋগ্বেদের কতিপয় মন্ত্রের উল্লেখ করেন; তৎসম্বন্ধে—১০।১৩৬।৫ মন্ত্রে সমুদ্রদ্বয়ের উল্লেখ আছে; উহা পূর্ব্বাকাশ ও পশ্চিমাকাশকে লক্ষ্য করে। বেদে আকাশ, অন্তরীক্ষ সমুদ্র বলিয়া অভিহিত; ঋ ৯.৬২।২৬।৯।৯৭।৪৪, ৯।৯৬।১৯, ৯।৯৫ ৪, ৯।৬৪।৮, ১৬ ও১৭ মন্ত্রাদি দ্রষ্টব্য। ঋ৯।৩৩।৬ মন্ত্রে যে চতুঃসমুদ্র, তাহার অর্থ আকাশের চারি সমুদ্র হইতে বৃষ্টিরূপ ধন দাও। উহা মর্ত্তে নয়। ঋ ১০।৪৭।২ মন্ত্রে চারিসমুদ্র অর্থ ইন্দ্রের মহিমা চারি দিকে ব্যাপ্ত। ঋ ১০।৮৯।১ মন্ত্রে ইন্দ্রের মহিমা সমুদ্র অপেক্ষা অধিক। ঋ ১।৩০।১৮ মন্ত্রে অশ্বিনীদ্বয়ের রথ সমুদ্রে গমন করে, তাহা অন্তরীক্ষে বিচরণ সূচিত করে। ঋ ১০।৯৬।৮ মন্ত্রে উপর সমুদ্রের জল অর্থ আকাশস্থ মেঘরাজি। তাঁহার প্রদত্ত মানচিত্রেও চতুঃসমুদ্র দৃষ্ট হয় না। অহুরমজদার সৃষ্ট শেষস্থান রাঙ্খা বা রসানদী উহাকে অসুরোপাসক ও দেবোপাসকের আবাস ভূমির সীমা-রেখা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তরে দেবস্থান বা ভারতীয় আর্য্যগণ ও দক্ষিণে অসুরস্থান বা ইরাণীয়গণ। ঋগ্বেদে দুইস্থানে রসা নদীর উল্লেখ আছে। ১০।৭৫।৬ মন্ত্রের রসা সিন্ধুশাখা; অপরটী ৯।৪১। মন্ত্রে উল্লেখিত; উহা বিষ্টপকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করে; বিষ্টপ স্বর্গ বা দেবস্থান। মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বে ৭ম অধ্যায়ে নীল পর্ব্বতের দক্ষিণে ও নিষধ পর্ব্বতের উত্তরে জম্বু দ্বীপের জম্বুরসনির্গত রসানদী সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করতঃ উত্তর কুরুতে প্রবাহিত। ইহাতে দেখা যায় উত্তর কুরু সুমেরুর উত্তরে স্থিত; তিব্বতে

নহে। উত্তর কুরু আর্য্যাবাস ও দক্ষিণে অসুরাবাসটী এরিয়ানা বীজো, হইলে ইহাই রাঙ্খা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ৩৯ অধ্যায়ে সুমেরু দেব-নিবাস বটে। সিন্ধু-সঙ্গতা রসা পূর্ব্ব-বাহিনী; এই মহাভারতের রসা উত্তর-বাহিনী। ঋগ্বেদে ২।১৫,৫ মন্ত্রে যে নদীকে ইন্দ্র উত্তর-বাহিনী করেন তাহা সিন্ধু, সরস্বতী প্রভৃতি হিমালয়স্থিত নদী হইতে পারে না। বিন্ধ্য হইতে যে সকল নদী গঙ্গাতে পতিত তাহা উত্তর-বাহিনী হইলেও বিন্ধ্য দেবনিবাস নহে, উহা দাক্ষিণাত্যে স্থিত। এজন্য উহাকে এই রসা বলা যাইতে পারে না। অক্‌সাস্ নদীকে রসা বলা যাইতে পারিত, উহা উত্তর-বাহিনী বটে। জেন্দাবস্তের রসা এল্‌বুর্জ হইতে প্রবাহিত। পামিরে এল্‌বুর্জ বলা ঠিক হয় না। আর উহার পূর্ব্বে আর্য্যাবাস করিলে তাহা তুরান দেশ হইয়া পড়ে, হপ্তহেন্দুর ধার পাশে হয় না। তাহাতে আর্য্যাবাস মধ্য এশিয়ায় ছিল বলিতে হয়। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত রসাকে মেসোপটেমিয়ায় স্থাপন করিয়াছেন। এরিয়ানা বিজো মেরু-দেশে বলিয়া মহাভারতের বর্ণিত রসাই রাঙ্খা বলিতে হয়। সুমেরু দেবস্থান ইহা সূর্য্যসিদ্ধান্তাদি জ্যোতিষ গ্রন্থেও বর্ণিত আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Paleolithic যুগে লোক সব Nomadic অর্থাৎ ভ্রমণশীল ছিলেন বলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে একটী বাক্য আছে যে ৭।১৫ ("কৃতং সম্পদ্যতে চরন্"—অর্থ কৃতযুগে আর্য্যগণ বিচরণশীল ছিলেন। ইহাও তুষার-পাত জনিত সুমেরু ত্যাগে বিচরণ করিতে করিতে ভারতাগমনকে লক্ষ্য করিতে পারে।

২। শিক্ষা ও সভ্যতা

বিজ্ঞানবিদ্‌গণ মানব সভ্যতার চারিটী স্তর-ভেদ কল্পনা করেন :—

১। অস্থি প্রস্তরযুগ ২। তাম্রপিত্তল যুগ ৩। লৌহযুগ ৪। স্থবর্ণযুগ। ঋগ্বেদে ১।৮৪।১৩ মন্ত্রে মহর্ষি দধীচির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ করতঃ বৃত্রবধের কথা আছে। ঋ ১।৫২।৮, ১।৮১।৪ ও ১০।৯৬।৩ মন্ত্রে লৌহময় বজ্রের উল্লেখ আছে। ১০।২৩।৩ মন্ত্রে স্থবর্ণময় বজ্রের উল্লেখ আছে। ১।৫৬।৬ মন্ত্রে পাষাণ দ্বারা বৃত্রবধ। ১।১৭২।২ মন্ত্রে, প্রস্তর নির্ম্মিত অস্ত্র, ৪।৩০। ২০ মন্ত্রে, প্রস্তর নির্ম্মিত নগর, ৭।৩।৭, ৭।১৫।১৪, ৮।১০০।৮ মন্ত্রে, অয়ো (লৌহ) ময়ী নগরী, ৭।৮৩।১ পর্শু ৬।৪৭।১০ ধনু, ইষু, নিষঙ্গ, লৌহাস্ত্র ; ৫। ৫২।৬,৫।৫৭।২, ৬।২৭।৬, ৬।৩।৫, ৬।৪৩।১১, ১২ মন্ত্রে ঋষ্টি, বর্ষা, বাশী (খড়্গ) ৩।৩০।১৫, ৪।৬।৩ মন্ত্রে কুঠারের উল্লেখ, ৫।৩৩।৬ মন্ত্রে রৌপ্যমুদ্রা, ৫।২৭।২ স্থবর্ণমুদ্রা, ৪।৩৭।৪, ৫।১৯।৩, ৮।৪৭।১৫ মন্ত্রে নিষ্ক, ৭।৫৬।১৩ খাদি (বলয়), রুক্ম (হার), ৪।৩৪।৯ কবচ ৪।৫৩।২ স্থবর্ণ কবচ, ৫।৫৩।৪, ৫ ৫৪।১১ মন্ত্রে স্থবর্ণ রুক্ম (মালা), ৫।৫৮।২ খাদি, ২।৩৪।৩, ৫।৫৪।১১ মন্ত্রে হিরণ্ময় শিপ্র (মস্তকাভরণ), ৫।৫৭।৭ হিরণ্ময় উষ্ণীষ, ৯।৫৬।২ মন্ত্রে কন্যাদান কালে কন্যাকে অলঙ্কৃত করা,৪।২।৮ মন্ত্রে স্থবর্ণসজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব, ১।৩০।৬ হিরণ্ময় রথ ১।১২২।১৪ হিরণ্যকুণ্ডল, ৫।৩০।১৫ মন্ত্রে দশটী স্থবর্ণ কলস দান করার উল্লেখ আছে ;.৪।৩২।২৩ হিরণ্যপূর্ণ কলসদান ; ১।২৫।১৩ মন্ত্রে স্থবর্ণপরিচ্ছদ, ১।৩১। ১৫, ১।১৪০।১৫ বর্ম্ম, ১।১৬৮।৩ হস্তত্রাণ ও কর্ত্তন, ২।৩৯।৪ তনুত্রাণ ৬।৪৭।২৭ মন্ত্রে গোচর্ম্মাবৃত রথ, ৬।৪৮।১৮ মন্ত্রে চর্ম্মাধার। ৩।৫৩।১৯,৪।২।১৪ মন্ত্রে কাষ্ঠ-ময় রথ, ৬।৩।৪ স্থবর্ণকারের ধাতু গালান, ৫।৯।৫ কর্ম্মকারের ভস্ত্রা, ৬।৪৪।২৪ দশযন্ত্র উৎস, ৬।৪৭।২৯, ২।৩৪।১৩,২।৪৩।৩ মন্ত্রে বীণা, দুন্দুভি কর্করি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের বিষয় বর্ণিত। স্থতরাং বৈদিকযুগে এই চারিটী যুগের সমাবেশ

দেখিতে পাওয়া যায়। ঋ ১।২১।৫, ১।১৬৬।৯ ও ১০।৭১।১০ মন্ত্রাদি সভা-বিষয়ক। ৪।৪।১ মন্ত্রে রাজা ও মন্ত্রীর হস্তীতে গমন বিবৃত আছে।

কেহ কেহ মনে করেন যে ক্ষত্রিয়গণ হইতে উপনিষদ্‌প্রোক্ত ধর্ম্ম-ভাবের বিকাশ হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎ উহা গ্রহণ করিয়াছেন। গীতোক্ত "এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমংরাজর্ষয়ো বিদুঃ" বাক্য ও উপনিষদে কেকয়রাজ অশ্বপতি, পাঞ্চালরাজ প্রবাহন জৈবলি, বিদেহরাজ জনক, কাশীরাজ অজাতশত্রু, গার্গ্যায়নিচিত্র প্রভৃতির আখ্যান দৃষ্টে এরূপ ধারণা পোষণ করেন। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেহ বা মহা-ভারত পুরাণাদি যাহা "স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরী" জন্য সৃষ্ট (ভাগবৎ ১৪) তৎ দৃষ্টে বিশ্বামিত্রের ক্ষত্রিয় থাকা ইত্যাদি কল্পনা করেন। বসিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র উভয়ে তৃৎসু সুদাসের পুরোহিত; ঋ ৩।৫৩। ৭-৯ মন্ত্রে ও ৭·৮০ ৪ দ্রষ্টব্য। বিশেষ বিশ্বামিত্র ও তৎপিতা গাধি ও পিতামহ কুশিক্‌ ও তৎপুত্রপৌত্রগণ মধুচ্ছন্দা, জেতা অঘমর্ষণাদি সকলেই ঋগ্বেদের ঋষি। ঐতরের ব্রাহ্মণে বিশ্বামিত্র ঐক্ষ্বাক মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের হোতা। তত্রাচ ক্ষত্রিয়ত্ব কল্পনা কষ্টকল্পনা নহে কি? আর ঋগ্বেদের মন্ত্রে শুনঃশেফ অঙ্গিরস গোত্রজ ব্রাহ্মণ-কুমার বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইলেও ক্ষত্রিয় হন নাই, তৎপুত্র যাজ্ঞবল্ক্যও কিছু ক্ষত্রিয় নহেন। অঙ্গিরস বংশে বৃহস্পতি, তৎপুত্র ভরদ্বাজ কি অথর্ব্বা বা তৎপুত্র দধীচি কিম্বা বৃহস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্র দীর্ঘতমা ব্রাহ্মণ ছিলেন; দধীচির মধুবিদ্যা ও ঈশোপনিষদ্‌ দীর্ঘতমার ঋ ১।১১৪ সূক্ত ক্ষত্রিয় হইতে আগত নহে। ইঁহারা সব অদ্বৈততত্ত্বের মূলাধার। উপনিষদ্‌প্রোক্ত মতবাদে যে অদ্বৈত-তত্ত্ব নিহিত তাহার সর্ব্বপ্রধান সংক্ষিপ্ত সার "অহং ব্রহ্মাস্মি" ও "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যদ্বয়। ইহার প্রথমটী গৌতম বামদেব হইতে আগত। রহুগণ ও তৎপুত্র গৌতম ঋগ্বেদে ঋষি। এই

গবাশির (মৃগশিরা) মঘি (বিশাখা) ও শুক্রগ্রহ ও ৫।৫৪।১৩ মন্ত্রে তিষ্যা ওঁ ঋ ১০।৮৫ সূক্তে "অঘাসু হন্যতেগাবো হর্জ্জুন্যোঃ পর্য্যুহ্যতে" মন্ত্রে অঘা, মঘা ও অর্জ্জুনী, ফল্গুনী নক্ষত্র। ১।২৪।৯ মন্ত্রে শতভিষার নাম ও দশমন্ত্রে ঋক্ষ (Great Bear) উল্লিখিত ; ১।১৬১।১৩ মন্ত্রে শ্বানং (Dog-Star), ১।১৬২।১৮মন্ত্রে সাতাশ নক্ষত্র ও সাত গ্রহ সহ ৩৪অশ্বের নাম বর্ণিত আছে। ইহাতে নক্ষত্র নাম যে বৈদিক তাহা নিঃসন্দেহ। ১।১৬৪।১১ ও ১।১৬৪।৪৮ দ্বাদশ অর বা রাশির উল্লেখ আছে। ৪।৩৩।৭ মন্ত্রে দ্বাদশদ্যুন অর্থ দ্বাদশ বৃষ্টিকারক নক্ষত্র। জ্যোতিষবিষয়ে হিন্দুদের সেইকালে বহু অগ্রসর থাকা দৃষ্ট হয়। যথা—ঋ ১।৩৫।৬ মন্ত্রে চন্দ্র ও গ্রহাদি সূর্যাকে অবলম্বন করিয়াই দিব্‌লোকে অবস্থিত। ১০।১১০।৯ মন্ত্রে সূর্য্য হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। ইহা ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে ৩।১৯।১,২ মন্ত্রে আছে। ১০।১৪৯।১,২ সূর্য্য মহাকর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর প্রচ্যুতি নিবারণ করেন। ৩।৩০।৯,৫।৩২।৯,৫।৮৪।১,৭।৩৫।৩ মন্ত্রে পৃথিবীর গতি এবং ৯ ৮২।৪ মন্ত্রে চন্দ্র পৃথিবী হইতে জাত। ১।১০৫।১ মন্ত্রে চন্দ্র উদকময়। ১।৮৪।১৫ মন্ত্রে আদিত্য-রশ্মি চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়। ১০।৮০।১মন্ত্রে চন্দ্রের প্রভাবে জোয়ার ভাটা হয়। ১।১৬৪।১২ মন্ত্রে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ এবং ১।২৫।৮,১।১৬৪।১৮ চান্দ্র মাস ও অধিমাস বা মল মাস বর্ণিত। ২।৩৬ সূক্তে মধু, মাধব, শুক্র, শুচি, নভ ও নভস্য এই ষড় ঋতু। ১।১৬৪।২ ও ১।১৬৪।৪৮,৪।৫৩।৫ মন্ত্রে তিন ঋতু এবং ১।১৫৫।৬ মন্ত্রে চারি ঋতু উক্ত হইয়াছে। ১।১৬৪।১২ ও ৮।৭২।৭ মন্ত্রে পাঁচ ঋতুর উল্লেখ আছে। ১।৯৫।৩ মন্ত্রে সূর্য্যই ঋতুর কারণ বর্ণিত হইয়াছে। ১০।১২৪।৩মন্ত্রে ঋতুশঃ যজ্ঞ কার। ১।১৬৪।৪৮,১।৫৫।৬ মন্ত্রে ৩৬০ দিনে বৎসর গণনা করা হইয়াছে। ৫।৪০।৫,৬ মন্ত্রে সূর্য্য গ্রহণ ও তাহা তুরীয় ব্রহ্ম যন্ত্র দ্বারা দর্শন করার কথা লিখিত আছে। ঋ১।৯২।১১, ১।২৪।২ ঋ ৮.৬২।৯, ৯।১২।৭, ১০।৭২।৩, ১০।১৪০।৬ মন্ত্রে দৈব যুগ ও মনুষ্য যুগের উল্লেখ আছে। ১০।৮৫ সূক্তে সূর্য্যার

বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের আচার প্রণালী ও উপঢৌকনাদি প্রদানের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই উপঢৌকন বর্ণনে সুন্দর বস্ত্র, রথ, শকট, ধ্বজ, পতাকা, সুবর্ণকোষ, উর্দ্ধাচ্ছাদন বা চন্দ্রাতপ, দূত, দাস, দাসী প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তাহা চতুর্থ বা সুবর্ণ-যুগেরই পূর্ণাবস্থা। শূদ্র বা দাস কে? দাস কর্ম্মহীন আর আর্য্য কর্ম্মযুক্ত; ঋ ৬।২২।১০ ও ৫।১২।৫ মন্ত্রে দেখা যায় যে কেহ কেহ অগ্নিপূজা ত্যাগ করিয়াছিল; পুণঃ অগ্নিপূজায় রত হইয়াছে। ৮।৫১।৯ মন্ত্রে আর্য্য ও দাস উভয়ই ইন্দ্র পূজারত; ৬।৪৫।৩১ মন্ত্রে বব্রি নামক পণি হইতে শংযু ঋষি দান গ্রহণ করেন। ৮।৪৬।৩২ মন্ত্রে বল্বূথনামা দাস হইতে দান গ্রহণ বর্ণিত। ৪।৫১।৩ মন্ত্রে পণিগণ অদাতা বলিয়া উক্ত আছে। ১।১৮২।৩ও ১।১৮৪।২ মন্ত্রে পণি বিনাশ করার প্রার্থনা আছে। দেব ও অদেবগণ উভয়েই যখন শান্তিতে একস্থানবাসী হইয়াছেন (৬।৪৭।২০) তখন দাসগণই যে শূদ্রশ্রেণী ভুক্ত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং তাদের বেদে অধিকার নাই। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্র বা রাজন্ সম্বন্ধে এই মন্ত্রগুলি বর্ণাশ্রমের অস্তিত্ব প্রমাণ করে:—৩।৩৮।৩ মন্ত্রে "উত, ক্ষত্রায়," ৩।৩৮।৫ মন্ত্রে "ক্ষত্রং রাজানা", ৩।৫৯।৪ মন্ত্রে "রাজা সুক্ষত্রো", ৪।৪২।১ "রাষ্ট্রং ক্ষত্রিয়স্যচ"। ৪।৫০।৯ "কৃনোতি ব্রহ্মণে রাজা", ৫।২৭।৬ মন্ত্রে "অশ্বমেধে সুবীর্য্যং ক্ষত্রং ধারয়তং"। ৫।৩৪।৯ মন্ত্রে শত্রি রাজার সম্বন্ধে—"তস্মিন্ ক্ষত্র মমবৎ"। ৫।৪৪।১০ মন্ত্রে "ক্ষত্রস্য মনসস্য", ৮।২২।৭ "তৃক্ষিং ত্রাসদস্যবং ক্ষত্রায় জিন্বথঃ।" ৮।২৫।৮ "ধৃতব্রতা ক্ষত্রিয়া সাম্রাজ্যায়", ১০।৬৬।৮ মন্ত্রে "ধৃতব্রতাঃ ক্ষত্রিয়াঃ।" ১।১০৮।৭ "ব্রহ্মনি রাজনি বা যজত্রা।" ৮।৫।৩৮ মন্ত্রে চেদীরাজ কশুর দান মধ্যে দশরাজ্ঞ দান অর্থাৎ দশজন ক্ষত্রিয় দান। দুষ্মন্ত পুত্র ভরত হইতে ৭।৮ পুরুষ পর্য্যন্ত ধারাবাহিক রাজা থাকা ঋগ্বেদ সাক্ষ্য দেয়; তাহা পশ্চাৎ দেওয়া হইয়াছে। ইক্ষাকু বংশেও মান্ধাতাপ্রভৃতি

ধারাবাহিক পাঁচ পুরুষের নাম ঋগ্বেদে আছে। পুরোহিত থাকা ১।১।১ ঋ হইতে বহুস্থানে আছে। শান্তনু রাজার পুরোহিত দেবাপি থাকা ১০।৯৮।৭মন্ত্রে আছে। ঋষিগণেরও বহু পরিবারে ৪।৫ পুরুষ মন্ত্র দ্রষ্টা দেখান গিয়াছে। সুদখোর বণিক্ যে দিন গণনা করে তাহা ৮।৬৬।১৪ মন্ত্রে, সামুদ্র বাণিজ্যাদি ১।২৫।৭, ১।৪৬।৮, ১।৪৮।৩, ১।৫৬।২, ১।১১৬।৩,৫, ১০।১১৫।৯ ১০।১৫৬।৩ ও ৪।৫৫।৬ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ৫।৯।৫ মন্ত্রে কর্ম্মকার, ৬।৩.৪ স্বর্ণকার ১০।১০।৬ তন্তুবায়, ১০।৯৭।৬ চিকিৎসক, ১০।১০৬।১০ শ্রমজীবি, ৯।১১২।১,২ ছুতার, বৈদ্য, কর্ম্মকার ইত্যাদি বর্ণিত আছে। অনেকে বলেন বেদ শুনিয়া স্মরণ রাখিত কারণ তখন অক্ষর বা লিপি জানা ছিল না। ঋ ৬।৫৩।৭,৮ মন্ত্রে "আরিখ কিকিরা কৃণু" র ল অভেদে আরিখ অর্থ আলিখ। ১।১৬৪। ২৪মন্ত্রে অক্ষর যোজনা দ্বারা সপ্তচ্ছন্দ রচনা করে। ১০।১৩।৩মন্ত্রে "অক্ষরেণ প্রতিমিম"। ১।১১২।২ মন্ত্রে বাক্যযুক্ত পণ্ডিতের নিকট শিষ্যগণ শিক্ষার জন্য দণ্ডায়মান থাকে। ৪।২০।৮ মন্ত্রে ইন্দ্র শিক্ষার নেতা; ১।১৪২।৮ শিক্ষা বিশিষ্ট যজমান। ৫।৪২।৪ মন্ত্রে জ্ঞান-সম্পন্ন পুত্র দাও। ১।৮।৬ মন্ত্রে জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত বিপ্রগণ, ১।১৮।৭ মন্ত্রে জ্ঞানবানের যজ্ঞ মানসিক বৃত্তি ব্যাপক ইত্যাদি। ১০।৭১ সূক্ত ভাষা শিক্ষা ও ব্রহ্ম জ্ঞানবিষয়ক ! উহার ৯ম মন্ত্রে সর্ম্মাজিত ভাষা যে শিক্ষা না করিয়া দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করে সে লাঙ্গল পরিচালন বা তাঁত বুনানের যোগ্য হয় উল্লিখিত আছে। পূর্ত্ত বিভাগে জল সেচপ্রণালী ১০।১০৫।১, সেতু ৭।৬৫।৩, কূপ খনন ১০।২৫।৪, দেবালয় পুষ্করণী ১০।১০৭।১০, সহস্র স্তম্ভ গৃহ ২।৪১।৫, ত্রিধাতু গৃহ ৬।৪৬।৯, সহস্র স্তম্ভ অট্টালিকা ৫।৬২।৬, ৪।৫।১,১।১৬৬।৯, বিশ্রাম স্থানে খাদ্য সরবরাহ ১০।১০১, পশুদিগের জলপান স্থান, মনুষ্যগণের পানোপযোগী জলাধার নির্ম্মাণ, গোষ্ঠ নির্ম্মাণ ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ৯।৯৭।২০ ও ১০।১৫৬।১ মন্ত্রে ঘোড় দৌড়ের মাঠ, ৪।৩২।২৩ মন্ত্রে পুত্তলিকাযুক্ত রঙ্গমঞ্চ (Stage), যাহা

নব সভ্যতার চূড়ান্ত নিদর্শন, তাহাও ছিল। অধ্যাত্মিক বিষয়ে পরে আর্য্যদিগের উন্নতির বিষয় বলা যাইবে। স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে লিখা বাহুল্য; মমতা, ঘোষা,, বাগাম্ভৃণী অপালা, রোমশা, রাত্রি প্রভৃতি ঋষিকাগণ তাহার সাক্ষ্য দেয়। ঋ১০।১০২ স্থক্তে মুদ্‌গলানী রথ চালাইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। পশ্চাৎবর্ত্তী কালের মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি যাঁরা ব্রহ্মাবাদিনী ছিলেন তাঁহারাও শিক্ষা পাইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

দেবোপাসক ভারতীয় আর্য্যগণ যে ইন্দ্র উপাসনা লইয়া অসুরোপাসক ইরাণীয়গণ হইতে পৃথক হইয়া পড়েন সেই ইন্দ্র কে? তিনি কি জড় প্রকৃতির কোন শক্তিমাত্র? মেঘ, বজ্র বা আর কিছু? এখানে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান অসমীচীন হইবে না।

ইন্দ্র অবিনশ্বর, বিশ্বব্যাপী ৫।৩৩।৬

ইন্দ্র বিশ্বরূপ ধারণ করতঃ অমৃতে অধিষ্ঠান করেন—৩।৩৮।৪

ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানারূপ ধারণ করেন। ৩।৫৩।৮, ৬।৪৭ ১৮, ১০।৫৪।২

ইন্দ্র সূর্য্য, উষা, পৃথিবী ও অগ্নির উৎপাদক ৩.৩১।৫৫, ৩।৩২।৮

ইন্দ্রই পিতা, ইন্দ্রই মাতা ৮।৯৮।১১

ইন্দ্র অভয়-জ্যোতি—২।২৭।১১ ও ১৪

ইন্দ্র জ্যোতির জ্যোতি—১০।৫৪।৬ ও ১।৫৭।৩

ইন্দ্র বিশ্বভূবনের পারে আছেন, দ্যাবাপৃথিবী তাঁকে পরিচ্ছন্ন করিতে পারে না—১০।২৭.৪

ইন্দ্র প্রতি মনুষ্যেই অবস্থিত আছেন—১০।৪৩।৬

যেমন অর্ সকল নেমিতে সংবদ্ধ থাকে তেমনি বিশ্বভূবন ইন্দ্রে অবস্থিত—১।৩২।১৫

ইন্দ্র-কুক্ষির একপার্শ্বে পৃথিবী লুক্কায়িত হন—৩।৩২।১১

সর্ব্ব বিভিন্ন দেবস্তুতি ইন্দ্রেরই স্তুতি—১।৭।৭

দেব, যক্ষ নর, গন্ধর্ব্ব ও তির্য্যগাদি পঞ্চ জনের ইন্দ্রিয় ইন্দ্রেরই ইন্দ্রিয়—৩।৩৭।৯

বৃহৎ ইন্দ্র বিনা জগৎ নাই—২।১৬।১২

ইন্দ্র জ্ঞান স্বরূপ—১।১০০।১২, ১।১০২।৬

ইন্দ্র স্বর্গের রাজা ৩।৪৫।৫

ইন্দ্র মহৎ হইতেও মহীয়ান্ ৩।৪৬।১

ইন্দ্র সুকৃতের পালক, দুষ্কৃতের নাশক ৩।৪৬।১, ১।৫৪।৭, ১।১৬৫।৬

ইন্দ্রই সূর্য্য – ১।৫।৬, ইন্দ্রই বিষ্ণু ৯।৬৩।৩

অন্ধকন্যা (মায়া) প্রলয়ে তাঁহাতেই লয় হয়। ১০।২২।১১

ইহা হইতে বুঝা যায় ইন্দ্রই একমাত্র পরম ঈশ্বর।

৩। ঋষিগণ

বেদে যে সকল প্রসিদ্ধ নাম আছে তাঁহাদের যথাসম্ভব পরিচয় নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। ঋগ্বেদের ১।৮৯।৩, ১।৯৬।২, ১।১৭৫।৬, ১।১৭৬।৬, ২।৩৬।৬, ৪।১৮।৭ এবং ৬।৬৭।১০ মন্ত্রে "নিবিদ" নামধেয় প্রাচীনতম মন্ত্র সকলের উল্লেখ আছে। ঐ সকল মন্ত্রে "পূর্ব্বয়া" ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার দ্বারা নিবিদের প্রাচীনত্ব খ্যাপিত হইয়াছে। ঋ ১।৯৬।২ মন্ত্রে নিবিদের দ্রষ্টা "আয়ু"; এবং ঐ মন্ত্রে আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্‌থে তুষ্ট হইয়া সেই পরম পুরুষ "মানবী" প্রজা "(অজনয়ৎ মনুনাম্)" সৃজন করেন। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য উক্ত "আয়ু" ও "মনু" একই ব্যক্তি বলিয়াছেন। ঋগ্বেদে "আয়ু" শব্দের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়—যথা—ঋ ১।১৬২।১ ও ৫।৪১।২ মন্ত্রে আয়ু বায়ু বোধক। ঋ ১।১৭৮।১ ও ৯।৬৭।৮ মন্ত্রে আয়ু ইন্দ্রবাচক। ১।৫৩।১০, ২।১৪।৭, ৬।১৮।১৩, ও ৮।৫৩।২ মন্ত্রে আয়ু শব্দ

ঐল পুরুরবা-তনয়কে লক্ষ্য করে। ঋ ৮।১৫।৫ ও ৮।৫২।১ মন্ত্রে আয়ু ও মনু উভয়ের উল্লেখ দেখা যায়। ঋ ১।১২২।৪, ২।৪।২ মন্ত্রে আয়ু মনু-জাত মনুষ্য বাচী। অন্যত্র আয়ু পরমায়ু বোধক ও পাওয়া যায়। ঋ ১।৪৫ মন্ত্রে "জনং মনুজাতং," অর্থ মনু জাত দেবগণকে, ১।৬৮।৪ মন্ত্রে—"মনো রপত্যে," ১।৬০।৩ মন্ত্রে "মানুষাসঃ প্রযম্বন্ত আয়বো জীজনন্ত" বাক্যসকল হইতে মনুষ্যগণ প্রজাপতি মনুর সন্তান জানা যায়। মনু শব্দ হইতে মানব শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ঋ ১।১১৪।২ মন্ত্র আঙ্গিরস কুৎস দৃষ্ট, ১।৮০।১৬ মন্ত্র রাহুগণ গৌতম দৃষ্ট, ২।৩৩।:৩ মন্ত্র গৃৎসমদ্ ভার্গব দৃষ্ট, ৮।৩।০৩ মন্ত্র বৈবস্বত মনু দৃষ্ট, এই সকল মন্ত্রে মনুকে পিতা বলা হইয়াছে। মননাৎ মনু, যিনি সৃষ্টির জন্য মনন করেন। ইঁহাকেই স্বায়ম্ভব মনু বলে। ঋগ্বেদে এই পিতা মনু ব্যতীত আরও চারিজন মনুর নাম পাওয়া যায়। উক্ত বৈবস্বত মনু, অপ্সব মনু, সাবর্ণি মনু ও সাম্বরণ মনু। এই পাঁচ জন। মনুসংহিতাদিতে সাতজন মনু বলে যথা—স্বায়ম্ভব, স্বারোচিষ্ উত্তমি, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ ও বৈবস্বত। পুরাণে এতদ্ব্যতীত সাত জন সাবর্ণি মনুর উল্লেখ দেখা যায়। ঋগ্বেদে অপ্সব মনুর পুত্র চক্ষু ৯।১০৬ সূক্তের ৪—৬ মন্ত্রের দ্রষ্টা। চক্ষুর পিতা বলিয়া চাক্ষুষ বলা ব্যাকরণ সঙ্গত নহে। এই প্রজাপতি মনু প্রজাগণের হিতার্থে বিশেষ ব্যবস্থা পদ্ধতি করেন এমত বলা অসঙ্গত হইবে না মনে করি। ঋ ৮।৩০।৩ মন্ত্রে বৈবস্বত মনু বলিতেছেন যেন পিতা মনু হইতে আগত পথ হইতে ভ্রষ্ট না হই। ঋ ৮।৬৩।১ পিতা মনু ইন্দ্রলোকের উপায় স্বরূপ কর্ম্মপ্রণালী দেবগণ হইতে প্রাপ্ত হন। ঋ ১।৩৬।১০ মন্ত্রে দেবগণ মনুর জন্য যজ্ঞ ধারণ করেন। ১।৩১।৪ মন্ত্রে অগ্নি মনুকে স্বর্গের কথা বলেন। ১।৩৬।১৯ মন্ত্রে মনু বিবিধ মনুষ্যের জন্য অগ্নি স্থাপন করেন। ২।২০।৭ মন্ত্রে ইন্দ্র মনুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করেন। ১০।৪৬।৯ মন্ত্রে মাতরিশ্বা ও দেবগণ মনুর

জন্য যজ্ঞবিস্তার করেন। ১।১২৮।২ মাতরিশ্বা পরাবত হইতে মনুর জন্য অগ্নিজ্যোতি আনয়ন করেন। ৪।২৬।৪ দেবগণকে ভীতি প্রদর্শনার্থ সুপর্ণ মনুর জন্য হব্য (সোম) আনয়ন করেন। ইহাই গরুড়ের অমৃত-হরণ আখ্যানের মূল হইতে পারে। ঋ ১০।১০০।৫ মন্ত্রে যজ্ঞ-স্বরূপ প্রকৃষ্ট-মতি প্রজাপতি পিতা মনু সুখপ্রদ হউন। ৫।২১।১ মনুর ন্যায় অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত করি। ৭।২।৩ মনু কর্ত্তৃক সমিদ্ধ অগ্নিকে পূজা কর। ১০।৭৩।৭ মন্ত্রে মনুকে দেবলোকে যাইবার পথ সকল করিয়া দিয়াছ। ঋ ১০।৪৯।১ ইন্দ্র যজ্ঞপদ্ধতি করিয়া দিয়াছেন। ১৩১।১১ মন্ত্রে "ইড়া (ইলা) মকৃন্বন্ মনুষস্য শাসনীং" বাক্যে মনুষ্যগণের অনুশাসনার্থ ইড়া (শাসন বাক্য) যুক্ত পদ্ধতি গ্রহণ করিতে হয়। ইড়া বা ইলা শব্দের বেদে বিভিন্ন ভাবে প্রয়োগ আছে। ঋ ১।১৩।৯, ১।৪০।৪, ১।১৪২।৯, ১।১৮৬।১ এবং ৭।৪৪।২ প্রভৃতি মন্ত্রে ইলা অগ্নিরূপা বাক্‌দেবতা, ইলা পৃথিবীস্থ বাক্, ভারতী অন্তরীক্ষস্থ বাক্, ও সরস্বতী স্বর্গীয়া বাক্; যেমন "কেন" উপনিষদে "উমা" হৈমবতী ব্রহ্মবিদ্যা রূপিনী বাক্, তেমনি ইলা দেব-যজন-বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা-বিষয়ক বাক্যপদ্ধতি। ইন্দ্র ও অগ্নি যে পদ্ধতি বা স্বর্গীয় কথা মনুকে বলেন তাহাই ইলা নাম্নী অনুশাসন পদ্ধতি। উমা যেমন দক্ষ-দুহিতা, ইলাও তদ্রূপ দক্ষ-দুহিতা। ঋ ৩।২৭।৯,১০ দ্রষ্টব্য। এই মনুর পদ্ধতি বা সংহিতা সম্বন্ধে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের ২।২।১০।২ মন্ত্রে আছে— "যদ্‌বৈ কিঞ্চ মনুরবদত্তদ্‌ভেষজং"। সুতরাং মনুসংহিতা কপোলকল্পিত নহে; বেদানুগত। ইলা শব্দ পৃথিবী বাচক, ইলাবৃত বর্ষ যদি পূর্ব্বোক্ত ২।২০।৭ মন্ত্রের উদ্দেশ্য হয়, তার শাসন পদ্ধতিকে ইলা বলা যায়। বর্ত্তমানে যে মনু সংহিতা পাওয়া যায়, তাহা পশ্চাৎ পরিবর্ত্তিত হইলেও মূল সহ মিল না থাকার কোন কারণ দেখা যায় না। বর্ত্তমান মনুসংহিতা মহর্ষি ভৃগু প্রোক্ত। এজন্য কাহারও কাহারও সন্দেহ দৃষ্টি দেখা যায়। কিন্তু উহা

বিচার-সহ নহে। কারণ মনু স্বশিষ্য ভৃগুকে বলিতে আদেশ করায় ভৃগু উহা বলিয়াছেন; যেমন বৈশম্পায়ন ব্যাস কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মহাভারত বলেন। এখন এই ভৃগু, কে? তাহাই বিচার্য্য। বেদ আলোচনা করিলে মনুর পরই ভৃগু, অঙ্গিরা, অত্রি, অথর্ব্বা, ও তত্তনয় দধ্যঙ বা দধীচি প্রাচীনতম ঋষিগণ সকলের পূজ্য পিতৃস্থানীয়; তাহা ঋ ১০।১৪।৬ মন্ত্রে "অঙ্গিরসো নঃ পিতরো ন বগ্বা অথর্ব্বানো ভৃগবঃ সোম্যাসঃ" এই বাক্য হইতে জানা যায়। ভৃগুগণের বিষয় পশ্চাৎ যথোচিত আলোচনা করা যাইবে। বৈবস্বতমনু পুরাণাদিতে খুব প্রসিদ্ধ। মনু ঋগ্বেদের ৮।২৭—৩১ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। অপ্সব মনু ৯।১০৬ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা। তৎপুত্র চক্ষু, চক্ষু পুত্র অগ্নি তাঁহারাও ৯।১০৬ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ১০।৬২।৯,১০ মন্ত্রে সাবর্ণি মনুর দান-স্তুতি দেখা যায়। সাম্বরণ মনুর পিতা সম্বরণ প্রাজাপত্য ৫।৩৩,৩৪ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৮।৫১।১ মন্ত্রে সংবরণ মনুর উল্লেখ আছে। ঋ ৯।১০১ সূক্তে সম্বরণ, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র নহুষ, ও তৎপুত্র যযাতি দ্রষ্টা। ইহাতে যযাতি না চন্দ্র বংশীয়, না সূর্য্য বংশীয়।

রামায়ণে বালকাণ্ডে ৭০ম সর্গে সূর্য্যবংশে অম্বরীশপুত্র নহুষ তৎপুত্র যযাতি তৎপুত্র নাভাগ, তৎপুত্র অজ এবং অজপুত্র শ্রীরামচন্দ্রের পিতা দশরথ থাকা পরিদৃষ্ট হয়। অর্থাৎ রামের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ নহুষ। মহাভারত পুরাণাদিতে নহুষ ঐল পুরুরবা তনয় আয়ুর পুত্র চন্দ্রবংশীয়। চন্দ্রতনয় বুধ ও ইলা হইতে জাত পুরুরবা। ঋগ্বেদ নহুষ, যযাতি, তৎপুত্রগণ যদু, তুর্ব্বসা, অণু, দ্রুহ্যু, ও পুরু অতীব প্রসিদ্ধ। বহুস্থানে ইঁহাদের বিষয় বর্ণিত আছে। ঋ ১০।৬৩।১, ১।৩১।১৭ মন্ত্রে যযাতির নাম আছে। নহুষের বিষয় ঋগ্বেদের ৫।৭৩।৩, ১।১০০।১৬, ৭।৯৫।২, ৭।৬।২৪, ১।৩১।১১, ৯।৯১।২ ১০।৪৯।৮ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ১।৩১।১১মন্ত্রে আয়বে বিশেষণ আছে কিন্তু সায়নাচার্য্য তদর্থ মনবে করিয়াছেন। ৭।৯৫।২ মন্ত্রে সরস্বতীতীরে নহুষের রাজত্ব

নির্দ্দিষ্ট; বৈবস্বত মনুর পুত্র নাভানেদিষ্ট ঋ ১০।৬১,৬২ সূক্তের দ্রষ্টা। অপর পুত্র শর্য্যাতি ইনি ১০।৯২ সূক্তের দ্রষ্টা। ইঁহার সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় যে ভৃগুপুত্র চ্যবন ইঁহাকে সাম্রাজ্য অভিষিক্ত করেন। ঋ ১।১১২।১৭ মন্ত্রে ইঁহার উল্লেখ আছে। তৎপুত্র শার্য্যাত, ইহার উল্লেখ ১।৫১।১২ ও ৩।৫১।৭ মন্ত্রে পাওয়া যায়। বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকুর নাম সর্ব্বত্র দেখা যায়। ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকুর নাম ১০।৬০।৪ মন্ত্রে আছে, তথায় তিনি ভজেরথ পুত্র অসমাতির রাজ্য-রক্ষক। ঋগ্বেদে ইক্ষ্বাকু ও যুবনাশ্ব মধ্যে কতিপয় নাম পরিদৃষ্ট হয় না। রামায়ণে ইক্ষ্বাকু বংশ যেরূপ আছে তন্মধ্যে যুবনাশ্ব পর্য্যন্ত নাম দিয়া ঋগ্বেদে প্রাপ্ত বংশ দেখান গেল, তৎযথা—
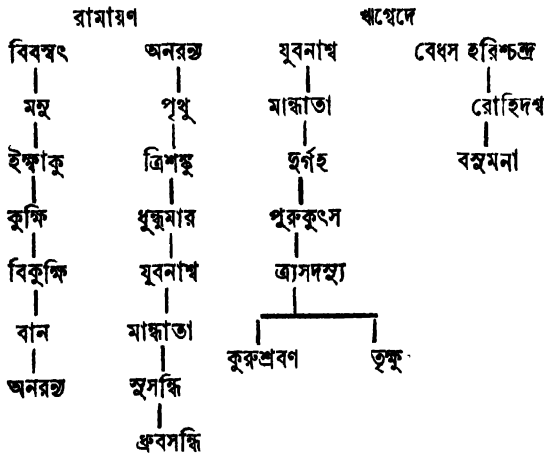
যুবনাশ্বতনয় মান্ধাতা ঋ ১০।১৩৪ সূক্তের দ্রষ্টা। মান্ধাতার উল্লেখ ঋ ৮।৩৯।৮,৮।৪০।১২, ১।১১২।১৩ মন্ত্রে পাওয়া যায়। তৎপুত্র দুর্গহ, ইহা ৪। ৪২।৮ মন্ত্রে। দুর্গহ পুত্র পুরুকুৎস ৪।৪২।৮, ৬।২০।১০, ১।৬৩।৭, ১।১১২।৭ ৩।১৭৪।২।, ৮।১৯।৩৬ মন্ত্রে উল্লেখিত। দুর্গহলপ্তা (৮।৫৫।১২), পুরুকুৎসতনয়

ত্রসদস্যু ৪।৪২, ও ৯।১১০ সূক্তের দ্রষ্টা। ৪।৩৮।১, ৪।৪২।৮-৯, ৫।৩৩।৮, ৫। ২৭।৩, ৭।১৯।৩, ৮।৮।২১, ১।১১২।১৩ মন্ত্রে ইহাঁর উল্লেখ আছে। ত্রসদস্যু পুত্র কুরুশ্রবণ ও তৃক্ষু। তৃক্ষুর উল্লেখ ৮।২২।৭ ও ৬।৪৬।৮ মন্ত্রে ও রাজা-কুরুশ্রবণের দানের কথা ১০।৩৩।৪-৭ মন্ত্রে আছে। মহর্ষি বামদেব, সৌভরি (কাণ্ব) সধ্বংস (কাণ্ব), কুৎস আঙ্গিরস, কবষ (ঐলুশ), সংবরণ (প্রাজাপত্য) ইহাঁরা সকলেই ত্রসদস্যুর দানের উল্লেখ করিয়াছেন সুতরাং সমসাময়িক হইবেন। রাজা ত্রসদস্যু গিরিক্ষিৎ গোত্রজাত ঋ৫।৩৩।৮। বৈবস্বৎ মনুর সময়ে জলপ্লাবন ঘটে ইহা ঋগ্বেদে নাই কিন্তু অথর্ব্ব বেদের ১৫।৩৯।৭-৮ মন্ত্রে ও শতপথ ব্রাহ্মণের ১।৮।১ ১-১০ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। পূর্ব্বোক্ত ঐল পুরুরবা ঋগ্বেদের ১০।৯৫ সূক্তের দ্রষ্টা ; ১।৩১।৪ মন্ত্রে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। তৎপুত্র আয়ুর বিষয় ৮।১৫।৫, ১০।৪৯।৫, ২।১৪।৭ ৬।১৮।১৩, ৮।৫২।১, ৮।৫৩।২, ১।৫৩।১০ মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ইলা হইতে পুরু-রবা, ইহা "ঐল" শব্দ হইতে পাওয়া যায় ; ১০।৯৫।১৮—মহাভারতে ইলা মনু-পুত্রী ; ঋগ্বেদে দক্ষ কন্যা মনুর অনুশাসনপদ্ধতির নাম ইলা বটে। পূর্ব্বোক্ত ভৃগু বারুণী বরুণের অপত্য ; ঋ ৩।৫।১০ আদিত্য-রশ্মিকে ভৃগু বলা হইয়াছে। ইনি ঋ ৯।৬৫ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৮।৪৩।১৩ মন্ত্রে আছে ভৃগুবৎ ও মনুর ন্যায় ও অঙ্গিরার মত আহ্বান। ঋ ১।৫৮।৬ ভৃগুগণ অগ্নিকে ধারণ করেন। ১।৭১।৪, ১।১৪৩।৪, ২।৪।২, মন্ত্রে ভৃগুর উল্লেখ আছে। ১।৬০।১ মন্ত্রে মাতরিশ্বা ভৃগুর জন্য অগ্নি আনয়ন করেন। ১০।৪৬।২ অগ্নি জলে লুক্কায়িত হইল, ভৃগুগণ তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। ১০।৪৬।৯ মন্ত্রে ভৃগু গণ বলের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন করেন। মহর্ষি ভৃগুর উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদিতে এক আখ্যান পরিদৃষ্ট হয় ; বারুণী রূপ ধৃত রুদ্র:যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রজাপতি তাহাতে হোতা হন। তথায় বাগ্‌দেবী প্রভৃতি আগমন করিলে প্রজাপতির রেতঃ স্কন্দিত হয় ; তাহা যজ্ঞাগ্নি-গত হইয়া প্রজ্জ্বলিত

শিখা হইতে ভৃজ্যমান রেতঃজাত ভৃগু উৎপন্ন হন। পশ্চাৎ অঙ্গারাগ্নি হইতে অঙ্গিরা উৎপন্ন হন, অঙ্গারনিম্নস্থ ভূমি হইতে ভৌম অত্রি উদ্ভূত হন ইত্যাদি। ভৃগুগণ মধ্যে চ্যবন কবি ও তৎপুত্র উশনা (শুক্রাচার্য্য), জমদগ্নি ও রাম ইঁহারা ঋগ্বেদে দ্রষ্টা। আঙ্গিরস শুণ-হোত্র তনয় শৌন-হোত্র ভৃগুবংশে যাইয়া শুনকের পুত্রত্ব স্বীকার করিয়া শৌনক গৃৎসমদ নামা হন; ইনি প্রায় সমগ্র দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা; ১০।১৯।৮ মন্ত্র ব্যতীত চ্যবন দৃষ্টমন্ত্র ঋগ্বেদে নাই। চ্যবনের উল্লেখ বহু মন্ত্রে দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ইনি মনু-পুত্র শর্য্যাতকে অভিষেক করার উল্লেখ আছে। কবি ৯।৪৭।৪৯ ও ৭৫।৭৯ সূক্তের দ্রষ্টা। উশনা ৮।৮৪, ৯।৮৭-৮৯ সূক্তের দ্রষ্টা। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে "কাব্যং অসুরাণাং পুরোহিতং"। জমদগ্নি ৮।১০১, ৯।৬২, ১০।১১০ সূক্তের দ্রষ্টা। রাম (পরশুরাম জামদগ্ন্য) ১০।১১০ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৮।১০২-৪ মন্ত্রে ঔর্ব্ব ঋষির উল্লেখ আছে। ইনিও ভার্গব। অঙ্গিরাগণ সমধিক প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত আখ্যান মতে অঙ্গিরা অগ্নি হইতে জাত। ঋ১০। ৬২।৫ মন্ত্রে অঙ্গিরাগণকে অগ্নির পুত্র বলা হইয়াছে। ঋ ৪।২।১৫, ৩।৫৩।৭, ১০।৬২।৭ মন্ত্রে অঙ্গিরাগণকে "দিবস্ পুত্রা" বলা হইয়াছে। পারসিকগণের জেন্দাবস্তে অঙ্গিরা মন্যু ইন্দ্রদ্বেষী অহুর মজদার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দী। ইনি অহুর মজদার নির্ম্মিত ষোড়শ স্থান ভ্রষ্টকারী। অঙ্গিরা যজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা থাকা ১।৩১।১৭, ১।৮৩।৪, ১।১৩৯.৯ ৩।৩১।৭-১২ মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। অঙ্গিরা অগ্নির পিতা বা পালক জন্যই সম্ভবতঃ অঙ্গিরা অঙ্গিরস্তম বলিয়া অগ্নি ও ইন্দ্র বহুস্থলে অভিহিত। অঙ্গিরাগণ বিরূপ অর্থাৎ বিবিধ রূপ। তাঁহাদের মধ্যে কোন দল সপ্তগ্ব, কেহ নবগ্ব, কেহ দশগ্ব ইত্যাদিই বিরূপতা। সপ্তগ্ব-গণ সাত মাসে সাম্বৎসরিক সত্র করেন। নবগ্ব নয় মাসে দশগ্ব দশ মাসে আবার অন্তে দ্বাদশ মাসে করেন। এ বিষয়ে ঋ ১০।৪৭।৬, ৯।১০৮।৪, ৪ ৫১।৪, ১০।৬২।৫ দ্রষ্টব্য। অঙ্গিরা ইন্দ্রপূজা ও যজ্ঞের প্রবর্ত্তক বলিয়াই

সম্ভবতঃ পিতা বলিয়া অভিহিত। গোতম-গোত্রোৎপন্ন গোধা ১।৬২।২, মহর্ষি বামদেব ৪।১।১৩, বসিষ্ঠ পৌত্র পরাশর ১।৭১।২ মন্ত্রে অঙ্গিরাকে পিতা বলিয়াছেন। ঋ ১০।১৪।৬ যমদৃষ্ট মন্ত্রে আঙ্গিরা পিতৃগণ মধ্যে একজন; "অঙ্গিরসে ন পিতরো নবগ্বা অথর্ব্বানোভৃগবঃ সোম্যাসঃ" মন্ত্রের ইতিপূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। এই মন্ত্রে অথর্ব্ব নবগ্ব আঙ্গিরস মধ্যে গণ্য। ঋ ৯।১০৮।৪ "যেনানবগ্বোদধ্যঙ্‌পোর্ণুতে" মন্ত্রে মহর্ষি দধিচীকেও নবগ্ব বলা হইয়াছে। সুতরাং অথর্ব্বাঙ্গিরস জন্যই অথর্ব্ব বেদকে অথর্ব্বাঙ্গিরস বলা হয়। অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকউপনিষদে অথর্ব্বা ব্রহ্মার পুত্র। ইনি ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্ত হন। অথর্ব্বা অঙ্গিরাকে ব্রহ্ম বিদ্যা দেন। অঙ্গিরা ভারদ্বাজ সত্যবাহকে দেন। সত্যবাহ আঙ্গিরসকে দেন এরূপ বর্ণিত আছে। ইহাতে অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস পৃথক ব্যক্তি। অঙ্গিরা তনয় বৃহস্পতিই আঙ্গিরস বলিয়া খ্যাত; ৬।৭৩।১ মন্ত্রে "প্রথমজা ঋতাবা বৃহস্পতি রাঙ্গিরসো হবিষ্মান্"; ৪।৪০।১ মন্ত্রে "বৃহস্পতে রাঙ্গিরস শুজিষ্ণো"। অমর কোষাদিতেও আঙ্গিরস অর্থ বৃহস্পতি লিখে। যাস্কাদি দৃষ্টে অঙ্গিরাকেই যেন সম্মানার্থ আঙ্গিরস বলা হয়, বহু বচনে অঙ্গারেষু আঙ্গি-রসঃ। শতপথব্রাহ্মণে অঙ্গানাং রসঃ আত্মা ইতি। অঙ্গারেষু অঙ্গিরা বলিয়া বৃহদ্দেবতায় পূর্ব্বোক্ত আখ্যান গৃহীত হইয়াছে। ঋ ৪।৫১।৪ মন্ত্রে যেন নবগ্বে অঙ্গিরে দশাগ্বে সপ্তাগ্বে" ইত্যাদি মন্ত্রে আঙ্গিরস বংশীয় নবগ্ব দশগ্বগণকে অঙ্গিরে শব্দে বিশোধিত করা হইয়াছে। ইহাতে অঙ্গিরা ও আঙ্গিরস এক বলা হয়। কিন্তু আজমীঢ় হইতে প্রকাশিত শুক্লযজুর্ব্বেদের ৫ম অধ্যায়ে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি অঙ্গিরস ও ৩৪ অধ্যায়ে অঙ্গিরা ঋষি মন্ত্র দ্রষ্টা। অন্যত্র তাহা দেখা যায় না। অঙ্গিরা বংশীয় সুধন্বার পুত্রগণ ঋভু, বিভু ও বাজ ইঁহারা কর্ম্ম দ্বারা ঋভুগণ নামে দেবতা হইয়াছেন। ইঁহাদের শিল্প চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রদেব শিল্পীত্বষ্টাকে অবনমিত করেন।১।১১০।২-৪ ত্বষ্টানির্ম্মিত

এক চমসকে ইহাঁরা চারিখানি চমসে পরিণত করেন। ঋভুগণ ঋতু দেবতা বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। অঙ্গিরা বংশে অথর্ব্বা অতীব প্রাচীন। জেন্দ গ্রন্থে অথর্ব্বা শব্দ দৃষ্ট হয়, উহার অর্থ পুরোহিত। ঋগ্বেদেও অথর্ব্বা প্রথম ও প্রধান পুরোহিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ৫।৬।৬।৪ মন্ত্রে অথর্ব্বাকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। ঋ ৬।১৬।১৩,১০।১৪।৬,১০।২১।৫।১।৮০।১৬ মন্ত্রে অথর্ব্বা প্রথম অগ্নি মন্থন করেন বর্ণিত ১০।৯২।১০। "যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমো বিধারয়দ্দেবা দক্ষৈর্ভৃগব-সংচিকিত্রিরে"। ইহার অর্থ অথর্ব্বা প্রথম যজ্ঞ বিধারণ করেন। দেবগণ ও ভৃগুগণ বল দ্বারা তাহা জানিয়া লইলেন। ১।৮৩।৫ মন্ত্রে অথর্ব্বা যজ্ঞ দ্বারা প্রথম পথ বাহির করেন। ১।৩১।১ ও ১।১২৭।২ মন্ত্রে অগ্নি অঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠ বলা হয়। ঋ ১।৮০।১৬ মন্ত্রে অথর্ব্বা সকল প্রজার পিতা মনু ও দধ্যঙ্ প্রথম যজ্ঞ করেন। ঋ ৬।১৬।১৩ মন্ত্রে অথর্ব্বা ঋষি পুষ্কর হইতে প্রথম অগ্নি মন্থন করেন। ঐ ১৪ মন্ত্রে অথর্ব্বা-তনয় দধিচী অগ্নিকে প্রজ্বলিত করেন। ঋ ১।৮৪।১৩ মন্ত্রে দধিচীর অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মাণ বর্ণিত। মহর্ষি দধিচী অশ্বাশরে অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন। ঋ ১।১১৬।১২,১।১১৭।২২,১।১১৯ ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। মহর্ষি দধিচী প্রোক্ত এই মধুবিদ্যা বর্ত্তমান খণ্ড ঋগ্বেদে নাই। শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ২।৫ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের শেষ অধ্যায়ে মহর্ষি দধিচী-দৃষ্ট ব্রহ্ম স্বরূপের কথঞ্চিৎ আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ঈশা উপনিষদ নামে প্রসিদ্ধ। বৃহস্পতি, সংবর্ত্ত, উতথ্য ইহাঁরা অঙ্গিরা তনয়। বৃহস্পতি হইতে ভরদ্বাজ, শংযু, অগ্নি (পাবক), ও তপোমূর্দ্ধা জাত। ভিষজ ও বৃহদ্দিব অথর্ব্বা তনয়। ইহাঁরা সকলেই ঋগ্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদে দুইজন বৃহস্পতি দেখিতে পাওয়া যায়, এক আঙ্গিরস, যিনি দেবগুরু ও অপর লোক্য। এই লোক্য হইতে লোকায়ত মত-বাদের উদ্ভব। আঙ্গিরস তনয় সংবর্ত্ত রাজা মরুত্তকে

সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এইমত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। উতথ্য ও সংবর্ত্ত ইহাঁরাও ঋগ্বেদে ঋষি। উতথ্য পত্নী মমতা ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন (৬।১০।২)। তৎপুত্র দীর্ঘতমা ঋগ্বেদে মন্ত্র-দ্রষ্টা। ইহাঁর দৃষ্ট মন্ত্র সকল অধ্যাত্ম ভাবপূর্ণ ও জ্যোতিষের সমালোচনাযুক্ত। উহার পশ্চাৎ আলোচনা করা হইবে। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্, মাতার নাম উশিজ। ইনি স্বনয়নামা রাজার কন্যা বিবাহ করেন ও রাজা হন। ইনিও ঋগ্বেদের ঋষি। ইনি আপনাকে ঔষিজ ও পজ্র কুলোদ্ভব বলিয়াছেন। পজ্রকুল আঙ্গিরস বংশের নামান্তর। পজ্র অর্থ পৃথিবী। পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরূপ অঙ্গিরাগণ বাস করিতেন। কেহ উত্তরমেরুর অতি সন্নিহিত সাত সূর্য্য দ্রষ্টা সপ্তগু, কেহ আট সূর্য্য দ্রষ্টা, কেহ তৎদক্ষিণে বাস করায় নয় সূর্য্য দ্রষ্টা, কেহ আরও দক্ষিণবাসী জন্য দশ মাসে বৎসর শেষ করিতেন। অপরে পুনঃ দ্বাদশাদিত্য বিরাজিত দেশে বিরাজমান ছিলেন। রাজা কক্ষীবান্ সিন্ধুতীরে সিন্ধাবধি দেশে বাস করিতেন ঋ ১।১২৬। অগি গতৌ ধাতু হইতে অঙ্গিরা শব্দ ও অগ্নি শব্দ নিষ্পন্ন। যাঁহারা অগ্নি পূজায় অগ্রগামী তাঁহারা অঙ্গিরা কক্ষীবানের পুত্র সুকীর্ত্তি ও শবর ও কন্যা ঘোষা এবং ঘোষার পুত্র সুহস্ত ইহাঁরা সকলেই ঋগ্বেদে মন্ত্র দ্রষ্টা। ঘোষার ব্যাধি নিবন্ধন যথাকালে বিবাহ ঘটে নাই ; তিনি দেবতার আরাধনা দ্বারা ব্যাধিমুক্ত হইয়া সৎ পতি প্রাপ্ত হন। ঘোষা ঋ ১০।৩৯,৪০ সূক্তদ্বয়ের দ্রষ্টা। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে যে দীর্ঘতমা দুষ্মন্ত তনয় ভরতকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। আঙ্গিরস বংশে অযাস্য ও ঘোর প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অযাস্য নবগ্ব দলের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন; তিনি ১০।১০৮।৮ ঋগ্বেদের ঋষি। ঘোর শিষ্য কৃষ্ণ দেবকী-নন্দন। উভয়েই ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা। ঘোর শিষ্য কণ্ব গোত্রপতি। কাণ্ব-বংশীয়েরা ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলের ঋষিগণ। শুক্লযজুর্ব্বেদের ও শত পথ ব্রাহ্মণের কাণ্ব শাখা ও মাধ্যন্দিন শাখা অতীব প্রসিদ্ধ। উক্ত কৃষ্ণ পুত্র

বিশ্বকও ঋগ্বেদে ঋষি, তিনি মৃত পুত্র আনয়ন করিয়াছিলেন এরূপ: ঋগ্বেদে বহুস্থলে বর্ণিত আছে। অঙ্গিরাবংশীয় বৃহস্পতিতনয় ভরদ্বাজ প্রায় সমগ্র ষষ্ঠ মণ্ডলের দ্রষ্টা। ইনি ঋগ্বেদে সপ্তর্ষিগণ মধ্যে একজন। ভরদ্বাজের পুত্র ঋজিশ্ব, নর, বসু, গর্গ, পায়ু, শশ্রথ ও শাদ ঋগ্বেদে ঋষি। ঋগ্বেদে সপ্তর্ষি গণ ১। বশিষ্ঠ ২। বিশ্বামিত্র ৩। জমদগ্নি ৪। কশ্যপ ৫। গোতম ৬। অত্রি ও ৭। ভরদ্বাজ। পুরাণাদিতে সপ্তর্ষি পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, ভৃগু, মরীচি, অত্রি ও বশিষ্ট। অত্রি ও বশিষ্ট উভয় মত সম্মত। কশ্যপ স্থলে তৎপিতা মরীচি ও জমদগ্নি স্থলে তৎপিতা ভৃগু গৃহীত। অঙ্গিরা বংশের কুৎস, হিরণ্যস্তূপ, সুধন্বা, শুণহোত্র, সুহোত্র, প্রিয়মেধ, উরু ইঁহারা বিশেষ নামী বটেন। ইঁহারা সকলেই ঋগ্বেদে ঋষি। এতদ্ব্যতীত আরও ত্রিশজন আঙ্গিরস বংশীয় ঋষি আছেন। কাণ্ব বংশীয়গণ মধ্যে মেধাতিথি, মেধ্যাতিথি, প্রস্কণ্ব, প্রগাথ, বিমদ, সৌভরি প্রভৃতি বহু ঋষি আছেন। আঙ্গিরাগণ মধ্যে কুৎসের নাম বহুস্থানে দৃষ্ট। ইনি ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করেন। ইঁহাকে আর্জুনেয় বা আর্জ্জুনি বলে। সপ্তর্ষি গণের মধ্যে বশিষ্ঠবংশ ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের দ্রষ্টা। আত্রেয়গণ পঞ্চম মণ্ডলের দ্রষ্টা। বিশ্বামিত্র বা কুশিক-বংশীয়েরা তৃতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। ভার্গব গৃৎসমদ দ্বিতীয় মণ্ডলের দ্রষ্টা। গোতম্ বংশীয় বামদেবাদি চতুর্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা। নবম মণ্ডলে কাশ্যপগণ দ্রষ্টা। প্রথম ও দশম মণ্ডলের দ্রষ্টা বহু বংশের বহুব্যক্তি। কুশিকগণ আপনাদিগকে ভারত বলেন ঋ ৩।৫৩।২৪। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা হইতে জাত সম্রাট্ ভরত। ভরত ভরদ্বাজকে পুত্রত্বে গ্রহণ করেন এমত কোন কোন পুরাণে বলে। অন্যত্র ভরত ভরদ্বাজের অনুগ্রহে পুত্রলাভ করেন বর্ণিত। পুরাণে উক্ত সুহোত্র আঙ্গিরস ও তৎপুত্র অজমিহোর নাম ভরত বংশে দেখা যায়। সুহোত্র তনয় পুরুমিহ্ব ও আজমিহ্ব ঋগ্বেদে ঋষি এবং এই আজমিহ্ব হইতে পুরাণ মতে কুরু, পাঞ্চাল ও

কুশিকগণ পৃথক হইয়া পড়েন। এজন্য নিম্নে ঋগ্বেদের ও পুরাণের ভরত বংশাবলী দেখান গেল। ঋগ্বেদে ভরতের নাম ৬।১৬।৪ ও ৭।৮।৫ মন্ত্রে আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ভরতের কীর্ত্তি ঘোষিত। ভরত সম্রাট রাজসূয় যজ্ঞ করেন। মর্শনার দেশে ভরত বহু হস্তী দান করেন। সাচীগুণ দেশে অগ্নিচয়ন করেন। যমুনাতীরে ৭৮টা অশ্ব মেধ যজ্ঞ করেন। গঙ্গা-তীরে "বৃত্রঘ্ন" নামকস্থানে ৫৫টী যূপ প্রতিষ্ঠা করেন। মহর্ষি দীর্ঘতমা তাঁর অভিষেক্তা। মহাভারতে—আদিপর্ব্বে ৭৩ অধ্যায়—

ভরতাদ্ভারতী কীর্ত্তি যেনেদং ভারতং কূলং।
ভরতানাং মহজ্জন্ম মহাভারত মুচ্যতে॥ ইত্যাদি
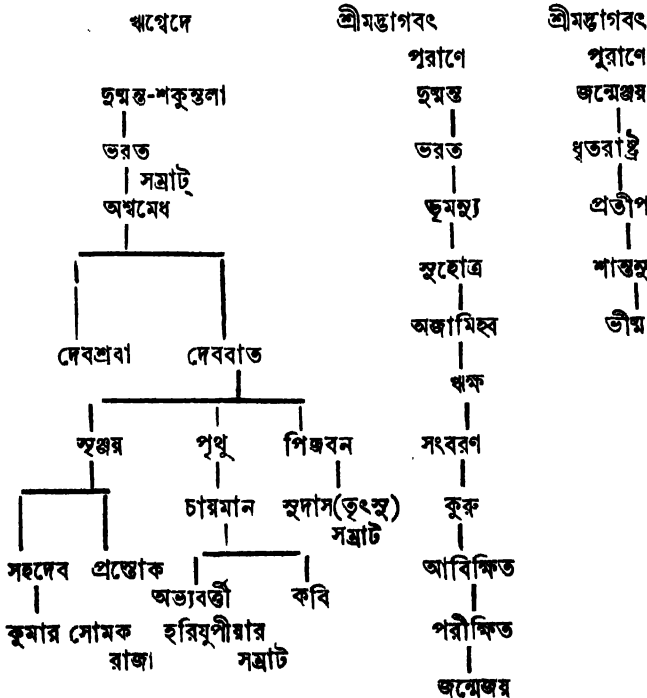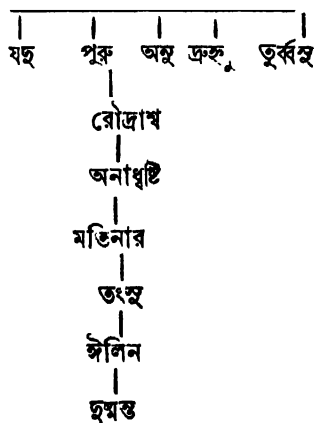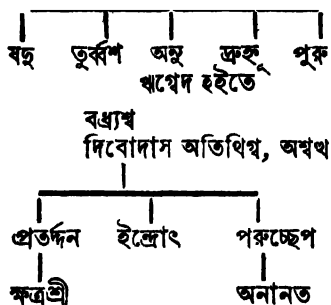
রাজা দুষ্মন্ত—শকুন্তলাকে বিবাহ করেন ইহা শতপথ ব্রাহ্মণে ও মহাভারতাদিতে দেখা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে ১৩।৫।৪-১৩ মন্ত্রে শকুন্তলা অপ্সরা ছিলেন বলে। অপ্সরাগণ দেবযোনি, মনুষ্য জাত নহে। পুরাণে শকুন্তলা বিশ্বামিত্র কন্যা কণ্ব-পালিতা বর্ণিত। ঋগ্বেদের ভরত-বংশাবলী যাহা উপরে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সম্রাট সুদাস রাজা দুষ্মন্ত হইতে

ষষ্ঠ পুরুষে স্থিত। বিশ্বামিত্র এই সম্রাট সুদাসের পুরোহিত সুতরাং তৎকন্যা ভরতমাতা হওয়া যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। ঋ ৫।২৭।৪ মন্ত্রের দ্রষ্টা ভরত পুত্র অশ্বমেধ। ইক্ষাকুবংশের ত্রসদস্যু ও ভারত অশ্বমেধ সমসাময়িক। কারণ উভয় একসূক্তের দ্রষ্টা এবং উভয়ে একই ব্যক্তিকে দান করিয়াছেন। ৫।২৭।৪ মন্ত্রে রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন বর্ণিত। ৮।৬৮।১৬ মন্ত্রে অশ্বমেধের পুত্রের উল্লেখ আছে। দেববাত ও দেবশ্রবী ঋগ্বেদের ৩।২৩ সূক্তের দ্রষ্টা। ঋ ৩।২৩।৩,৪ মন্ত্রে ইঁহাদের রাজ্য সরস্বতী, দৃশদ্বতী ও অপেয়া তীরে বিস্তৃত ছিল। ৪।১৫।৪,৭,৯ মন্ত্রে দেববাত পুত্র সৃঞ্জয় ও সহদেব পুত্র কুমার (সোমক) ইঁহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ৪।১৫।৪ ও ৬২৭ মন্ত্র হইতে সৃঞ্জয় রাজা দেববাত পুত্র জানা যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে সহদেব যে সৃঞ্জয় পুত্র তাহা পাওয়া যাওয়া যায়। ৭।১৮।২২ মন্ত্রে পিজবন দেববাত পুত্র এবং তৎপুত্র সম্রাট সুদাস (তৃৎসু) ইহা জানা যায়। ৬।৪৭।২২ মন্ত্রে রাজা প্রস্তোক সৃঞ্জয় পুত্র ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইনি দিবোদাসের সমসাময়িক। কারণ উভয়েই ভরদ্বাজ পুত্র গর্গকে ধন দান করেন। রাজা সুদাস যদুকে বশ করেন ঋ ৭।১৯।৮, তুর্ব্বশকে বশ করেন ৭।১৮।৬। ইন্দ্র তৃৎসুকে অনুর পুত্রের গৃহ দান করেন (৭।১৮।১৩)। অনুর ও দ্রুহ্যুর পুত্রগণ সুদাসের জন্য শায়িত হইয়াছিলেন ৭।১৮।১৪। ঋ ৭।১৯।৩ মন্ত্রে মহর্ষি বসিষ্ঠ সুদাস, পুরুকুৎস তনয় ত্রসদস্যু ও পুরুকে রক্ষা কর বলিয়া প্রার্থনা করিতেছেন। ইহাতে যযাতি পুত্র যদু প্রভৃতি সুদাসের সমসাময়িক। অসিক্নী রাজ পুরুর বিষয় ঋগ্বেদে ১।১০৮।৮, ৬।৪৬।৮, ৭।৫।৩, ৭।৮।৪, ৭।১৯।৩, ৮।৩।১২, ৮।৫০।৫ ও ১০।৪৮।৫ মন্ত্রে প্রাপ্তব্য। ১।১০৮।৮ মন্ত্রে যদু, তুর্ব্বশ, দ্রুহ্যু, অনু ও পুরু পাঁচ জনের নাম একত্র পাওয়া যায়। ৭।৫।৩ মন্ত্রে অসিক্নীতে পুরুর রাজ্য থাকা বর্ণিত। ৭।১৯।৩ মন্ত্রে পুরু ত্রসদস্যু

সমসাময়িক থাকা দৃষ্ট হয়। ১।৩৬।১৮, ১।৫৪।৬, ১।১৭৪।৯, ৪।৩০।১৭, ৫।৩১।৮, ৬।২০।১২, ৮।৪।২,৭, ৮।৬।৪৮, ৮।৭।১৮, ৮।৯।১৪, ৮।১০।৫, ৮।৪৫।২৭ ৯।৬১।২, ১০।৪৯।৮, ১০।৬২।১০ মন্ত্রে যদুর উল্লেখ আছে। ১।৩৬।১৮, ১।৫৪।৬, ১।১৭৪।৯, ৪।৩০।১৭, ৫।৩১।৮, ৬।২০।১২, ৭।১৮।৬, ৮।৭।১৮, ৯।৬১।১২ ও ১০।৪৯।৮ মন্ত্রে তুর্ব্বশের কথা বর্ণিত আছে। ১।১০৮।৮, ৬।৪৬।৮, ৭।১৮।৬, ১২, ১৪ ও ৮।১০।৫ মন্ত্রে দ্রুহ্যুর বিষয় বর্ণিত ৭।১৮।১৩,১৪, ৮।৪।১, ৮।১০।৫ মন্ত্রে অনুর উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত ৭।১৮।৬ মন্ত্রে তুর্ব্বশ মৎস্য দেশ জয় করেন। অথচ পুরাণ মতে রাজা দুষ্মন্ত যদু হইতে নিম্ন ষষ্ঠ পুরুষ অন্তরে স্থাপিত। ঋগ্বেদ মতে সুদাস দুষ্মন্ত হইতে নিম্ন ষষ্ঠপুরুষেস্থিত। অর্থাৎ পুরাণ মতে সম্রাট্ সুদাস যদু পুরু হইতে দ্বাদশ পুরুষ পশ্চাৎবর্ত্তী হইয়া পড়িতেছেন। সম্রাট্ সুদাস যমুনা তীরে অজ, শিগ্রু, যক্ষু, তৃৎসু, মৎস্য ইত্যাদি জনপদে স্বীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। ৭।১৮।১৯, সম্রাট্ সুদাসের বীর-কাহিনী ঋ ১।১১২।১৯, ১।৪৭।৬, ৩।৩৩, ৩।৫৩।১১, ৭।৮৩-১, ৭।৮৩।৫।৬, ৭।১৮।৫,৯, ৭।১৯।৩,৮, ৭।২০।২, ইত্যাদি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। ইনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন (৩।৫৩।১১)। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ইঁহার পুরোহিত। ৭।১৮।৮ মন্ত্রে চায়মান পুত্র কবি সুদাসের সহিত যুদ্ধে হত হন। চায়মান পৃথুর পুত্র পৃথু দেববাত বংশে জাত। চায়মানের অপর পুত্র অভ্যাবর্ত্তী সম্রাট্। ইঁহা ঋ ৬।২৭ সূক্তের ৫-৮ মন্ত্রে বিবৃত। ইনি হরিয়ূপীযার রাজা ছিলেন; যব্যাবতী নদী তীরে বৃটীবৎগণকে পরাস্ত করেন ও তাহাদের সেনাপতি বরশিখকে বধ করেন; মহর্ষি বিশ্বামিত্র কুশিক বংশীয়। ইঁহাদের বংশের পূর্ব্বপুরুষের নাম ইষীরথ; তৎপুত্র কুশিক; ইনি ঋগ্বেদে ঋষি। তৎপুত্র গাথি, ইনিও ঋষি। তৎপুত্র বিশ্ব-বিশ্রুত বিশ্বামিত্র তৃতীয় মণ্ডলের অধিকাংশ মন্ত্রের দ্রষ্টা। ইঁহার পুত্র মধুচ্ছন্দা, পূরণ, অষ্টক, রেণু ও ঋষভ। সকলেই মন্ত্র দ্রষ্টা। মহর্ষি বিশ্বামিত্র

রাজা হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞে হোতা ছিলেন ; তথায় শুণঃশেপকে যূপাবদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্ত করতঃ দেবরাত নামে পুত্রত্বে গ্রহণ করেন ও জহ্নুতে যে সম্পত্তি ছিল তাহা উক্ত দেবরাতকে প্রদান করেন। এই দেবরাতের পুত্র মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য। মধুচ্ছন্দা ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের প্রথম সূক্তের দ্রষ্টা। সুপ্রসিদ্ধ "অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং" মন্ত্র, ঋগ্বেদের প্রথম মন্ত্র, ইঁহারই দৃষ্ট। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সুপ্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্রের দ্রষ্টা। যাহা এখনও ব্রাহ্মণগণ নিত্য জপপরায়ণ। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতা ও অঘমর্ষণ ইঁহারাও ঋষি ; "ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভিদ্ধাৎ" এই সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্র এই অঘমর্ষণ দৃষ্ট। বিশ্বামিত্রের পুত্র বাচ, প্রজাপতি কত ও ঋষি। কত পুত্র উৎকীলও ঋষি। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য শুক্ল যজুর্ব্বেদে মন্ত্র দ্রষ্টা। শুক্ল যজু ও শতপথ ব্রাহ্মণ এই বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক আখ্যাত।

মহর্ষি বশিষ্ঠদেব মিত্রাবরুণী উর্ব্বশীতনয় ৭।৩৩।১১ ; ইনি ও অগস্ত্য উভয়েই কুম্ভযোনি। মিত্র বরুণের অপত্য। মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি, ব্যাঘ্রপদ, উপমন্যু, ইন্দ্রপ্রমতি, বৃষগণ, মন্যু, কর্ণশ্রুত, মৃড়ীক, বসুক্র। শক্তি-পুত্র পরাশর ও গৌরবীতি। ইঁহারা সকলেই ঋগ্বেদে ঋষি। মহর্ষি বশিষ্ঠ ভারত সুদাস ও ঐক্ষ্বাক রাজা হরিশ্চন্দ্রকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন এমত ঐ ব্রাহ্মণে পাওয়া যায়। মহর্ষি অগস্ত্য তৎপুত্র দৃঢ়চ্যুত ও তৎপুত্র ইধ্মবাহ সকলেই ঋষি। সপ্তর্ষিগণ মধ্যে রহুগণ পুত্র গোতম প্রাচীন ঋষি। রহুগণ ৯।৩৭,৩৮ সূক্তের দ্রষ্টা। মহর্ষি গোতম বিদহমণবকে বিদেহ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেন পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বেদে রহুগণও গোতম নামীয় দুই ব্যক্তি নাই। রহুগণের মন্ত্রে আপ্ত্যাত্রিত যজ্ঞ করিতেছেন বর্ণিত আছে সুতরাং প্রাচীন। প্রসিদ্ধ "মধুবাতা ঋতায়তে" মন্ত্র, "স্বস্তিনইন্দ্রোবৃদ্ধশ্রবা" মন্ত্র, "ভদ্রংকর্ণেভিঃ" মন্ত্র, "আদিতি র্দ্যৌঃ" মন্ত্র মহর্ষি গোতম দৃষ্ট। ইহার পুত্র মহর্ষি বামদেব গৌতম। যিনি প্রায় সমগ্র ৪র্থ মণ্ডলের দ্রষ্টা। "অহংব্রহ্মাস্মি"

বাক্য মূলতঃ বামদেব হইতে আগত ; তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে ১।৪।১০ মন্ত্রে বিবৃত আছে। ইঁহার দৃষ্ট ৪।২৬,২৭ সূক্ত ও ৪০ সূক্তের ৫ মন্ত্রে যাহা হংসাবতী মন্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ তাহাও ব্রহ্ম বিদ্যাপর। ইঁহার মন্ত্রে আর্য্য ও অনার্য্য বা দস্যুসহ সংঘর্ষণ তীক্ষ্ণ ছিল জানা যায়। ৪।৩০।১৮ মন্ত্রে ত্রিশ হাজার দাস বধ হয়। ইহার পুত্র অহন্মুখ ও বৃহতুক্‌থ ঋগ্বেদের ঋষি। ইঁহার দৃষ্ট ১০।৫৪ সূক্তে ইন্দ্রই ব্রহ্ম জ্যোতি, তাঁর কার্য্য মায়া, তিনি স্বয়ম্ভু বর্ণিত। ঐ ব্রাহ্মণ মতে বৃহতুক্‌থ পাঞ্চাল রাজা দুর্ম্মুখকে সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত করেন। ঋগ্বেদে নোধাগৌতম ও তৎপুত্র একদ্যূ মন্ত্র-দ্রষ্টা। এই গৌতম বংশে বাজশ্রবস ও তৎপুত্র কুস্রীর নাম পাওয়া যায়। কুস্রী শুক্ল যজুর্ব্বেদে মন্ত্র দ্রষ্টা। তৎপুত্র উপবেশী ; ইঁহার নাম তৈত্তিরীয় সংহিতায় দৃষ্ট হয়। উপবেশীর পুত্র অরুণ, ও তৎপুত্র উদ্দালক আরুণি ও তৎপুত্র শ্বেতকেতু ও কুসুরুবিন্দু। কুসুরুবিন্দু শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় বেদে মন্ত্র দ্রষ্টা। কঠ উপনিষদের নচিকেতা এই মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতমের পৌত্র। ন্যায় দর্শনের অক্ষপাদ গৌতম ও এই বংশ অলঙ্কৃত করেন। এই মহর্ষি উদ্দালক আরুণির শিষ্য মহর্ষি বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য। শাঙ্খায়ন বা কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কৌষিতকী পুত্র কহোল। কহোল পুত্র অষ্টাবক্র এই উদ্দালক আরুণির দৌহিত্র। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি হইতেই আমরা সুপ্রসিদ্ধ "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য সহ বেদান্তের মৌলিক তত্ত্ব সকল প্রাপ্ত হইয়াছি যাহা ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে। মহর্ষি কশ্যপ মরীচি পুত্র ঋগ্বেদের মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। অপ্সরস, নৈধ্রুবী, অবৎসার, অসিত ও দেবল ইঁহারা কাশ্যপ। সকলেই ঋগ্বেদে ঋষি। বর্ত্তমানে শাণ্ডিল্য গোত্রের প্রবর মধ্যে অসিত ও দেবলের নাম দৃষ্ট হয়। ইহাতে ইঁহারা কশ্যপ গোত্রের শিষ্যমাত্র বুঝা যায়। শতপথ ব্রাহ্মণে পূর্ব্বোক্ত গৌতম বংশ কুস্রীর শিষ্য শাণ্ডিল্য পাওয়া যায়। ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ের ১৪খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিদ্যা যাহার প্রথম মন্ত্র

"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলা নিতি শান্ত উপাসিত।" কশ্যপ বংশে আরও মন্ত্র: দ্রষ্টা আছেন। মহর্ষি অত্রি ভৌম সপ্তর্ষিগণ মধ্যে অন্যতম। মহর্ষি ভৃগুর উৎপত্তি সহ ইঁহার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে ১০।১৪৩ সূক্তের দ্রষ্টা অপর একজন অত্রি আছেন; তিনি সাংখ্যায়ন। সংখ্যপুত্র। এই সাংখ্যায়ন বংশের কৌষিতকীর নামে সাংখায়ন ব্রাহ্মণের নামান্তর কৌষিতকী ব্রাহ্মণ হইয়াছে। ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের ঋষিগণ অত্রি বংশীয়। ৫।৪০ সূক্তে মহর্ষি অত্রি তুরীয় ব্রহ্ম-যন্ত্র যোগে সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছেন বর্ণিত আছে। ঋগ্বেদে কতিপয় ঋষি প্রজাপত্য বলিয়া উল্লেখিত—তৎযথা, দক্ষিণা, সংবরণ, বসুকৃত, যজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান্, হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু, যক্ষ্মনাশন, ও পতঙ্গ। অগ্নিনামা ঋষিগণ—তাপস, পাবক, সৌচীক, বৈশ্বনর, চাক্ষুষ। অগ্নি তাপস হইতে ঘর্ম্ম, অগ্নি আঙ্গিরস হইতে শ্যেন, বৎস, কৈতু ও কুমার। সূর্য হইতে সূর্য্যা, ঘর্ম্ম, বিভ্রাট, চক্ষু, বৈবস্বত মনু, অভিতপা, যম ও যমী। ইন্দ্রনামা ইন্দ্রবৈকুণ্ঠ, ইন্দ্র মুষ্কবান্। ইন্দ্র হইতে জয়, অপ্রতিরথ, সর্ব্বহরি, বৃধাকপি, বসুক্র ও বিমদ। গোপায়ন বা লোপায়ন ঋষিগণ—বন্ধু, সুব, শ্রুতবন্ধু, বিপ্রবন্ধু। যামায়ণ বংশীয় ঋষিগণ—শংখ, দমন, দেবশ্রবা, শঙ্কুশুক। বাতরশনা বংশ—যুতি, বাতযুতি, বিপ্রযুতি, বিশানক, কবিক্রত, এতশ, কেশিন ও ঋষ্যশৃঙ্গ। বাতায়ন বংশ—উল, অনিল। আপ্তবংশ—একত, দ্বিত, ত্রিত, ভূবন, সাধন ও বিশ্বকর্ম্মা। পূর্ব্বোল্লিখিত সৃঞ্জয় রাজপুত্র প্রস্তোকের সমসাময়িক বধ্র্যশ্ব পুত্র দিবোদাস (৬।৬১।১) ও ৬।৪৭।২২,২৩ দ্রষ্টব্য। ইনি কাশীরাজ। ইঁহার অপর নাম অতিথিগ্ব ও অশ্বথ। ইঁহার বিষয় ঋ ১।৫৩।৮, ১।৫১।৬, ১।১৩০।৭, ১।১৩০।১০, ১।১১২।১৪, ১।১১৬।১৮, ১।১১৯।৪, ২।১১।৬, ৪।২৬।৩, ৪।৩০।২০, ৬।২৬।৩,৫, ৬।৩১।৪, ৬।১৮।১৩, ৬।৪৭।২২,২৩, ৬।১৬।৫,১৯, ৭।১৮।২৫, ৮।৬৮।১৬, ৮।১০৩।২ এবং ৯।৬১।২ প্রভৃতি মন্ত্রে দ্রষ্টব্য। ইঁহার পুত্র প্রতর্দ্দন ৯।৯৬ ও ১০।১৭৯ সূক্তের

দ্রষ্টা। অপর পুত্র ইন্দ্রোৎ ৮।৬৮।৭ মন্ত্রে উল্লেখিত। দেবোদাস পুত্র পরুচ্ছেপ ঋ ১।১২৭-১৩৯ সূক্ত দ্রষ্টা ও তৎপুত্র অনানত ৯।১১১ সূক্তে দ্রষ্টা। ঋগ্বেদে ১০।৯৮ সূক্তে শান্তনু রাজার রাজ্যে অনাবৃষ্টি হওয়ায় দেবাপিকে পুরোহিত করেন; দেবাপি ৯৯০০০ রথ বাহী যজ্ঞ সামগ্রী দ্বারা যজ্ঞ করেন। দেবাপি ঋষ্টিসেন পুত্র। মহাভারতে ভীষ্মদেবের পিতা শান্তনু ও দেবাপি তাঁহার ভ্রাতা। ঋ ১।১০০ সূক্তে বৃধাগির রাজা ও তৎপুত্রগণ অম্বরীষ, ভয়মান, সহদেব, ঋজ্রাশ্ব ও সুরাধ। অম্বরীষ ৯।৯৮ সূক্তে দ্রষ্টা ও তৎপুত্র সিন্ধুদ্বীপ ১০।৯ সূক্তের ঋষি। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮।২১ তুর কাবষেয় পরীক্ষিৎ জন্মেজয়কে অভিষিক্ত করেন। কবষ ঋগ্বেদে ঋষি। ঐব্রা ৮।২৩ সাতহব্য বাসিষ্ঠ অত্যরতি জানন্তপকে অভিষিক্ত করেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণ ও শতপথে বসিষ্ঠ পুত্র ব্যাঘ্রপদ বংশীয় ভাল্লবেয় ইন্দ্রদ্যুম্ন আশ্বতরশ্বি বুড়িল এবং বসিষ্ঠ পুত্র উপমন্যু বংশীয় প্রাচীন শাল জাবালের উল্লেখ আছে। উক্ত অশ্বিতরাশ্ব শুক্ল যজুর্ব্বেদে মন্ত্র দ্রষ্টা। বশিষ্ঠ পুত্র শক্তি তনয় পরাশর ঋগ্বেদে ঋষি। এই পরাশর বংশীয় কোন ঋষির উল্লেখ সামবেদ, শুক্ল ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শাঙ্খায়ণ ব্রাহ্মণ, ছন্দোগ্য ব্রাহ্মণ বা শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। রামায়ণেও পাওয়া যায় না; পশ্চাৎকালে মহাভারতে যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন পারাশর্য্য পাওয়া যায় ইনি ঋগ্বেদের পরাশর পুত্র হন ইহা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। বৃহদারণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে বংশ মধ্যে যাস্ক শিষ্য জাতুকর্ণ্য ও তৎশিষ্য পারাশর্য্য ও তাহার পাঁচ পুরুষ পরে অন্য এক পারাশর্য্য দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে যে বংশ আছে, তাহার শেষাংশে ৪টী পারাশরী পুত্র দেখা যায়। ঋগ্বেদ যে একুশটী শাখায় বিভক্ত তন্মধ্যে শাকল ও বাস্কল শাখা প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে শাকল শাখা প্রচলিত। বাস্কল শিষ্য যাজ্ঞবল্ক ও পরাশর দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্কল ব্যাস-শিষ্য পৌলের শিষ্য। ব্যাসের অপর শিষ্য বৈশম্পায়ন; তাঁহারও একশিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য।

তিনি বিষ্ণুর পুত্র। বিষ্ণুপুরাণ দ্রষ্টব্য। মহাভারতে ব্যাসের সহকারী এক ব্রহ্মিষ্ঠ যাজ্ঞবল্ক্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়ে অধ্বর্য্যু দেখা যায়। শুক্ল যজুর্ব্বেদের যাজ্ঞবল্ক্য বাজসনেয়ী দেবরাত পুত্র মহাভারত অনুশাসন পর্ব্বের চতুর্থ অধ্যায়ের ৫১ শ্লোকে "যাজ্ঞবল্ক্য শ্চবিখ্যাত স্তথা স্থূনু মহাব্রতাঃ" বলিয়া দেবরাত পুত্রগণ বর্ণিত আছেন। যাস্ক পাঠ করিলে ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণ তাঁর জানা ছিল বুঝা যায়; সেইকারণে যাস্ক ঐ ব্রাহ্মণদ্বয় ও তৎ বর্ণিত ঋষিগণের পরবর্ত্তী। সুতরাং যাস্কমুনি ও পারাশর্য্য শতপথাদি ব্রাহ্মণোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য, শ্বেতকেতু, কুসুরুবিন্দু প্রভৃতির পরবর্ত্তী।

মহাভারত শুক্ল যজুর্ব্বেদের পরবর্ত্তী গ্রন্থ। ইহাতে মহাভারতের পরাশর পুত্র ব্যাস ও শুক্ল যজু এবং শতপথ ব্রাহ্মণাদিতে দ্রষ্টা যাজ্ঞবল্ক্য, কুসুরুবিন্দু, শ্বেতকেতু প্রভৃতির পরবর্ত্তীই হইবেন। বেদান্ত সূত্রে যে সমস্ত প্রামাণ্য মতবাদিগণের নাম উল্লেখিত যথা—কাশকৃৎস্ন, কার্ষ্ণাজিনি, উড়ুলোমী, আশ্মরথ্য, বাদরি ও জৈমিনী। ইঁহাদের নাম কি ঋক্ সাম, যজু, কি ঐতরেয় ছান্দোগ্য কৌষিতকী বা শতপথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয় না। জৈমিনীর নাম তলবকার ব্রাহ্মণে আছে। উহা সামবেদীয় ব্রাহ্মণ। ছন্দোগ্য ও সামবেদীয়, তাহাতে কোন উল্লেখ না থাকায় উহা পশ্চাৎবর্ত্তী বলা যায়। বেদান্ত সূত্রে "স্মর্য্যতেচ" দ্বারা গীতা ও "শিষ্টাক্রয়ুঃ" মনুসংহিতাকে লক্ষ্য করে। মহাভারতান্তর্গত গীতা উহা অপেক্ষা প্রাচীন। পতঞ্জলির যোগ-সূত্রের এক ব্যাস ভাষ্য আছে। সেইজন্য পতঞ্জলির পরবর্ত্তী ব্যাস বলিতে হয়। পতঞ্জলি পাণিনীর ভাষ্যকার। পাণিনীর পরবর্ত্তী। পাণিনীতে যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন প্রভৃতি শব্দ সাধিত আছে তদ্দ্বারা পাণিনী মহাভারতের পরবর্ত্তী বলা চলে না। কারণ ঋগ্বেদে গবিষ্ঠির, সহদেব, অর্জ্জুন প্রভৃতি শব্দ আছে। ইন্দ্র সখা আঙ্গিরস কুৎস অর্জ্জুন। ইন্দ্রই বাসু বা বাসুদেব। "বাসুদেবার্জ্জুনাভ্যাংবুন্" পদ দ্বারা কৃষ্ণার্জ্জুন গ্রহণ না করিয়া ইন্দ্রকুৎসের

সখ্যতা গ্রহণে দোষ হয় না। বসতি সর্ব্ব দেহে ইতি বাস্থ অথবা বাসয়তি ইতি বাস্থ। ঋ ১০।৪৩।৬ বিশং বিশং মঘবা পর্য্যশায়ত" ও ঋ ১।৩২।১৫ অরান্নেমি পরিতা বভূব" এই মন্ত্রদ্বয় হইতে ইন্দ্র যে উভয় মতেই বাস্থ তাহা স্পষ্ট। ঋগ্বেদে ইন্দ্র সূর্য্য আত্মাবাচক। পাণিনীর পূর্ব্ববর্ত্তী মহাভারত প্রণেতা হইলে বেদান্ত সূত্র প্রণেতা ও যোগসূত্রের ভাষ্যকার স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিতে হয়। পরাশর নামা বহুব্যক্তি পাওয়া যাইতেছে। পরাশর তনয়ও বহু হইবেন সন্দেহ নাই। মহাভারতও যাস্কের পরবর্ত্তী। স্থতরাং পূর্ব্বোক্ত জাতুকর্ণ শিষ্য পরাশর পুত্রই মহাভারত প্রণেতা পরাশর তনয় ব্যাস হইতে কোন বাধা দেখা যায় না। পরাশরের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্যও বহু পাওয়া যাইতেছে। যেমন ঋগ্বেদোক্ত রাজা দুষ্মন্ত হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ সম্রাট্ সুদাস যদু তুর্ব্বসাদিগণকে পরাস্ত করিয়াছেন ঋগ্বেদে বর্ণিত থাকিলেও পুরাণাদিতে সেই যদু, পুরু, তুর্ব্বসকে রাজা দুষ্মন্তের সপ্তম পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এতাদৃশ কোন বিভ্রম অত্রাপি ঘটিয়া থাকিবে। এ বিষয়ে একটী প্রথার উল্লেখ অসঙ্গত হইবে না। গুরুপরম্পরা স্মরণ বাক্যে সন্ন্যাসীগণ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের গুরু গোবিন্দপাদ ও তৎ গুরু গৌড়পাদ ও তৎগুরু শুকদেব ও তৎগুরু ব্যাসদেব পাঠ করেন। ইহাতে পারম্পর্য্য ব্যাস ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য হইতে বহু দূর নহেন বলা চলে। এজন্যই মহাভারত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের বহু পরবর্ত্তী জন্মেজয়ের যজ্ঞে কথিত এরূপ কেহ কেহ বলিয়াছেন যে বহুব্যক্তি ব্যাসনামধারী ছিলেন।

৪। সময় নির্ণয়

বেদ নিত্য। তথাচ অধুনা তাহার সময় নির্ণয় লইয়া বহু গবেষণা চলিতেছে। এইবিষয়ে গ্রন্থোক্ত ঘটনাশ্রয়ে ঘটনা পরম্পরার তুলনায় জ্যোতিষ সাহায্যে এই আলোচনা চলিতেছে। কেহ সূর্য্যার বিবাহ-সূক্তের ও তৎ পরবর্ত্তী বৃষকপি সূক্ত ঋ ১০৮২।৮৬ হইতে গণনা করিয়া বলিয়াছেন উহা ১৫।১৬ হাজার বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ঘটনা। কেহ খৃঃ ৪০০০ অব্দ পূর্ব্ব অপেক্ষা উহা অর্ব্বাচীন বলেন। জ্যোতির্বিদগণ মতে বিষুবন্ বিন্দুদ্বয়ের পশ্চাৎ গতি দৃষ্টে ১২৫০ খৃঃ অব্দে পৃথিবীর উত্তর ভাগ সূর্য্যের অতি সন্নিহিত স্থানে উপনীত হইলে শীত ঋতু ঘটিয়াছিল।

বিষুবন্ বিন্দুর পশ্চাৎগতি প্রতি অব্দে ৫০ বিকলা; ইহাতে ৭২ বৎসরে এক ডিগ্রি বা অংশ গমন করে। ভকক্ষ ৩৬০ ভাগে বিভাগ করিয়া এই এই অংশ পাওয়া যায়। এই ৩৬০°, ২৭টী নক্ষত্র দ্বারা ভাগ করিলে ১৩⅓° অংশ প্রতি নক্ষত্রে পায়। (১৩⅓ × ৭২ = ৯৬০ বৎসর) প্রতি নক্ষত্র গমন

জন্য ৯৬০ বৎসর প্রয়োজন। ২৭ নক্ষত্রে (৯৬০ × ২৭) বৎসর অর্থাৎ ২৫৯২০ বৎসরে বিষুবন্ বিন্দু একবার ভূকক্ষ প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু পৃথিবীর গতি ইত্যাদির জন্য প্রায় ২১০০০ বর্ষে পৃথিবীর তুলনায় উহা পূর্ব্বস্থান প্রাপ্ত হয়। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে ক স্থানে থাকিলে খ স্থানে যাইতে ১০৫০০ বৎসর
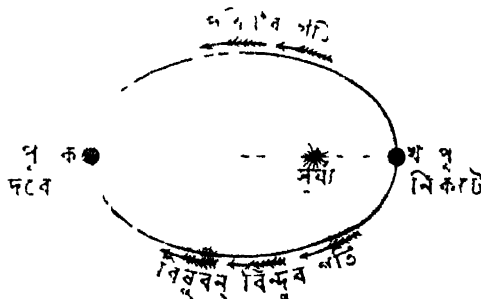
প্রয়োজন। খ স্থানে উপনীত হইলে পৃথিবী সূর্য্য হইতে অতিদূরে হওয়ায় পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে অতিশয় শৈত্য নিবন্ধন তুষারপাত ঘটিবে। অর্থাৎ ১১৭৫০ খৃষ্টাব্দে তুষার পাত হইবে। তেমনি বিপরীত দিকে (১০৫০০ —১২৫০) ৯২৫০ খৃঃ পূর্ব্বে তুষারপাত হইয়াছিল, ইহাই এমেরিকান মতে শেষ তুষার পাত সময়। তৎপূর্ব্বে যিম্ বর নির্ম্মাণ করে; আপ্ত্যত্রিত অহি হনন করে বলিতে পারা যায়। ৬বাল গঙ্গাধর তিলক মহাশয় এইটী গ্রহণ করিয়াছেন। এই হিসাবে এতৎপূর্ব্বে ৩০২৫০ খৃঃ পূর্ব্বে আর একবার তুষারপাত ঘটিয়াছিল; তৎপূর্ব্বে যিম্ ও আপ্ত্য ত্রৈতন ছিল বলাও চলে। কোন কোন মতাবলম্বী যেমন প্রফেসর গেইকী শেষ তুষারপাত ৮০০০০ বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনা বলেন। তাহাতে যিম্ ও আপ্ত্য ত্রৈতন তৎপূর্ব্ববর্ত্তী বলিতে হয়। বর্ত্তমানে ৫০৩৭ কল্যব্দ চলিতেছে। কল্যব্দ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যাভিষেক বা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমসাময়িক কালে আরম্ভ হয়। তাহা মহাভারতের সময় ধরিয়া তৎপূর্ব্বে রামায়ণ ৫০০ বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তী; তৎপূর্ব্বে ৫০০ বৎসর সূত্রাদির কাল ও তৎপূর্ব্বে ১০০০ বৎসর ব্রাহ্মণাদির জন্য দিয়া বেদ তৎপূর্ব্বে ১০০০ বর্ষ গণনা করেন। অর্থাৎ ৮০০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ৭০০০ বর্ষতক ঋগ্বেদের কাল বলেন। অন্য কেহ মহাভারতের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে কল্যব্দ গ্রহণ না করিয়া রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীর রাজগণের ইতিহাসে উক্ত পরীক্ষিতের জন্ম ও নন্দাভিষেক মধ্যে ১১১৫ বর্ষ গত হয় বাক্যকে ভূমিকা করতঃ গণনা করিয়াছেন। নন্দাভিষেক খৃঃ পূঃ ৪২৫ অব্দে ঘটে। সুতরাং ১১১৫+৪২৫+১৯৩৫ (বর্ত্তমান ইং অব্দ) যোগে ৩৪৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে পরীক্ষিতের জন্ম বা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ঘটে। কারণ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে পরীক্ষিত মাতৃগর্ব্ভে ছিলেন বর্ণিত আছে। সুতরাং তাহার তিন হাজার বর্ষ পূর্ব্ব হইতে ঋগ্বেদ প্রাচীন হইতে পারে না। অর্থাৎ ৬৪৭৫ বর্ষ বড় জোর ঋগ্বেদের বয়স। কেহ বলেন, ঋগ্বেদের মন্ত্র হইতে জানা

যায়, অদিতি নক্ষত্র বাসন্তী বিন্দু বা বৎসরের আরম্ভ-নক্ষত্র ছিল। অদিতি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আর্দ্রা, মৃগশিরা যখন পূর্ব্বস্থ, তখন মৃগশিরাদি যুগ, তৎপর রোহিণী কৃত্তিকাদি যুগ। তৎপর ভরণী অশ্বিন্যাদি যুগ। প্রতি যুগে ২০০০ বৎসর। বর্ত্তমানে অশ্বিন্যাদি নক্ষত্র ধরিয়াই গণনা চলিতেছে। চারি যুগে ৮০০০ বৎসর ঋগ্বেদের সময়। তৈত্তীরীয় সংহিতায় তিষ্যাসহ বৃহস্পতি গ্রহের একতা ঘটে (occultation) লিখিত আছে। ঐ ঘটনা জ্যোতিষের হিসাবে ৪৬৫০ খৃঃ পূর্ব্বে ঘটে। সুতরাং (৪৬৫০+১৯৩৫)=৬৫৮৫ বর্ষ পূর্ব্বে তৈত্তিরীয় সংহিতার সময়। তাহা হইতে ২০০০ বর্ষ পূর্ব্বে নিবিদের সময়। অর্থাৎ ৮৫৮৫ বর্ষ পূর্ব্ব মৈত্রী উপনিষদে ৫ম খণ্ডের ২৪ মন্ত্রে মঘা হইতে শ্রবিষ্ঠার্দ্ধ পর্য্যন্ত দক্ষিণায়ন লিখে। উহা জ্যোতিষিগণ খৃঃ পূঃ ৩৮৪০ বর্ষ বর্ষের সময় সম্ভবপর বলেন। সুতরাং (৩৮৪০+১৯৩৫) ৫৭৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে মৈত্রী উপনিষদ রচিত হয়। উহা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অপেক্ষা অর্ব্বাচীন। ইহাতে ঋগ্বেদের কাল ৮০০০ বর্ষ প্রাচীন হয়। নিবিদ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋগ্বেদ অন্যান্য বেদ হইতে প্রাচীন। সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। কতিপয় মন্ত্র ঋগ্বেদে নাই। ঋষিনামও যাহা নূতন তাহা পরিশিষ্টে দেখান গেল। সামবেদের পরে কৃষ্ণযজু বা তৈত্তিরীয় সংহিতা। প্রফেসর কেইথ্ বলেন যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের গাথা অংশ কেবল ঋগ্বেদ হইতে অর্ব্বাচীন। উহার অন্যান্য অংশ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের সমসাময়িক (কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদে নচিকেতা, কুসুরুবিন্দু, জনকবৈদেহ, উপবেশ পুত্র অরুণ, উদ্দালক আরুণি, শ্বেতকেতু, উদঙ্ক প্রভৃতির নাম দেখা যায় সুতরাং ঋগ্বেদের ও সামবেদ হইতে অর্ব্বাচীন। শতপথ ব্রাহ্মণ শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ সমসাময়িক। ঋগ্বেদ জেন্দাবস্ত হইতে প্রাচীন। জেন্দাবস্তে জার ক্ষুদ্র ধর্ম্ম বক্তা। তাঁহার নামানুসারে জেন্দাবস্তের ধর্ম্ম zoroastrianism আখ্যা পাইয়াছে।

গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে পারস্য অধিপতি জারাক্সেসের অভিযানের ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে জারাথুস্ত্র জীবিত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে ঐ অভিযান হয় সুতরাং খৃঃ পূঃ ৬৪৮০ বর্ষ+১৯৩৫ অর্থাৎ ৮৪১৫ বর্ষ পূর্ব্বে জারাথুস্ত্র ছিলেন তৎপূর্ব্বে যিমের রাজত্ব। কত পূর্ব্বে তাহা ঠিক করা দুরূহ। তুষার-পাতের পূর্ব্বে যিমের বর নির্ম্মাণ। শেষ তুষারপাত ১০০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিলে জারাথুস্ত্রের ১৫৮৫ বৎসর পূর্ব্বে তুষার পাত ঘটে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ আথ্যত্রেতন বনাম আপ্ত্যত্রিত উভয় শাখায় উল্লেখিত ও পূজ্য থাকায় তৎকালে ইরাণীয়গণ ও ভারতীয় আর্য্যগণ একত্র ছিলেন, পশ্চাৎ দেবাসুর যুদ্ধ ঘটে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এমত বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বরুণ উভয় শাখার পূজা দের সম্রাট্ ছিলেন। অসুর শব্দও সম্রাট ও রাজা শব্দসহ বরুণদেবের স্তবে ঋগ্বেদের বহুস্থানে আছে। ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণকেও অসুর বিশেষণে বিশেষিত দেখা যায়। পশ্চাৎ অঙ্গিরাদি একদল বরুণস্থলে ইন্দ্রকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া পূজন করিতে থাকিলে প্রাচীন বরুণ উপাসকগণসহ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়; এবং তাহাতে ত্বষ্টা উপাসনাদিতে যোগদান করেন। ত্বষ্টা শব্দ জেন্দ ভাষায় "থুস্ত্র"। জার অর্থ প্রিয়। জারা থুস্ত্র অর্থ—প্রিয় ত্বষ্টা। অসুর বরুণের প্রিয় ত্বষ্টা। এই অসুর বরুণই অহুর মজদা বা অসুরোমহদ্। ইন্দ্র শতমন্যু সেই মন্যুইন্দ্রের উপাসক জন্য অঙ্গিরা মন্যু অর্থ ইন্দ্রযজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা। এই অঙ্গিরা মন্যুই অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জেন্দাবস্তে উক্ত। ঋগ্বেদের ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্ম্মাণ করেন। ঋ ১।৩২।২, ১।৮৫।৯, ১।৬১।৬)। ত্বষ্টা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধিকারী (১।৫২।৭)। ঋ ১।১২১।১২ মন্ত্রে উশনা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বজ্র দিতেছেন। ৫।২৯।৯ মন্ত্রে ইন্দ্র উশনাসহ কুৎস গৃহে গমন করেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "উশনা কাব্যো অসুরানাং

অর্থাৎ উশনা অসুর দিগের সহায়। পশ্চাৎ ঋভূগণ ত্বষ্টা নির্ম্মিত একখানি চমসকে চারিখানি করিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টার উপর বিরূপ হন তাহাতে ত্বষ্টা ভয়ে স্ত্রীগণ মধ্যে লুক্কায়িত হন। ঋ ৩।১৬।১৪ ত্বষ্টা ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত কলেবর, ১।৮০।১৪ পশ্চাৎ ইন্দ্র ত্বষ্টা তনয় বৃত্রকে বধ করিলে (১।৯৩।৪) দেবগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রপক্ষ ত্যাগ করেন (৪।১৮।১১)। ইন্দ্র আপ্ত্যত্রিত দ্বারা ত্বষ্টার অপর পুত্র ত্রিশিরকে বধ করেন (১০।৮।৮)। ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেন (১০।৮।৯)। ইন্দ্র বলপূর্ব্বক ত্বষ্টার যজ্ঞে সোমপান করেন ঋ ৩।৪৮।৪। পশ্চাৎ ইন্দ্র অভিবধ জনিত পাপ ভয়ে নব নবতি নদী ও জলধার হন (১।৩২।১৪)। পশ্চাৎ জল ফেনরূপে ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করেন (৮।১৪।৭)। পশ্চাৎ দেবগণ একমত হইয়া ইন্দ্রকে অগ্রণী করেন (১।১৩১।১)। তৎপর যখন অসুরেরা প্রবল হইল তখন দেবতারা শঙ্কা করিলেন যে, অসুরগণকে বধ করিতেই হইবে। ঋ (১০।১৫১ সূক্ত) পশ্চাৎ ঋ ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে দেবতারা যখন অসুরগণকে বধ করিয়া ফিরিলেন তখন তাঁহাদের অমরত্ব পদ রক্ষিত হইল। যে আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রের জন্য ত্রিশিরকে বধ করেন তাঁহারই বংশীয় ভুবন ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে দেবগণের জয় গান গাহিয়াছেন। ইহাতে ইহা আপ্ত্যত্রিতের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। এবং এজন্যই সম্ভবতঃ আপ্ত্য দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঋ ৮।১২।১৬, ৫।৪১।৯, ১০।৬৪।৩ ও ২।৩১।৬। সুতরাং ইহা তুষারপাতের স্বল্প পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা ; কোন্ তুষার পাত গ্রহণ করা তাহা পাঠকের রুচি। শেষ ১০০০০ খৃঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। জাবাগুল্ম যিনি যিমের পরবর্ত্তী তিনি দ্রষ্টা নহেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮।৩৮।৩ বর্ণিত আছে আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রের মহাভিষেকে হোতা ছিলেন। ইজিপ্টের সভ্যতা যদি খৃঃ পুঃ ৬০০০ বর্ষের হয়, তবে ঋগ্বেদের সময় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সন্দেহ নাই।

গ্রীক ঐতিহাসিকগণের মতে পারস্য অধিপতি জারাক্সেসের অভিযানের ৬০০০ বৎসর পূর্ব্বে জারাথুস্ত্র জীবিত ছিলেন। খৃঃ পূঃ ৪৮০ অব্দে ঐ অভিযান হয় সুতরাং খৃঃ পূঃ ৬৪৮০ বর্ষ+১৯৩৫ অর্থাৎ ৮৪১৫ বর্ষ পূর্ব্বে জারাথুস্ত্র ছিলেন তৎপূর্ব্বে যিমের রাজত্ব। কত পূর্ব্বে তাহা ঠিক করা দুরূহ। তুষার-পাতের পূর্ব্বে যিমের বর নির্ম্মাণ। শেষ তুষারপাত ১০০০০ বর্ষ পূর্ব্বে ঘটিয়া থাকিলে জারাথুস্ত্রের ১৫৮৫ বৎসর পূর্ব্বে তুষার পাত ঘটে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ আপ্যত্রেতন বনাম আপ্ত্যত্রিত উভয় শাখায় উল্লেখিত ও পূজ্য থাকায় তৎকালে ইরাণীয়গণ ও ভারতীয় আর্য্যগণ একত্র ছিলেন, পশ্চাৎ দেবাসুর যুদ্ধ ঘটে ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, এমত বলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, বরুণ উভয় শাখার পূজ্যদের সম্রাট্ ছিলেন। অসুর শব্দও সম্রাট ও রাজা শব্দসহ বরুণদেবের স্তবে ঋগ্বেদের বহুস্থানে আছে। ঋগ্বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণকেও অসুর বিশেষণে বিশেষিত দেখা যায়। পশ্চাৎ অঙ্গিরাদি একদল বরুণস্থলে ইন্দ্রকে দেবগণের শ্রেষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ বলিয়া পূজন করিতে থাকিলে প্রাচীন বরুণ উপাসকগণসহ মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়; এবং তাহাতে ত্বষ্টা উপাসনাদিতে যোগদান করেন। ত্বষ্টা শব্দ জেন্দ ভাষায় "থুস্ত্র"। জার অর্থ প্রিয়। জারা থুস্ত্র অর্থ—প্রিয় ত্বষ্টা। অসুর বরুণের প্রিয় ত্বষ্টা। এই অসুর বরুণই অহুর মজদা বা অসুরোমহদ্। ইন্দ্র শতমন্যু সেই মন্যুইন্দ্রের উপাসক জন্য অঙ্গিরা মন্যু অর্থ ইন্দ্রযজ্ঞের প্রবর্ত্তয়িতা। এই অঙ্গিরা মন্যুই অহুরমজদার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া জেন্দাবস্তে উক্ত। ঋগ্বেদের ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য বজ্র নির্ম্মাণ করেন। ঋ ১।৩২।২, ১।৮৫।৯, ১।৬১।৬)। ত্বষ্টা ইন্দ্রের বল বৃদ্ধিকারী (১।৫২।৭)। ঋ ১।১২১।১২ মন্ত্রে উশনা ইন্দ্রকে তীক্ষ্ণ বজ্র দিতেছেন। ৫।২৯।৯ মন্ত্রে ইন্দ্র উশনাসহ কুৎস গৃহে গমন করেন। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে, "উশনা কাব্যো অসুরানাং

অর্থাৎ উশনা অসুর দিগের সহায়। পশ্চাৎ ঋভূগণ ত্বষ্টা নির্ম্মিত একখানি চমসকে চারিখানি করিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টার উপর বিরূপ হন তাহাতে ত্বষ্টা ভয়ে স্ত্রীগণ মধ্যে লুক্কায়িত হন। ঋ ১।১৬১।৪ ত্বষ্টা ইন্দ্র ভয়ে কম্পিত কলেবর, ১।৮০।১৪ পশ্চাৎ ইন্দ্র ত্বষ্টা তনয় বৃত্রকে বধ করিলে (১।৯৩।৪) দেবগণ কর্ত্তৃক ইন্দ্রপক্ষ ত্যাগ করেন (৪।১৮।১১)। ইন্দ্র আপ্ত্যত্রিত দ্বারা ত্বষ্টার অপর পুত্র ত্রিশিরকে বধ করেন (১০।৮।৮)। ইন্দ্র ত্বষ্টাপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করেন (১০।৮।৯)। ইন্দ্র বলপূর্ব্বক ত্বষ্টার যজ্ঞে সোমপান করেন ঋ ৩।৪৮।৪। পশ্চাৎ ইন্দ্র অতিবধ জনিত পাপ ভয়ে নব নবতি নদী ও জলপার হন (১।৩২।১৪)। পশ্চাৎ জল ফেনরূপে ইন্দ্রের পাপ গ্রহণ করেন (৪।১৮।৭)। পশ্চাৎ দেবগণ একমত হইয়া ইন্দ্রকে অগ্রণী করেন (১।১৩১।১)। তৎপর যখন অসুরেরা প্রবল হইল তখন দেবতারা শঙ্কা করিলেন যে, অসুরগণকে বধ করিতেই হইবে। ঋ (১০।১৫১ সূক্ত) পশ্চাৎ ঋ ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে দেবতারা যখন অসুরগণকে বধ করিয়া ফিরিলেন তখন তাঁহাদের অমরত্ব পদ রক্ষিত হইল। যে আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রের জন্য ত্রিশিরকে বধ করেন তাঁহারই বংশীয় ভুবন ১০।১৫৭।৪ মন্ত্রে দেবগণের জয় গান গাহিয়াছেন। ইহাতে ইন্দ্র আপ্ত্যত্রিতের সমসাময়িক বলিয়াই মনে হয়। এবং একন্যই সম্ভবতঃ আপ্ত্য দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ঋ ৮।১২।১৬, ৫।৪১।৯, ১০।৬৪।৩ ও ২।৩১।৬। সুতরাং ইহা তুষারপাতের স্বল্প পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা; কোন্ তুষারপাত গ্রহণ করা তাহা পাঠকের রুচি। শেষ ১০০০০ খৃঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা। জারাথুস্ত্র যিনি যিশুর পরবর্ত্তী তিনি ত্বষ্টা নহেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ৮।৩৮।৩ বর্ণিত আছে আপ্ত্যত্রিত ইন্দ্রের মহাভিষেকে হোতা ছিলেন। ইজিপ্টের সভ্যতা যদি খৃঃ পূঃ ৬০০০ বর্ষের হয়, তবে ঋগ্বেদের সময় তৎপূর্ব্ববর্ত্তী সন্দেহ নাই।

৫। গোত্ন

বর্ত্তমান কালে অনেক পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তি সুর ধরিয়াছেন যে বৈদিকযুগে গো হনন যজ্ঞ ছিল। পশ্চাৎ পৌরাণিক যুগে গো বধের অযোগ্য এরূপ ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। ইহার সত্যতার প্রমাণস্বরূপে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ রসায়নবিদ্ ও মহারাষ্ট্রের ঐতিহাসিক শ্রেষ্ঠের উঁকি ঝুকির মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৌদ্ধযুগের শেষভাগে গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে স্মৃতি শাস্ত্রাদির নব কলেবর লাভ ঘটিয়াছে। এবং তৎকালেই এই অবৈদিক কথা, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে স্থান লাভ করিয়াছে যে গো বধ্য নহে। ইহা খৃষ্টের তৃতীয় কি চতুর্থ শতাব্দীর কথা। তাঁহাদের প্রধান প্রধান যুক্তি সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। একযুক্তি "গোঘ্ন" শব্দ জাত। গোঘ্ন অর্থ অতিথি। অতিথি গৃহে আসিলে গো হনন করা হইত। তাই হন স্থানে ঘ্ন হইয়া গোঘ্ন শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "গো" ও "হনন" এই দুইটী শব্দের প্রয়োগ ঋগ্বেদের ১০।৮৫।১৩ মন্ত্রে আছে "অঘাসুহন্যন্তেগাবো।" অর্থ মঘা নক্ষত্রে উদিত উষা "গো" অর্থাৎ সূর্য্য রশ্মিকে তাড়িত করে। অথবা অঘা নক্ষত্র উদয় কালে শকটবাহী গোকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছি। মন্ত্রের যে অর্থ গৃহীত হোক্‌না এখানে হন অর্থ গতি, বধ নহে। ঋগ্বেদের ১।১১৪।১০ মন্ত্রে "আরেতেগোঘ্নমুত পুরুষঘ্নংক্ষয়দ্বীরম।" এখানে গোঘ্ন অর্থ অতিথি নহে; রুদ্র পশু সংহারক। এবং গো অর্থ গৃহপালিত পশু। বর্ত্তমানে গো বলিলে যাহা বুঝায় তাহা নহে। পাণিনীর (৩।৪।৭৩) "দাশ গোঘ্নৌ সম্প্রদানে গাং হন্তি তস্মৈ—গোঘ্নোঽতিথি" বাক্যটী আছে। অর্থ গাং পৃথিবীং পন্থাং হন্তি গচ্ছন্তি তস্মৈ আতিথ্য সৎকারং কর্ত্তব্যং। অর্থাৎ যিনি অবিরত পায়ে হাটিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন তাঁহাকেই অতিথিসৎকার প্রদান কর্ত্তব্য। ইহাতে গোবধের কোন কথাই নাই কারণ বেদে গো অঘ্ন্যা। অতিথি শব্দের অর্থ ন বিদ্যতে দ্বিতীয়া তিথির্যঃ।

অর্থাৎ যিনি এমন ভ্রমণকারী যে দুই তিথি একস্থানে থাকেন না; ইহা প্রব্রজ্যালম্বী চতুর্থাশ্রমীকে লক্ষ্য করে। হিন্দিতে যাকে "রমতা রাম' সাধু" বলে। দ্বিতীয় প্রমাণ কোন নাটকোল্লিখিত বিদূষকের মুখে কপোল কল্পিত "বৎসতরী মর্ম্মরয়িতা।" এই বাক্য বৎস শব্দ মানব শিশু হইতে প্রাণী মাত্রের শাবককে বুঝায়। বৎসতরী শব্দ গো শিশুতে যোগরূঢ়ী নহে; পশু শাবক মাত্রকেই বুঝায়। ছাগ, মেষ ইত্যাদির বাচ্চাও বৎসতরী। বেদে পুরাণে জেন্দাবস্তে, এমন কি ইংরাজী অভিধানেও গোশব্দ পশুমাত্রকেই বুঝায়। অর্ব্বাচীন লোকেই গো শব্দ "গলকম্বলবন্ত চতুষ্পদী পশু"তে রূঢ়ী করে। কারণ বৌদ্ধ যুগের অমর সিংহের কোষের তৃতীয় কাণ্ডে নানার্থবর্গে—স্বর্গেষু পশুবাগ্‌বজ্রদিগ্‌নেত্রঘৃণিভূজলে। লক্ষ্য দৃষ্ট্যা স্ত্রিয়াং পুংসি গৌ। গো স্ত্রী ও পুরুষ পশু দুইই বুঝায়। যাস্কের নিরুক্তে দ্বিতীয় অধ্যায়ে পঞ্চম খণ্ডে—"গৌরিতি পৃথিবী নামধেয়ং। অথাপি পশুনামেহ ভবতি এতস্মাদেব।" শতপথ ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যকে ৪।৪ মন্ত্রে—বড়বেতরা ভবদশ্ববৃষ। এখানে পুংঅশ্বকে বৃষ বলা হইয়াছে। গো উভয় লিঙ্গ। জিন্দাবস্তে সিরোজা ২।১৪ সুরার অনুবাদে প্রফেসর ডাংমেষ্টেটর লিখিয়াছেন—We sacrifice unto the soul of the bounteous cow (Go's); we sacrifice unto the powerful Drvaspa. (সংস্কৃত দ্রপ্স) অর্থ আত্মারূপী শুভপ্রদ গো উদ্দেশ্যে আমরা যজ্ঞ করি। আমরা ক্ষমতাশালী দ্রপ্স (রেতোধাপুরুষ) উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করি। সিরোজা ১।১৪ মন্ত্রের অনুবাদ—To the body of the cow, to the soul of the cow, to the powerful Drvaspa, অর্থ—গোদেহে গো আত্মার এবং ক্ষমতাশালী দ্রপ্সের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করি। সিরোজা ১।১২ To the moon that keeps in it the seed of the Bull; to the only created Bull, to the Bull of many species. অর্থ—চন্দ্রমা

৩। ১।১২।১৯ ত্বমায়সং প্রতিবর্ত্তয়ো গোর্দিবো অশ্মানমুপনীতমৃভ্বা। এখানে গো অর্থ বজ্র।

৪। ১।১৫৪।৬ যত্রগাবো ভূরিশৃঙ্গ। অযাসঃ। এখানে গো অর্থ নক্ষত্র—

৫। ৩।৫০।৩ গোভির্মিমিক্ষুং দধিরে সুপারমিন্দ্রং জ্যৈষ্ঠায় ধায়সে গৃণানা। এখানে গো অর্থ বেদবাক্য; Wilson cattle করিয়াছেন।

৬। ৪।২২।৮ আশুনরশ্মিংতুব্যোজসং গোঃ। Wilson—as a horse is made to run fast by forcibly pulling the reins. গো=অশ্ব।

৭। ৪।৪৪।১ অশ্বিনা সঙ্গতিং গোঃ। অশ্বিগণের রথে যোজিত অশ্ব। গোঃ=অশ্ব।

৮। ৬।২৯।৩ তদ্দিহব্যং মনুষে গা অবিন্দদহন্নহিং পপিবাঁ ইন্দ্রো অস্য। এখানে গা=বৃষ্টিধারা।

৯। ৫।৩০।৭ বিষুমৃধো জনুষাদানমিন্বন্নহন্ গবা মঘবন্ সঙ্কাকনঃ। এখানে গবা=বজ্রেন।

১০। ৫।৫৬।৫ মরুতাং পুরুতম মপূর্ব্যম গবাম্ সর্গমিবহ্বয়ে। এখানে গবাং=উদকানাং।

১১। ৫।৬২।৩ বর্দ্ধয়ত মোষধীঃ পিন্বতংগা অববৃষ্টীং সৃজতং জীরদানু। এখানে গা=cattle, গবাশ্বাদীন্।

১২। ৬।২৭।৭ যস্য গাবাবরুষা সূযবস্যূ অন্তরূষু চয়তো রেরিহানা। এখানে গাব=অশ্বৈঃ।

১৩। ৬।৩৫।২ ত্রিধাতু গা অধিজয়াসি গোষ্বিন্দ্রদ্যুম্নং সর্ব্বর্দ্ধেন্নস্মে। এখানে গা=cattle; গোষু=গমনশীল শত্রুগণেষু।

১৪। ৭।১৮।১০ ঈযুর্গাবোন যবসাদ গোপা যথাকৃত মভিমিত্রং চিতাসঃ। পৃশ্নিগাবঃ পৃশ্নি নিপ্রেষিতাসঃ শ্রুষ্টিং চক্রু নিযুতোরন্তয়শ্চ। এখানে গাব=মরুদ্গণের অশ্ব। পৃশ্নিগাবঃ=মরুদ্গণ।

১৫। ৭।৩৬।১ প্রব্রক্ষ্মেতু সদনাদৃতস্তবিরশ্মিভিঃ সমৃজ্ঞেস্বর্যোগাঃ। এখানে গা = বৃষ্টিধারা।

১৬। ৭।৮৭।৪ দিবোগন্তং গৌরাবিবেরিণম্। গৌঃ = ঊষাসকল।

১৭। ৮।২০।৮ গোভির্বাণো অজ্যতে সৌভরীনাং রথেকোশে হিরণ্যয়ে। গোবন্ধবঃ সুব্যাতাস ইষেভূজে মহান্তোনঃ স্পরমেনু॥ এখানে গোভিঃ = স্তুতিভিঃ অথবা মরুদ্ভিঃ। গোবন্ধবঃ = পৃশ্নিমাতৃকা।

১৮। ৮।৪৭।১২ গবেচভদ্রং ধেনবে বীরায়। এখানে ধেনু = গো এবং গাব = পশুসমূহ।

১৯। ১০।১৬।৭ অগ্নের্বর্ম পরিগোভির্ব্যয়স্ব। এখানে গোভিঃ = চর্ম্মৈঃ।

২০। ১০।৮৫।১৩ অঘাসু হন্যতে গাবো। এখানে গাবো = সৌরকিরণ অথবা ষাঁড়। ঋগ্বেদে গলকম্বলবন্ত গো অঘ্ন্যা অর্থাৎ অবধ্য। নিম্ন-লিখিত মন্ত্রসমূহে "অঘ্ন্যা" শব্দ প্রয়োগ আছে। তদ্ যথা—১৩৭৫, ১।১৬৪।২৭, ১।১৬৪।৪০, ৪।১।৬, ৫।৮৩।৮, ৭।৬৮।৯, ৮।৬৯।২, ৮।১০২।১৯, ৯।১।৯, ৯।৮০।২, ৯।৯৩।৩, ১০।৪৬।৩, ১০।৬০।১১, ১০।৮৭।১৬ এবং ১০।১০২।৭—দ্রষ্টব্য।

যাস্কে গো-নামানি লিখিতে গিয়া প্রথমেই অঘ্ন্যা শব্দের অবতারণা করিয়াছে। উহার ১১।৪৪।৩১ "অঘ্ন্যাঃ অহন্তব্যা ভবতি।" গোশব্দ যে স্ত্রীপুমান্ উভয়কে বুঝায় তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। জেন্দাবস্তেও গো অঘ্ন্যা পূজ্যা। বেদেও গো পূজ্যা। ঋ৪।৫৮।১০ গোদেবতা। গোমাংস যে অভক্ষ্য তাহা ঋ১০।৮৭।১৬ মন্ত্র হইতে বেশ বুঝা যায়। "যঃ পৌরুষেয়েণ ক্রবিষা সমঙ্ক্তে যো অশ্বেন পশুনা যাতুধানঃ। যো অঘ্ন্যায়া ভরতিক্ষীর মগ্নে তেষাং শীর্ষানি হরসাপিবৃশ্চ। অর্থ—যে রাক্ষস নরমাংস অথবা অশ্বাদি পশু মাংস সংগ্রহ করে; যে অঘ্ন্যা ধেনুর দুগ্ধ হরণ করে অগ্নি তাহাদের শিরশ্ছেদ করেন।

কেহ কেহ "গামালভেত" এই বৈদিক মন্ত্রের উল্লেখ করেন। উহার অর্থ—বধযোগ্য পশু আলভেত। অর্থাৎ ছাগ মেষাদি আলভেত, যদি আলভেত অর্থ হনন হয়। আর যদি আলভেত অর্থ স্পর্শন হয় তবে "গল কম্বলবন্ত পশু" গ্রহণ করিতে পারে, ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তত্রাচ পরাশর স্মৃত্যোক্ত এক শ্লোক—"যজ্ঞাধানং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পল-পৈতৃকং। দেবরাচ্চ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥" এবং গৃহ্য সূত্রোক্ত বিবাহ প্রকরণের—"আচন্তোদকায় শাসমাদায় গৌরীতিত্রিঃ প্রাহেতি।" এবং "নত্বেবামাংসোহর্ঘ্যঃ স্যাদধিযজ্ঞেমধি বিবাহং কুরুতেত্যেব ব্রুয়াৎ।" এই সকল বাক্য হইতে গোহনন কল্পনা করেন। গবালম্ভের গো কি প্রকাশ করে তৎসম্বন্ধে মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ১৬৫ অধ্যায়ের ৭১ শ্লোক দ্রষ্টব্য; তাহা এই—অমানুষীষু গোবর্জ্জমনাবৃষ্টির্নদুষ্যতি। অধিষ্ঠাত্র-বমন্তারং পশূনাং পুরুষঃ বিদুঃ॥ অর্থ—গো বর্জ্জনপূর্ব্বক অন্য পশুর হিংসা করিলে সমধিক দোষ হয় না, পশুজাতির উপর মনুষ্যের আধিপত্য আছে। আলভেত ও আলম্ভ শব্দ একই ধাতু নিষ্পন্ন এবং একই অর্থ প্রকাশক। ইহার অর্থ "বধ" গ্রহণ করিতেই হইবে এমনটী ব্যবহার দৃষ্টে মনে হয় না। পাণিনীয় ধাতু পাঠে ভ্বাদিগণে "ডুলভস্ প্রাপ্তৌ" দেখা যায়। আ উপসর্গ যোগে "লভ" ধাতু প্রাপ্তির পর স্পর্শকে গ্রহণ করিয়াছে। নির্ণয়সিন্ধু নামক স্মৃতিগ্রন্থে শবদাহ অন্তে শুদ্ধিলাভার্থ শমীমালভন্তে শমী পাপং শময়ন্তু ইতি। গাং অজং উপস্পৃ শন্তঃ। ইত্যাদি বিধি আছে। আদ্য প্রেতশ্রাদ্ধ অন্তে শুদ্ধিস্থলে "বৃষভং গাং সুবর্ণঞ্চ স্পৃষ্ট্বা শুদ্ধোভবেন্নরঃ" এই ব্যবস্থা পরিদৃষ্ট হয়। এখানে আলভন্তে শব্দ স্পর্শবোধক। গো-বৃষ-অজ-স্পর্শ লোককে পবিত্র করে এই প্রথা দেখা যায়। মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭৯ শ্লোকে আছে—"স্ত্রীনাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্যচ"। এখানে আলম্ভ শব্দ স্পর্শবোধক। বধ নহে। মীমাংসাদর্শনের ২অ, ৩পাদে, ১৭ সূত্রের ব্যাখ্যায়

আলম্ভ শব্দ স্পর্শবাচী করা হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত "আচন্তোদকায় শাসমাদায়" মন্ত্রের শাসমাদায় অর্থ কেহ কেহ অসি গ্রহণ বলিতে চাহেন। কিন্তু পাণিনীয় ধাতুপাঠে লুকাদিকরণে অদাদিগণে "শাসু অনুশিষ্টৌ" মাত্র পাওয়া যায়। তাহাতে শাসমাদায় অর্থ অনুশাসন বা আজ্ঞা গ্রহণে অথবা ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত বিধি অনুসারে ঋগ্বেদের ১০।১৫২ সূক্ত যাহা "শাস" নামক ঋষি দৃষ্ট তাহা পাঠান্তে আচমন কালীয় অশুদ্ধি বিদূরিত করিবার জন্য গো আনয়ন ও তাহার স্পর্শ বিধি আছে। অসি দ্বারা গোবধ বিধি নয়। কন্যাদান সভায় গোবধ অশ্রুতপূর্ব্ব অদ্ভুতই বটে। মহাভারতে দেখিতে পাই গুরুজনের অনুজ্ঞা গ্রহণে অর্ঘ্য দান করিতে হয়। ভীষ্মাদির অনুশাসন বা অনুমতি গ্রহণে শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্য দান করা হয়। কারণ অর্ঘ্য দানে কাহারও আপত্তি থাকিতে পারে। শিশুপাল বধ স্মরণীয়। তাই গুরুজনের অনুশাসন বা অনুজ্ঞা গ্রহণের সাপেক্ষতা লক্ষ্য করিয়াই "শাসমাদায়" কথাটীর প্রয়োগ। চিরতরে কন্যাদান করার জন্যই অর্ঘ্য প্রদান বিধি। যদিই কোন জ্ঞাতি কুটুম্ব বর সম্বন্ধে কোন আপত্তিজনক সংবাদ শেষ মুহূর্ত্তে সংগ্রহ করিয়া থাকেন তবে তখনও সময় আছে জানিয়া শেষ অনুমোদন গ্রহণই শাসমাদায় বাক্যার্থ। অতিথি বা গোঘ্ন স্থলেও অর্ঘ্য দানের পূর্ব্বে নানাস্থান ভ্রমণকারী অতিথি মহাশয়ের শুদ্ধি সম্পাদন জন্য গো স্পর্শ প্রয়োজন হইতে পারে। বিবাহ প্রকরণে কন্যাদাতা অর্ঘ্য প্রদানের অনুমতি গ্রহণান্তর দাতা ও গ্রহীতা উভয়ের শুদ্ধি সম্পাদনার্থ এবং আনুসঙ্গিক সর্ব্বদেব গোদেহে বাস করেন সেই গো সন্নিধানে শুভকার্য্য সম্পাদন জন্য অথবা প্রাচীন রীতি মতে গো শুল্কের ব্যবস্থা থাকায় একটী গো শুল্কার্থ আনয়ন প্রয়োজন তাই "ত্রিপ্রাহেতি"। বিশেষ বিবাহ কালে গো আনীত হইলে যে মন্ত্র পাঠ করা হয় তাহা এই :—"মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসুনাং স্বসাদিত্যানাম্ অমৃতস্যনাভিঃ। প্রনুবোচং চিকিতুষে জনায় মা গাম্

অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট। ঋ৮।১০১।১৫ মন্ত্র। ইহা দ্বারা গোস্তুতি করতঃ গ্রহীতা বলেন,—"মম চামুষ্য চ পাপ্মানং হনোমিতি যদি আলভতে" (স্পর্শেতি)। এই মন্ত্রের উপব্যাখ্যানে—"সোম এব ঋত্বিজাং মধুপর্ক মাহুঃ" বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। যজ্ঞাগ্নি সন্নিধানে বিবাহ হয়। সেই যজ্ঞাগ্নির ঋত্বিক বা হোতা অর্থাৎ আহুতি দাতা বর বা অর্ঘ্য গ্রহীতা। সুতরাং তাঁর মধুপর্ক গলকম্বলবন্ত পশু যে গো তদ্দ্বারা করার প্রয়োজন নাই। সোমরসই যথেষ্ট। "গোপীতায়," "বৃষখাদায়" বাক্য হইতে সোম যে গো তাহা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। এইস্থলে ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে এই অর্ঘ্য দানের পূর্ব্বকালে অরিষ্ট নাশন জন্য প্রক্রিয়ার বিধি আছে। সুতরাং পরাশর স্মৃতি বাক্য গৃহ্য সূত্রোক্ত বাক্য গোবধ ব্যবস্থার বিষয় বলে নাই। স্পর্শ দ্বারা শুদ্ধি বিধান মাত্র। কেহ কেহ "এতদ্ যথা রাজ্ঞে বা ব্রাহ্মণায় বা মহোক্ষং মহাজং বা পচেৎ" এই বাক্য দ্বারা বৃষ বা ছাগ বধ করিয়া মাংস পাকের বিধি দেখেন। এই বাক্যের মহোক্ষ বৃষকে লক্ষ্য করে না। ঋ৮।৪৩।১১ "উক্ষান্নায়" শব্দ আছে উহার অর্থ সোমরূপ অন্নযুক্ত। পশ্চাৎ রাজনির্ঘণ্টুতে "ঋষভৌষধী কর্কট শৃঙ্গী" রাজা বা ব্রাহ্মণ আসিলে সোমরস বা পিত্ত দমনার্থ কোন ঔষধির রস জ্বাল দিত যেমন বর্ত্তমানে চা দেয়। তিব্বত ও কাশ্মীরে চা প্রাচীনকাল হইতেই চলে। বর্ত্তমানে পাশ্চাত্যগণ ভারতবর্ষ হইতে চা নিয়া ইহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতান্তর্গত করিয়াছে। অথবা সর্ব্বৌষধী জলে স্নান করান ব্যবস্থা। দেবতার দেব ব্রাহ্মণের ও অষ্টদিকপালের অংশভূত রাজার জন্য বিশেষ স্নান ব্যবস্থা। আর মহাজ শব্দ ছাগকে লক্ষ্য করে না, উত্তম শালী ধানের চাউলের অন্ন। মহাভারত শান্তিপর্ব্বে আছে—"অজৈ র্যজ্ঞেষু যষ্টব্যমিতি বা বৈদিকী শ্রুতিঃ। অজ সংজ্ঞানি বীজানি ছাগং নো হন্তুমর্হথঃ। অর্থ—অজ দ্বারা যজ্ঞ করিবে। এই যে বৈদিক ব্যবস্থা সে অজ ওষধী বীজ যব, ব্রীহি প্রভৃতি, ছাগ বধ নহে।

তথা তন্ত্রে "অজৈর্যষ্টব্যং" তত্র অজাত্রীহয়ঃ। ইতি এখন "অমাংসোঽর্ঘ্যঃ" অর্থাৎ মাংসহীন অর্ঘ্য হয় না বিশেষ যজ্ঞে ও বিবাহে। মাংস কি? স্বতঃই এই প্রশ্ন উঠে। যাস্কের নিরুক্তে ৪।১।২ আছে—"মাংসং মাননং বা মানসং বা মনুঽস্মিন্ সীদতীতি বা" "অর্থ—মনোবাঞ্ছিত ভোজ্য দ্রব্যকে মাংস বলে। তন্ত্র শাস্ত্রে মাংস শব্দার্থ এই—মা রসনা, তৎ সংযমনং অর্থাৎ মৌন ভাবে ইষ্ট চিন্তনই মাংস। যজ্ঞং অধ্বরং। নধ্বরং অধ্বরং। ধ্বরং হিংসা। সুতরাং অধ্বর অহিংসা। যাহা অহিংসাত্মক তাহাই যজ্ঞ। ইতি তৈত্তিরীয়ে। শতপথ ব্রাহ্মণের ৩।২১।১২ মন্ত্রে আছে "সধেন্বৈচানুডুহশ্চ নাশ্নীয়াদ্ধেন্বনডুহৌ বা ইদং সর্ব্বং বিভৃতঃ।" ঋগ্বেদের ৬।২৮।৪ মন্ত্রে ঋষি ভরদ্বাজ প্রার্থনা করিতেছেন—"নতা অর্বাং রেণুককাটো অশ্নুতেন সংস্কৃত ত্রমুপযন্তি তা অভি। উরুগায়ং অভয়ং তস্ততা অনুগাবো মর্ত্তস্য বিচন্তি-যজ্বনঃ॥" ৪। গাবো ভগো গাবো ইন্দ্রোমে অচ্ছান্ গাবঃ সোমস্য প্রথমস্য ভক্ষঃ ইত্যাদি। অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। মাতৃদুগ্ধ পান বড় বেশী হয়ত দুই বৎসর। আর গোদুগ্ধ পান চিরকাল। গোমাতা, বৃষপিতা, তাহার হনন চিন্তা চিত্তে স্থান পায় যার তার কি সংজ্ঞা হইবে? অলমিতি বিস্তরেন। বৈদিকযুগ ব্রাহ্মণযুগ, পৌরাণিক যুগ, বৌদ্ধযুগ, বর্ত্তমান যুগ, সকল যুগেই গো অবধ্য। নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ হিতায় চ জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ। বাক্য স্মরণে গোপালন জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বে গোচারণ মাঠ গ্রামের চতুর্দ্দিকে থাকিত এখন সব চাষ আবাদ হইয়াছে; গোচারণ ভূমি সৃষ্টি করতঃ গোবংশ বৃদ্ধির জন্য পরিচেষ্টা আবশ্যক। গোদুগ্ধাভাবে দেহ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ হইতেছে না, নানা ব্যাধিতে জনগণ জর্জ্জরিত হইতেছে। হস্‌পিটাল্, কুইনাইন্ বিতরণ ত্যাগে গোসেবা তৎপর হও। গো সবল সুস্থ দুগ্ধবতী হইলে নিরাময় দীর্ঘায়ু লাভ অনিবার্য্য। উপনিষদে দেখা যায় সত্যকাম জাবালকে তার গুরু কৃশ দুর্ব্বল ৪০০ গো

দিলেন যে ইহা সহস্র করিয়া আনিলে বিদ্যালাভ ঘটিবে। সত্যকাম সহস্র করিয়া আনিতে দেবগণ তাঁহাকে পথেই বিদ্যাদান করেন। ইতি

৬। বেদান্ত

ঋগ্বেদের যে অংশের আলোচনা করা হইয়াছে তাহা ব্যবহারিক সত্তার বিষয়ে। পরমার্থিক সত্তা বিষয়ে ঋগ্বেদ কি শিক্ষা দেন তাহা না জানিলে বেদকে জানাই হয় না। এবিষয়ে ঋ১।১৬৪।৩৯ মন্ত্র যাহা শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদে ৪।৮ মন্ত্রে রূপে উদ্ধৃত আছে উহা প্রাচীন মহর্ষি দীর্ঘতমা দৃষ্ট; উহাতে আছে ঋক্ যে পরম ব্যোমস্থিত অক্ষর পুরুষের সন্ধান দেয় যাঁহাকে এই সমগ্র বিশ্ব ও দেবগণ আশ্রয় করিয়া থাকেন, যিনি তাঁকে জানেন না ঋক্ মন্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়া তাঁর কি ফল লাভ ঘটিল? তাঁকে যিনি জানেন তিনি তাঁহাতেই লয়প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ করেন। মন্ত্রটী এই—

ঋচো অক্ষরে পরমেব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
যস্তন্ন বেদ কিমৃচা করিষ্যতি যইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে॥

সুতরাং বেদ আপনি আপনার স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান আর সব অজ্ঞান।" এই লক্ষণ অনুসারে ব্যবহারিক সত্তাটা অজ্ঞান মধ্যেই পতিত হয়। বিদ্ জ্ঞানে, বেদ অর্থ জ্ঞান। কোন্ জ্ঞান? তাহা উদ্ধৃত শ্রুতি বাক্য ও মহাপুরুষের বাণী নির্দ্দেশ করিলেও যথেষ্ট হয় না, চিত্ত বুঝ প্রবোধ পায় না। মনে হয় এই যে শাস্ত্রে আছে "জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয় গোচরে" সব প্রাণীরই জ্ঞান আছে তবে তার অর্থ কি? জ্ঞানস্বরূপ পুরুষ সর্ব্ব প্রাণীতে দেহীরূপে বিদ্যমান, তাই সকলেরই জ্ঞান থাকা শাস্ত্র বলিতেছেন, বলিলেও আশ্বস্তচিত্ত হওয়া যায় না। কত প্রাণী তার সংখ্যা করা যায় না প্রত্যেক প্রাণীর জ্ঞান

স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হয়। পিপীলিকা, কীট পতঙ্গাদি হইতে হস্তী উষ্ট্র মনুষ্যাদি ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের বুদ্ধি সমান নয়; জ্ঞানও সমান নয়। আবার এক দেহে বহু ইন্দ্রিয়; প্রতি ইন্দ্রিয় জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জ্ঞান। দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, মনন সবই পরস্পর পৃথক্। ইহা সুবর্ণ, ইহা হীরক, ইহা কয়লা, ইহা বিদ্যুৎ, ইহা তাপ, ইহা কাঁপ (গতি), ইহা চাপ, ইহা প্রকাশ, ইহা আকর্ষণ, ইহা বিকর্ষণ, ইহা সংযোগ, ইহা বিয়োগ, ইহা কাম, ইহা ক্রোধ, ইহা ভয়, ইহা অভয় ইত্যাদি দ্রব্যগুণভেদে বহু প্রকার জ্ঞানের ধারণাই আনয়ন করে। তাহার শেষ আছে এমন মনে হয় না। এত অসংখ্য জ্ঞান ক্ষুদ্র জীবনে অর্জ্জন করা অসম্ভব। আর্য্যগণ বেদ সর্ব্বজ্ঞানের আকর বলিয়া মনে করেন। সৃষ্টি বৈচিত্র্যেই জ্ঞানের বৈচিত্র্য। গাঢ় নিদ্রাতে সৃষ্টি থাকে না। কেন থাকে না? তখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার থাকে না তাই সৃষ্টি থাকে না। যখনই ইন্দ্রিয় ব্যাপার তখনই সৃষ্টি। স্বপ্নকালে অন্য সব ইন্দ্রিয় চক্ষু কর্ণাদির কার্য্য থাকে না তাহারা মনে লয় হয়। মন ইন্দ্রিয়গণের নেতা। সেই মন অন্য সব ইন্দ্রিয়গণের সংস্কার লইয়া স্বপ্নে কত কিছু সৃষ্টি করে। যখন প্রাণে মনেরও লয় হয় তখন স্বপ্ন থাকে না তাহাকেই গাঢ় নিদ্রা বলে।

সুতরাং ইন্দ্রিয় ব্যাপারই সৃষ্টির কারণ, তাই বলে দৃষ্টিতেই সৃষ্টি। ইন্দ্রিয় একাদশ হইলেও জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চক ও মনই সর্ব্ব জ্ঞানের মূল। স্বপ্নে মন এককই সব করে সুতরাং মনই বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন জ্ঞানের কারণ হয়। যখন যে ইন্দ্রিয় সহ মনের সংযোগ থাকে, তখনই সেই ইন্দ্রিয় ব্যাপার চলিয়া থাকে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ দ্বারে মন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ বিষয় পঞ্চক সৃষ্টি করে। শব্দ, স্পর্শাদি বিষয় আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূতের গুণ মাত্র। সুতরাং বস্তুতঃ সৃষ্টি এই পঞ্চভূতাত্মক। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যাহা পরিবর্ত্তনশীল,

বিনাশশীল তাহা জড়। তাহার নিজের কোন সংজ্ঞা নাই; যেমন—দেহ। এই যে মন তাহাও রাগ, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, ক্রোধ মোহাদিবশে সদাই পরিবর্ত্তনশীল এবং গাঢ় নিদ্রা কালে লয় হয় সুতরাং মন ও জড় হইবে। এবং বর্ত্তমান কালে "ক্লোরফরম্" নামক ঔষধ দ্বারা রোগীর সুখ দুঃখ বোধাত্মক মনকে আড়ষ্ট করত সার্জ্জনগণ শরীরের অংশ বিশেষ কর্ত্তন করিলেও মন তাহা জানিতে পারে না। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, ক্লোরোফর্ম্ম নামক জড় পদার্থ মন রূপ জড় পদার্থের উপর ক্রিয়া করতঃ উহাকে বিকৃত করিতে সমর্থ সুতরাং জড় মন কিরূপে সৃষ্টি করে? ঠিক এই প্রশ্ন লইয়াই কেন উপনিষদ—"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ।" জড় পদার্থ আপনি কিছু করিতে পারে না, কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইয়া কাজ করে। যেমন ঘড়িতে কেহ চাবি দিলে চলে নতুবা কল যতই ভাল হউক না কেন চলিবে না। রেলের ইঞ্জিন যতই মজবুত হউক না কেন জল কয়লা বাষ্প যতই উহাতে মজুত থাকুক, বিনা ড্রাইভারের প্রচেষ্টায় উহা গতিহীন, কারণ জড়। ড্রাইভার গতি দিলে সহস্র মণ বোঝাসহ ঘণ্টায় শত মাইল বেগে চলিতে পারে। তবে এই জড় মনের কোন পরিচালয়িতা হইবে। এবম্প্রকার আলোচনায় এই চিন্তাধারা উত্থাপিত করে। সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ জড় ও তাহার কোন পরিচালয়িতা আছেন, সেই পরিচালয়িতা অজড়, তাঁর সংজ্ঞা আছে সুতরাং বহু স্থলে এই দুইটিতে পর্য্যবসিত। জড় জগতের বিশ্লেষণাত্মক যে জ্ঞান তাহা অজ্ঞান, চালয়িতার জ্ঞানই জ্ঞান। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চভূত ও তদুৎপন্ন পদার্থজাত সমস্তই জড়। অতএব পঞ্চভূতও আর পাঁচ রহিল না, এক জড় প্রকৃতিতে লয় হইল।

সুতরাং এক জড় প্রকৃতির বিকারে সৃষ্টি। প্রকৃতি জড় হইলেও চুম্বক-সান্নিধ্যে লৌহবৎ পুরুষ সান্নিধ্যে নানারূপ ক্রীড়াশীলা। এই যে

চালয়িতা তিনিই পুরুষ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়। এই প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকই জ্ঞান। উহাই বেদের বিষয়। সাংখ্যকার কপিলের মতে এই প্রকৃতির প্রথম বিকার বুদ্ধি, দ্বিতীয় বিকার অহঙ্কার, তৃতীয় মন, চতুর্থে পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমে পঞ্চমহাভূত। পঞ্চভূতের নানা প্রকার সংযোগ বিয়োগে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ উৎপাদিত। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ একই Ether বা Protyle হইতে সব জগতের সৃষ্টি কল্পনা করেন। এই Protyle হইতে রসায়ন শাস্ত্রের মৌলিক atom বা রেণুকণার সৃষ্টি। তাঁহারা বলেন যে vortex অর্থাৎ আবর্ত্তনে ঘূর্ণিত protyle হইতে proton ও electron উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে সংস্থান ভেদে বিভিন্ন প্রকার atom হয়। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা। উহার সাম্যাবস্থায় প্রকৃতি অব্যক্তা। যখন উহাতে গতি হয় তখন বৈষম্য উৎপন্ন হইয়া সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি রজ-প্রধান। ঋ ১০।১২৯।৭ মন্ত্রে যে স্বধা ও প্রযতিশব্দ আছে তাহা proton ও electron বলিলে বলা চলে। ঋ ১০।৭২।৬ মন্ত্রে বিশ্বব্যাপী জল (Ether) হইতে দেবগণের নৃত্যে রেণুর উদ্ভব হয়। ৬।১৬।১৩ মন্ত্রে অথর্ব্বা পুষ্কর (Protyle) মন্থনে অগ্নি উৎপাদন করেন। গতি হইতে তাপ উৎপত্তি স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। থর্ব্ব অর্থে গতি, ন থর্ব্ব=অথর্ব্ব পুরুষ সর্ব্বব্যাপী, গতিহীন অচল। উক্ত বিশ্বব্যাপী জলকেই কারণসলিল বলা হয়। উহাতে যিনি ব্যাপকরূপে শয়ান তাঁহাকেই বিষ্ণু বা পুরুষ বলে। সর্ব্ব-দেহের পরিচালয়িতা এক, কি যত দেহ তত দেহী? এ প্রশ্ন স্বতঃই চিত্তে উদয় হয়। এক দেহে যিনি দেহী, তিনিই সেই দেহের শ্রোতা, স্পর্শয়িতা, দ্রষ্টা, রসয়িতা, আঘ্রায়িতা, মন্তা ও বিজ্ঞাতা। কারণ লোকে বলে যে, যে আমি কলিকাতার কথা বাল্যে শ্রবণ করিয়াছিলাম, সেই আমি আজ তাহা দর্শন করতঃ তাহাকে জানিলাম। এখানে একই আমি শ্রোতা, দ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা। ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর বলাবলি করে না। সকলেই

একজনকে বলে সেই দেহী। সুতরাং সকল দেহের দেহীরই শ্রবণ, স্পর্শন, দর্শন, রমণ, আঘ্রাণ, মনন ও বিজ্ঞানের শক্তি আছে, সুতরাং স্বভাব, শক্তি, গতি, মতিতে সকল দেহীর সাদৃশ্য বা একরূপতা আছে। যদি সব দেহে এক দেহী হয়, তবে যখন এক দেহী সুখ বোধ করে তখন সব দেহীরই সুখ হওয়া উচিত। যখন এক দেহী দুঃখী হয়, তখন সব দেহীরই দুঃখী হওয়া উচিত। তাহা হয় না, যখন একজন পড়িয়া গিয়া দুঃখী হয় তখন অন্য জন তাহার অবস্থা দৃষ্টে হাসে কি করিয়া? যেমন একই বাগানের মাটীর রস দ্বারা পুষ্ট নিম তিক্তরসযুক্ত, আম মিষ্ট, তেতুল অম্ল-রসযুক্ত। সব বৃক্ষে রস একই। কিন্তু পার্থক্য যে বীজে বৃক্ষ উৎপন্ন তাহাতে। তদ্বৎ রস স্বরূপ পুরুষ একই, দেহভেদে বিভিন্নতা। বিভিন্নতা দেহের, দেহীর নহে। অথবা যেমন এক গৃহে চারিদিকে নানা প্রকার আয়না টাঙ্গান আছে; কোন্‌টি plane, কোন্‌টা concave, কোনটি convex, কোনটা planoconcave, কোনটা planoconvex, কোনটা concavo convex ইত্যাদি নানাপ্রকারের আয়না, সবই কাচনির্ম্মিত হইলেও আকারগত পার্থক্য আছে। যদি কেহ ঐ গৃহে প্রবেশ করে সকল আয়নায় তার প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু সব প্রতিবিম্ব একরূপ হইবে না, কোনটা লম্বা, কোনটা চেপ্টা, কোনটা মোটা, কোনটা সরু ইত্যাদি নানাপ্রকার ছবি দৃষ্ট হইবে। পুরুষ একজনই, দেহ একই, কিন্তু আয়নার তারতম্যে ছবির তারতম্য দৃষ্ট হয়। মন, বুদ্ধি বৈকারিক তাহাদিগের বিকার লাগিয়াই আছে। সেই বিকারের জন্য হাসি কান্নাদি ক্রিয়াভেদ। এই যে সর্ব্বব্যাপী পুরুষ ইহার অন্য প্রমাণ নাই, বেদই একমাত্র দিগ্‌দর্শনদাতা। পুরুষ অপ্রমেয়। এই যে বেদের অভিব্যক্তি ইহাই বেদান্ত বলিয়া অভি-হিত। বেদ নিত্য সত্য, অপৌরুষেয়, অভ্রান্ত। বেদ যাহা নির্দ্দেশ করেন তদুপরি যুক্তিতর্ক চলে না। মনুষ্য বুদ্ধিপূর্ব্বক যাহা বলে তাহা বদলায়।

যেমন রসায়ন শাস্ত্রের এটামিক থিওরী, নিউটনের থিওরী, নেবুলা থিওরী ইত্যাদি। বেদ কেহ বুদ্ধিপূর্ব্বক লিখে নাই; উহা পুরুষ প্রযত্ন প্রসূত নহে, তাই অপৌরুষেয়। যেমন শ্বাস প্রশ্বাস স্বতঃই চলে, কোন্ প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না, গাঢ় নিদ্রাতে যখন সব ইন্দ্রিয় লয় পায় তখনও চলে। তদ্বৎ জ্ঞান স্বরূপ পুরুষ সর্ব্বঘটে থাকিলেও শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত হন মাত্র। সেই শুদ্ধ চিত্তে প্রতিভাত যে বস্তু তাহা বেদের লক্ষ্য। ইতিহাস, ভূগোল শিক্ষার্থ বেদ নহে—বেদাঙ্গ। যখন বেদ বলিয়াছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ম্", তখন তাহা ধ্রুব সত্য। এই একের যে অভিব্যক্তি তাহাই অদ্বৈত তত্ত্ব। ঋগ্বেদ চাষার গান নহে। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ। তত্তু সমন্বয়াৎ। শাস্ত্র অর্থ—বেদ। সর্ব্ব বেদের সমন্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশে। বর্ত্তমানে কাণ্ট, ফিটজ, স্কোপণহায়ার এ বেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম জ্ঞাত হইয়াই স্ব স্ব মতবাদ প্রচারে পাশ্চাত্য জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। তাঁহাদের মতবাদ বেদের ছায়ামাত্র। যেমন ক্ষেত্র রক্ষার্থ কণ্টক দ্বারা আবৃত করে তদ্বৎ কর্ম্মাবরণে বেদের জ্ঞান সুরক্ষিত। বেদ যজ্ঞাদি কর্ম্মাত্মক। ইহা নূতন কথা নহে; পূর্ব্বমীমাংসাবাদীগণ বহু পূর্ব্বে ইহা বলিয়া রাখিয়াছেন। যাহা লক্ষ্য করতঃ ভগবান্ গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪২।৪৩ শ্লোকে আক্ষেপ করিয়াছেন:—যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃপার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ।৪২। কামাত্মানঃ স্বর্গপরাজন্ম কর্ম্মফল প্রদাম্। ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য গতিং প্রতি ॥৪৩। মানসিকবিকাশের তারতম্যানুসারে মানুষ আপন আপন মত গঠন করিয়া নেয়। যেমন চার্ব্বাক মতবাদী দেহই আত্মা, এতদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই বলে। তাহারও প্রমাণ স্বরূপে আপন বুদ্ধি অনুরূপ বেদবাক্যের উপর নির্ভর করে। তাহারাও বলে আমাদের মতবাদ বেদ দ্বারা সমর্থিত। "আত্মা অন্নরসময়ঃ।" প্রাণাভাবে দেহের বিকৃতভাব লক্ষ্য করিয়া এবং সুষুপ্তিতেও প্রাণন ক্রিয়া দর্শন করতঃ স্থূল দেহাপেক্ষা

প্রাণের মহিমা বুঝিবার শক্তি যিনি পাইয়াছেন তিনি মনে করেন প্রাণই আত্মা। এবং বলেন যে ইহা বেদসম্মত কারণ বেদেই আছে "আত্মা-প্রাণময়ঃ।" যাঁহার বুদ্ধি এতদপেক্ষা তীক্ষ্ণ তিনি বলেন প্রাণটা বায়ুর কার্য্য। মন ছাড়া কোন কার্য্যই হয় না। মন বায়ু হইতেও সূক্ষ্ম এবং এই মনই আত্মা; বেদেও পাই "আত্মা মনোময়ঃ।" যিনি ইহা অপেক্ষা অগ্রসর, তিনি বলেন দেহমন সঙ্কল্প বিকল্প করে, বুদ্ধি তাহার ভাল মন্দ বিচার করিয়া দিলে তদনুসারে মনকার্য্যে নিযুক্ত হয় সুতরাং বুদ্ধির মনের উপর কর্ত্তৃত্ব দেখা যায় অতএব বুদ্ধিই আত্মা; শ্রুতিতেও আছে "আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ"। অপরে বলেন যে সুষুপ্তিতে যখন সব লয় হয় তখন বড় সুখ। পুত্রাভাব, বিত্তাভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব ও অন্নাদির অভাববোধ জন্য যে দুঃখ, কিম্বা শারীরিক মানসিক কোন যন্ত্রনা থাকে না সর্ব্বভাবের অভাব হইয়া একলাটী বেশ আনন্দপায়। কিন্তু কিছুই বলিতে পারে না। এই কিছুই জানিতে না পারাটা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানাবৃত হইয়াই আনন্দ ভোগ করে। এই অজ্ঞান আবরণাত্মক যে আনন্দময় কোষ ইহাকেই আত্মা কল্পনা করে। তীক্ষ্ণধী প্রভাকরাদি এই জন্য অজ্ঞান জ্ঞানাত্মক আত্মা বলিয়াছেন। এইরূপে-জ্ঞান অজ্ঞানের ভেদও অভেদ দৃষ্টে ভেদাভেদ বাদ, দ্বৈতাদ্বৈত বাদ, অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ, বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্ঠাদ্বৈত-বাদ ইত্যাদি "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটীল নানা পথজুষাং" নানামতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁর চিত্তে যতটুকু ধারণা হইয়াছে তিনি তাহাই খাঁটী সত্য বেদবাক্য, অন্য সব অসত্য, অলীক বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। আর যাঁদের শুদ্ধচিত্তে স্বয়ংপ্রভ জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়াছে তাঁহারা শ্রুতির "একমেবাদ্বিতীয়ম্" তত্ত্বের রসাস্বাদে নিরাবিল আনন্দ প্রাপ্তে আপনাকে আনন্দ স্বরূপই জানিয়া থাকেন। বেদে এই অদ্বৈত তত্ত্বধারা নাই ইহাও কোন কোন মতবাদী বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মধ্বাচারী ও অর্ব্বাচীনস্বামী

দয়ানন্দ সৃষ্ট সম্প্রদায় অগ্রগণ্য বলা যায়। বেদ নিত্য সত্য অপৌরুষের হইলেও মন্দবুদ্ধিগণ কল্পে কল্পে তদুৎপত্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ৪।৫।১১ মন্ত্রে আছে "সবা অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিত মেতৎ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সাম বেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ"। নিশ্বাস যেমন স্বতঃই হইয়া থাকে তজ্জন্য কোন পুরুষ প্রযত্নের অপেক্ষা করে না, তেমনি বেদোৎপত্তি জানিবে। ধ্যান, তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধ সর্ব্বগতচক্ষু ঋষিগণ দিব্যদৃষ্টিতে দর্শন করতঃ যে মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহাই বেদ। ঋষিগণ সাধারণ মনুষ্য নহেন। ঋ ১০।১৩০।৫ ও ১০।১৫০।৪ মন্ত্রে মনুষ্য ও ঋষি শব্দে প্রয়োগ ও ১০।৮১।১জগৎ পিতাকে ১০।২৬।৫ পুষাকে ও ৯।৯৬।১৮ সোমকে ঋষি বলা হইয়াছে। ১০।৬২।৪ মন্ত্রে ঋষিগণ দেবপুত্র বলা হইয়াছে। এই সকল হইতে ঋষি কে এবং কেন তাহা জানা যায়। শাস্ত্রে দেবঋণ ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ থাকা দৃষ্ট হয় এবং পঞ্চমহাযজ্ঞে দেবযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ, পিতৃ তর্পণ, ঋষি তর্পণ ও দেবতর্পণ হইতেও বুঝা যায়। অনেকে বেদে দুইটী বিভাগ দেখেন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অথবা কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। অনেক সংহিতা প্রাচীন ও ব্রাহ্মণ নবীন বলিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ অংশ তজ্জন্য সেরূপ প্রামাণ্য নহে, যেমন সংহিতা অংশ। বেদ বেদ, উহাতে বিভেদ দৃষ্টি দ্রষ্টার রজোগুণাধিক্যের সূচনা করে মাত্র। কেহ কেহ বলেন ব্রাহ্মণাংশ ও তদন্তর্গত আরণ্যক পশ্চাৎভাবী। বেদে সংসার ত্যাগে উপাসনা নাই। বেদ পুরুষকেই জীবনের লক্ষ্য করতঃ যে বনে বাস তাহা সংহিতাংশে নাই। ঋষিগণ সকলেই গৃহী ছিলেন ইত্যাদি। মুণ্ডক-উপনিষদে যে আছে "তপঃশ্রদ্ধে যেহি উপবসন্ত্যরণ্যে শান্তাবিদ্বাংসো ভৈক্ষ-চর্য্যাং চরন্তঃ" তাহারই প্রতিরূপ বাক্য ঋগ্বেদে ১।৫৫।৪ মন্ত্রে "সইদ্বনে নমস্যুভির্বচস্যতে"। অর্থ—ঋষিগণ বনে থাকিয়া ঈশ্বর প্রণিধান করেন। ৮।৬।১৮ মন্ত্রে "যতয়" অর্থ যতিগণ। ৯।১১৩।২ মন্ত্রে দিশাংপত অর্থ

দিশি-দিশি দেশে দেশে ভ্রমণশীল পরিব্রাজক বা সন্ন্যাসী অতিথি। ৮।২৪।২৬ মন্ত্রে "সন্ন্যসে" পদ আছে। ১০।১১৭ সূক্ত ভিক্ষু দৃষ্ঠ। যদি ভিক্ষুক না থাকিত তবে ভিক্ষু দৃষ্ট হয় কি? বিশেষ অতিথি ভোজন না পাইয়া ফিরিয়া গেলে তাহা মহাদোষের কারণ এবং তজ্জন্যই নৃযজ্ঞ, অতিথি পূজন পঞ্চ মহাযজ্ঞের অন্যতম। সর্ব্বত্রাভ্যাগতো গুরু। অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতি নিবর্ত্ততে। স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি। ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়া যেমন গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন "ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ"। যে অতিথি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রাণীর জন্য অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ না করিয়া কেবল স্বদেহ পিণ্ডের জন্য অন্নপাক করে সে পাপী পাপই ভোজন করে। তদ্রূপ এই ভিক্ষু সূক্তে আছে "নার্যমাণং পুষ্যতিনো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাদী"। ঋ ৪।২৭।১ মন্ত্রে মহর্ষি বামদেব যে বলিয়াছেন শত লৌহ প্রাচীর বেষ্টিত সংসাররূপ কারা গর্ভ হইতে শ্যেন বেগে বহিরাগমন করিয়াছি। তাহা সন্ন্যাসকেই লক্ষ্য করে। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রবজ্যা করিয়া ছিলেন, তিনি শুক্ল যজুর্ব্বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। ঋগ্বেদ সংহিতা যতই কর্ম্মপর হউক না কেন তাহা বেদ সুতরাং তাহাতে জ্ঞানস্বরূপ পুরুষের তত্ত্ব না থাকিয়া পারে না—তাহার কিঞ্চিৎ আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ঋ ১।২২।২০

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদংসদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥

অর্থ—সুরীগণ (যতিগণ) বিশ্বব্যাপক পরমাত্মা বিষ্ণুর সেই পরমপদ সদাই দর্শন করেন, যেমন নেত্র উন্মীলন করিলেই দিব্ দর্শন ঘটে তদ্বৎ। বিশ ধাতু প্রবেশনাৎ গ্রহণে যিনি সর্ব্বত্র অনুপ্রবিষ্ট আছেন ওতপ্রোতভাবে তাঁহাকেই বিষ্ণু বলে। অথবা বিব্যাপ্নোতিবিশ্বং অর্থাৎ যিনি বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন তাঁকেই বিষ্ণু বলে। পদ শব্দ চরণ নয় রাজপদ, মন্ত্রীপদ এমনি

প্রকাশক। এই মন্ত্র দ্বারা বর্ত্তমান কালেও ব্রাহ্মণাদি আচমন করিয়া পশ্চাৎ পূজাদির কার্য্য করেন। শূদ্রাদি বিষ্ণু বিষ্ণু বলিয়াই পবিত্রতা লাভ করে। আঙ্গিরস কাণ্বশাখীয় মেধাতিথি ইহার দ্রষ্টা। এই মন্ত্রের প্রথমাংশ কঠ উপনিষদে তৃতীয় বল্লীর ৯ম মন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে।

ঋ ১।৫০।১০ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতি পশ্যন্ত উত্তরং

দেবং দেবত্রা সূর্য্য মগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥

অর্থ—অজ্ঞানতমের পরবর্ত্তী বা অজ্ঞানান্ধকারের অপনেতা উত্তর (উৎ-কৃষ্টতর) যে জ্যোতি দর্শন করতঃ আমরা ধন্য হইয়াছি তাহা এবং সেই স্বকীয় হৃদয়স্থিত যে জ্যোতি একই জ্যোতি। ঈশউপনিষদের "যোঽসা-বসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি" বাক্য একই ভাবের ব্যঞ্জক। এই জ্যোতির্ম্ময় দেবগণেরও দেবতা। দেব অর্থ প্রকাশ সম্পন্ন। রস, রশ্মী ও প্রাণসমূহের প্রেরক এই জন্য সূর্য্য পদবাচ্য। সেই উত্তমজ্যোতি প্রাপ্ত হইয়াছে। কি সৌভাগ্য? সূর্য্যই আত্মা। এই মন্ত্রছান্দোগ্যউপনিষদে ৩।১৭।৮ উদ্ধৃত দেখা যায়। কাণ্ব প্রকণ্ব ঋষি। নিত্য সন্ধ্যার সূর্য্য উপস্থান মন্ত্র।

ঋ ১।৮৯।১০

অদিতি দ্যৌঁরদিতি রন্তরিক্ষ মদিতির্মাতা স পিতা স পুত্রঃ।

বিশ্বেদেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা অদিতি র্জাতমদিতি র্জনিত্বম্ ॥

অর্থ—অখণ্ড পরমাত্মাই দ্যৌ, অন্তরিক্ষ, তিনিই পিতা, মাতা, পুত্র বিশ্বেদেবগণ দেব, যক্ষ, রক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও নর এই পঞ্চজন ও তিনিই। অদিতিই উৎপাদিত পদার্থজাত এবং অদিতিই সর্ব্ব কারণের কারণ। গোতম রাহুগণ ঋষি।

ঋ ১।৯১।৬—৮

মধু বাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। ৬।

মধুনক্ত মুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।
মধুদ্যৌ রস্তনঃ পিতা। ৭।
মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমাঁ অস্ত সূর্য্যঃ।
মাধ্বীর্গাবো ভবন্তনঃ॥ ৮।

অর্থ—বায়ু মধু (ব্রহ্ম) কেই বহন করে। সিন্ধু (নদী) গণ মধুই ক্ষরণ করে। অর্ণ (সমুদ্র) মধু (ব্রহ্ম) স্বরূপ হউন (কং ব্রহ্ম)। ওষধী ব্রহ্ম বা মধু। নক্ত (রাত্রি) মধু উষাগণ ও মধু। পৃথিবী ও রজ (অন্তরিক্ষ) মধুযুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মই। দ্যৌ (স্বর্গ) মধু আমাদের পিতা সেই মধু ব্রহ্মই। বনস্পতি ও মধুমান্ হউন যেন তাহাতেও ব্রহ্ম ভাবই জাগে। সূর্য্যও মধুমান্ হউন। ব্রহ্ম স্বরূপই যেন প্রতিভাত হউন। গোসকলও মধুই হউক্। অর্থাৎ সর্ব্বত্রই যেন আমরা সেই মধু বা রসস্বরূপ পুরুষকে অনুভব করি। রসোবৈসঃ। যেন আমাদের চিত্তে স্ফূরে। যাঁহা যাঁহা দৃষ্টি পড়ে। তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণস্ফূরে। অর্থাৎ সর্ব্বং খলু ইদং ব্রহ্ম চিন্তাকর। দ্রষ্টা গোতম ঋষি।

ঋ ১।১১৫।১

চিত্রন্দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুনস্যাগ্নেঃ।
আপ্রাদ্যাবা পৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

অর্থ—বিচিত্র কিরণজাল বিস্তৃত করিয়া, মিত্র, বরুণ ও অগ্নিরূপ লোচনত্রয় বিস্ফারিত করতঃ দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ লোকসকল স্বতেজে উদ্ভাসক স্থাবর জঙ্গমাত্মক প্রাণীজাতের যিনি আত্মভূত তিনি স্বজ্যোতি স্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। আঙ্গিরস কুৎস ঋষি। নিত্যপাঠ্য সূর্য্যোপস্থান মন্ত্র। ঋ ১।১৬৪ সূক্ত ব্যাপক হইবে এজন্য পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

ঋ ২।১।১-১১ মন্ত্র

এই মন্ত্র সকল দ্বারা সর্ব্বং খলু ইদং জগৎ অগ্নিরই বিকাশ বলা হইয়াছে

এবং তাঁতে লিঙ্গ ভেদ নাই তাহাও জ্ঞাপিত হইয়াছে।—একাদশ মন্ত্রটী হইতে এই সব কতক পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, এই জন্য উদ্ধৃত হইল :—

ত্বমগ্নে অদিতি র্দেব দাশুষে ত্বং হোত্রা ভারতী বর্দ্ধয়ে গিরা।

ত্বমিড়া শত হিমাসি দক্ষসে ত্বং বৃত্রহা বসুপতে সরস্বতী।১১

ইহার দ্রষ্টা আঙ্গিরস শৌনহোত্র, যিনি পশ্চাৎ ভার্গব গৃৎসমদ শৌনক হইয়াছিলেন।

ঋ ২।২৬।৩

দেবানাংযঃ পিতরমাবিবাসতি শ্রদ্ধামনা হবিষাব্রহ্মণস্পতিম্॥

অর্থ—যিনি দেবগণের পিতা ব্রহ্মণস্পতিকে শ্রদ্ধামনা হবি দ্বারা পরিচর্য্যা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মেই মন লগ্ন করিয়া দেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম জগৎকারণ এইটী পারিস্ফুট। গৃৎসমদ ঋষি।

ঋ ৩।৫৫।১১

মহদ্দেবানমসুরত্বমেকং। মহৎ দেবগণের অসুরত্ব একই।

অর্থ।—যেমন গতি, তাপ ও প্রকাশ (আলো) পৃথক্ হইলেও বিজলী একই, তদ্রূপ দেবগণ পৃথক্ হইলেও অসু বা প্রাণ অর্থাৎ মূলকারণ একই। হিরণ্য গর্ভই মুখ্য প্রাণ। মহর্ষি বিশ্বামিত্র দৃষ্ট।

ঋ ৩।৬২।১০

পরমপবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র মহর্ষি বিশ্বামিত্র দৃষ্ট—

অর্থ—সেই দেব সবিতার জগৎ প্রসবিতার সম্ভবানীয় ভর্গচিন্তন করি। তিনি আমাদের বুদ্ধি তন্মুখী করুন। সেই পরামাত্মা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃভর্গ।

ঋ ৪।২৬।১

অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং ইত্যাদি

ইহা মহর্ষি বামদেব দৃষ্ট।—মহর্ষি সর্ব্বভূতে আত্মদর্শনওআত্মাতে সর্ব্বভূত

দর্শনে কৃতকৃত্য হইয়া অহং ব্রহ্মাস্মি ইহাই প্রকাশ জন্য এই মন্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বৃ-আ উপ ১।৪।১০ উদ্ধৃত।

ঋ ৪।৪০।৫

হংসশুচিষদ্ বসুরন্তরিক্ষসদ্ হোতাবেদিষদ্ অতিথি র্দুরোণসৎ।

নৃষদ্‌বরসদৃতসদ্ ব্যোমসদব্জাগোজাঋতজাঅদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥

এইমন্ত্র কঠ উপনিষদে ২।৫।২ উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাকে হংসবতী মন্ত্র বলে।

অর্থ।—তিনি হংস. দীপ্তিমৎদ্যুলোকে গমনশীল সূর্য্য, সর্ব্বহৃদয়ে গমনশীল জ্ঞানসূর্য্য তাই সোহহংহংসঃ অজপামন্ত্র। অন্তরীক্ষবাসী বসুও তিনিই। যজ্ঞবেদিতে অগ্নিরূপে তিনিই হোতা। কলসস্থিত সোম দেবতাও তিনিই। অতিথি যেমন আসে যায় সোমও আসেন যান, থাকেন না। নরও তিনি। বরত্ব বা শ্রেষ্ঠত্বও তাঁরই। অথবা বর যেমন আশ্রয় স্থল তদ্বৎ তিনিই সর্ব্বাশ্রয়। তিনিই ঋত বা সত্য স্বরূপ। ব্যোম স্বরূপেও তিনিই বিরাজ মান (যংব্রহ্ম)। জলেও তিনি জাত হন মৎস্য কূর্ম্মাদি ও রত্ন স্বরূপে। গোজাত দুগ্ধ ঘৃতাদিও তিনি (ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মাহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং)। অথবা পৃথিবীজাত ঔষধি বৃক্ষাদিও তিনি। ঋতজা যজ্ঞজাত কর্ম্মফলও তিনিই। অথবা ঋতজ (স্তোত্র ৩।৭।৮) মন্ত্রজ যে বীর্য্য যদ্দ্বারা দেবগণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন (১।৩১।১৮) তাহাও তিনিই। তিনিই বৃহৎ ঋত বা সত্য। অথবা সৃষ্টিরূপ যে যজ্ঞ তাহাও তিনি। যজ্ঞে ন যজ্ঞ মযজন্ত দেবাঃ। ১।১৬৪।৫০ মহর্ষি বামদেব দৃষ্ট। ইহা সূর্য্যার্ঘ্য মন্ত্র।

ঋ ৪।৪২।২ আত্মাই এই সূক্তের দেবতা। রাজা ত্রস দস্যু দ্রষ্টা। ইনিও মহর্ষি বাম দেবের ন্যায় আমিই ইন্দ্র আমিই বরুণ ইত্যাদি বাক্যে আত্মৈকতা খ্যাপন করিয়াছেন। "অহংরাজাবরুনো" ইত্যাদি।

ঋ ৬।৯।১-৫

অহশ্চকৃষ্ণমহরর্জ্জুনং চ বিবর্ত্তেতে রজসী বেদ্যাভিঃ।
বৈশ্বানরো জায়মানোনোরাজাবাতি রজ্জ্যোতিষাগ্নিস্তমাংসি ॥১
নাহং তন্তুংনবিজানামি ওতুংন যংবয়ন্তি সমরেঽতমানাঃ।
কস্যস্বিংপুত্র ইহ বক্ত্বানি পরো বদাত্যবরেন পিত্রা ॥ ২
সইত্তন্তুং সবিজানাত্যোতুং সবক্তান্যৃতুথাবদাতি।
যঈংচিকেতদমৃতস্য গোপা অবশ্চরন্ পরো অন্যেন পশ্যন্ ॥৩
অয়ংহোতা প্রথমঃ পশ্যতে মমিদং জ্যোতির মৃতংমর্ত্ত্যেষু।
অয়ংসজজ্ঞে ধ্রুবআনিষত্তোঽমর্ত্ত্যস্তন্বা বর্দ্ধমানঃ ॥৪
ধ্রুবংজ্যোতির্নিহিতং দৃশয়ে কংমনো জাবিষ্ঠং পতয়ৎস্বন্তঃ।
বিশ্বেদেবাঃ সমনসঃ সকেতাএকং ক্রতুমভিবি যন্তি সাধু ॥৫

অর্থ—কৃষ্ণ ও শুক্ল অহদ্বয় সুজ্ঞাত পথে রজদ্বয়ে বিবর্ত্তন করে। ইহা গীতার ৮।২৬ শ্লোকে অনুদিত—শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতেজগতঃ শাশ্বতেমতে। ব্রহ্মার রাত্রিতে প্রলয় ও দিবসে সৃষ্টিরূপ ব্রহ্মচক্র সুনিয়ন্ত্রিত স্বভাবে ভ্রমণ করিতেছে। বিরাট বৈশ্বানর উৎপন্ন হইলে দ্যাবা পৃথিবী ইন্দ্রিয়াধিগম্য হয়। আমাদের রঞ্জনকারী অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ অগ্নি, তমঃ ও তৎকার্য্য সকল, জ্ঞান জ্যোতির বিকাশ দ্বারা বিনষ্ট করেন। ১।

আমি সৃষ্টির সূক্ষ্ম তন্মাত্রাদি রূপতন্তুর ও অহঙ্কারাত্মকওতুবিষয়ে অজ্ঞ অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতি জন্য সৃষ্টি প্রণালী জ্ঞাত নহি। ইহাদের সংযোজনে যাহা সংঘটিত হয় সেই দৃশ্য প্রপঞ্চের স্বরূপ কি তাহা ও জানি না। অর্থাৎ ইহা নির্ব্বাচনের যোগ্য নহে। এইরূপ অনির্ব্বচনীয় বিধায় সৎ কি অসৎ তাহা বলা চলে না। সৃষ্টের পরে যে জাত সে পিতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে কিরূপে পুত্রকে বলিতে পারে? অর্থাৎ আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ অর্থাৎ শাস্ত্র ও গুরু গম্য। ২।

সেই পরমাত্মাই এই তত্ত্ব ও ওতুর বিষয় জানেন। যেমন ঋতু পর্য্যায় ক্রমে ঘটে, তদ্বৎ সাধন ক্রমে চিত্তশুদ্ধি হইলে গুরু বেদান্ত বাক্যের মননে স্বয়ংপ্রভ জ্ঞান প্রকটিত হয়; বিশ্বানর পরমাত্মা অমৃত দ্বারা রক্ষিত। অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মশীল। তিনি জীবরূপে সংসারে বিচরণ করতঃ আচার্য্যরূপে বক্তা বা উপদেষ্টা এবং শিষ্যরূপে শ্রবন মনও নিদিধ্যাসন রূপ সাধন কর্ত্তা হইয়া দর্শন করেন নিজ স্বরূপ।৩।

জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিই প্রথমহোতা। অর্থাৎ সৃষ্টি যজ্ঞের হোতা। তুমিই সেই হোতা মরণ ধর্ম্মশীল দেহে অমরণধর্ম্মী জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাকে দর্শন কর। ধ্রুব (নিশ্চল) সর্ব্বব্যাপী মরণ রহিত হইয়াও দেহসম্পর্কে উৎপত্তি বৃদ্ধিক্ষয়াদি প্রাপ্তবান বলিয়া প্রতীয়মান হন।৪। জীবব্রহ্মের একতা দেখাইলেন।

মন হইতে দ্রুতগমনশীল। অর্থাৎ মন যাহার অনুসরণ করিয়া উঠিতে সমর্থ হয় না। ঈশউপনিষদোক্ত মনসো জবীয়ো। মন যতই অগ্রসর হয় ইনি ততই সদা অগ্রবর্ত্তী থাকেন। দ্রষ্টা স্বরূপ নিশ্চল জ্যোতি গমনশীল অর্থাৎ বিনাশশীল প্রাণীহৃদয়ে নিহিত থাকিয়া ইন্দ্রিয় ও মনসহ সতেজস্ক এক অদ্বিতীয় সৃষ্টি কর্ত্তাকে লক্ষ্য করতঃ তাঁহাতে সম্যক গমনশীল রূপে লক্ষিত হন। মহর্ষি ভরদ্বাজ ঋষি।

ঋ ৬।৪৭।১৮

রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।

ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্যহরয়ঃ শতাদশ।

অর্থ—সমস্তরূপের প্রতিনিধিভূত এই ইন্দ্র বিবিধ দেহে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন। এবং সেই সেই রূপ পরিগ্রহ করিয়া তিনি পৃথক্‌ পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হন। তিনি মায়া দ্বারা বিবিধরূপ ধারণ করিয়া বিবিধ যজমানের নিকট উপস্থিত হন। ইনি সহস্র ইন্দ্রিয় বৃত্তিদ্বারা সহস্র বিষয় গ্রহণ করেন

ঋ ৩।৩৭।৯। ইন্দ্রিয়াণি শতক্রতো যা তেজনেষু পঞ্চসু অর্থ দেব যক্ষ গন্ধর্ব্ব নরাদি পঞ্চজনের যে ইন্দ্রিয় তাহা ইন্দ্রের ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় আত্মা। সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং। সর্ব্বতঃশ্রুতমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি। তদেবাগ্নিস্তদাদিত্য স্তদ্বায়ুস্তদুচন্দ্রমাঃ। তদেবশুক্রং তদব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতিঃ। ইতি শ্বেতাশ্বতর; একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপোবভূব, একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপোবহিশ্চ। ইতি কঠ। ঋগ্বেদের এই মন্ত্রটী বৃহদারণ্যকের ২।৫ মধুবিদ্যা নামক ব্রাহ্মণের শেষভাগে দৃষ্ট হয়। ইহা ঋষি গর্গ্য দৃষ্ট।

ঋ ৭।৫৯।১২

ত্র্যম্বকংযজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

অর্থ—অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য অধিষ্ঠিত (ভূ ভূর্বস্বঃ) লোকত্রয়ের যিনি অম্বক (পিতা), সুগন্ধিবৎসূক্ষ্মও দিগন্তপ্রসারী, পুরুষোত্তম, যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন রক্ষণ দ্বারা বৃদ্ধিকারক অথবা জগৎ বীজরূপে বহু বর্দ্ধনশক্তিমৎ সেই পরম পুরুষের যজন করি। ধ্যান করি। ঋ ১।১৮।৭ "সধীনাংযোগমিম্বতি"। অর্থ জ্ঞানীগণের যজ্ঞ মানসিক বৃত্তিব্যাপক। হে গ্রসিষ্ণু (মৃত্যু) বৃহৎ কর্কটী ফল পাকিলে যেমন বৃন্তচ্যুত হয় তেমনি কর্ম্মবিপাকে সংসারবৃক্ষ হইতে চ্যুত হইয়া বন্ধনমুক্ত হই, অমৃত হইতে নহে। অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করি। এই মন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠ দৃষ্ট।

ঋ ৮।৬ ৩০

আদিৎপ্রত্নস্য রেতসো জ্যোতিষ্পশ্যন্তিবাসরম্ পরো যদি ধ্যতেদিবা।

অর্থ—শুদ্ধচিত্ত নিবৃত্ত চক্ষু (রুদ্ধ ইন্দ্রিয় দ্বার) ব্রহ্মবিদ্‌গণ সেই পুরাতন

জগতের বীজ-ভূত সৎবস্তুর জ্যোতিকে দ্যুলোকে সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ গ্রহ-নক্ষত্রাদি রূপে প্রদীপ্ত দেখা যায় তিনি তাহা হইতে পরে। গীতাব জ্যোতিষাং জ্যোতি স্তমসঃপর মুচ্যতে। ঋষি বৎস কাণ্ব।

ঋ ৮।৫৮।২

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ একঃ সূর্য্যোবিশ্বমনু প্রভূতঃ।

একৈবোষঃ সর্ব্বমিদং বিভাত্যেকং বা ইদং বিবভূব সর্ব্বম্॥

অর্থ—এক অগ্নি বহু প্রকারে সমীদ্ধ, একই সূর্য্য বিশ্ব উদ্ভাসিত করেন, একই ঊষা তম বিনাশ কারিণী; তিনি একাই এই সব হইয়াছেন। ঋষি মেধা কাণ্ব।

ঋ ১০।৮১।১-৪ মন্ত্র

যইমা বিশ্বাভুবনানি জুহ্বদৃষির্হোতা ন্যসীদৎ পিতানঃ।

স আশিষাদ্রবিণ মিচ্ছমানঃ প্রথমচ্ছদবরা আবিবেশ॥

অর্থ—যে পুরুষ এই বিশ্বভুবন প্রলয়কালে আপনাতে আহুতি দেন, তিনি ঋষি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা, সর্ব্বজ্ঞ, হোতা (আপনাতে আপনি আহুতি দেন যেমন ভোক্তা জঠরাগ্নিতে আহুতি দেয়) অর্থাৎ গ্রাস বা সংহার কর্ত্তা। এমন যে পিতা তিনিই পুনঃ স্রষ্টা। কারণ প্রলয়ে সংহর্ত্তা ব্যতীত অন্য কিছু থাকে না। যাহা থাকে তাহা হইতেই সৃষ্ট, একোহি-রুদ্রোন দ্বিতীয়ায় তস্থূর্য্যমান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ॥ ইতি শ্বেতাশ্বতর। (মহা প্রলয়ে স্বগত স্বজাতীয় বিজাতীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায় যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছিলেন) সিসৃক্ষাত্মক আশিষা দ্বারা "বহু হইব" এই যে দ্রবিন (ধন) তাহা কামনা করতঃ স্ব স্ব রূপ মায়া আবরণে আবৃত্ত করতঃ অবর সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনু প্রবেশ করেন। যেমন বলরাম ভদ্র পুরুষ সুভদ্রায় ছায়াবৃত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা জগন্নাথ হইয়াছেন।

ঋ১০।৮১।২

কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠান মারম্ভনং কতমৎস্বিৎকথাসীৎ।

যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা বিদ্যামৌর্নোন্ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥ ২

অর্থ—সৃষ্টিকালে তাঁর অধিষ্ঠান (আশ্রয়স্থল) কি ছিল? অর্থাৎ ছিলনা; সেই সর্ব্বাশ্রয়ের কোন আশ্রয় নাই, তিনি আপনাতেই আপনি আছেন। সৃষ্টির আরম্ভক উপাদানাদি কি ছিল? অর্থাৎ ছিলনা। যেমন কুমার মৃত্তিকা,দণ্ড, চক্রাদি সংগ্রহ করিয়া ঘট শরাবাদি নির্ম্মাণ করে তেমনি তিনি কিছু সংগ্রহ করতঃ সৃষ্টি আরম্ভন করেন কি? না তবে কি করিয়া হইল? যেমন মাকড়সা নিজদেহ হইতে উপাদান দিয়া সূত্র তৈয়ার করিয়া তদ্দ্বারা জাল নির্ম্মাণে বাস করে তদ্বৎ স্বয়ংই উপাদান কারণও হইয়াছিলন। সাংখ্যকার সৃষ্টির উপাদান স্বরূপে প্রকৃতিকে রাখিয়াছেন, ন্যায়কার পরমাণুকে রাখিয়াছেন, শ্রুতি তাহা গ্রহণ করেন নাই; বিশ্বকর্ম্মা যাহা হইতে দ্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন তাহা কি? অর্থাৎ যদি নিজ দেহ বিকৃত করতঃ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে সত্তের নিত্য একরূপতা ও অখণ্ডত্বের ব্যাঘাত হয়। যাহা বিকারশীল তাহা বিনাশশীল। তাঁহার দেহ বিকৃত করতঃ সৃষ্টি ঘটিলে তিনিও বিনাশশীল হইয়া পড়েন। যদি প্রকৃতি বা পরমাণু সাহায্যে সৃষ্টি করেন তবে অদ্বৈততত্ত্বের হানি ঘটে। তবে পারিশেষ্যাৎ সৃষ্টি মায়িক। ইন্দ্রজালিকের খেলার ন্যায় অলীক ইহাই বলিতে হইবে। সেই বিশ্বচক্ষু স্বমহিমায় বিরাজিত ছিলেন কি? অর্থাৎ তাঁর মহিমার কোন হানি হয় নাই। বিকার হইলেই মহিমার হানি। "একোহিরুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়তস্থু" ইহাই তাঁর মহিমা। গীতাতে ও ভগবান্ বলিয়াছেন—নচমৎস্থানি ভূতানি পশ্যমে যোগমৈশ্বরম্। ভূতভৃন্নচ ভূতস্থো মমাত্মাভূতভাবনঃ॥ ৯।৫

ঋ ১০।৮১।৩

বিশ্বতশ্চক্ষু রুত বিশ্বতোমুখো বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।

সংবাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ র্দ্যাবাভূমীজনয়ন্দেব একঃ॥ ৩

অর্থ—সেই দেব এক, দ্বিতীয় রহিত, একরস (ভেদরহিত), তাঁর চক্ষু সর্ব্বত্র—সর্ব্বত্রই তাঁর মুখ, সর্ব্বত্রই তাঁর বাহু, সর্ব্বত্রই তাঁর উরু, সর্ব্বত্রই তাঁর পদ। তিনি বাহুদ্বারা পক্ষ বা গমনশীল পদ দ্বারা সম্যক কর্ম্ম করেন; দ্যাবা-পৃথিবী উৎপাদন করেন।

১০।৮১।৪

কিস্বিদ্বনং কউস বৃক্ষ আস যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।

মনীষিনো মনসা পৃচ্ছতেদুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ভুবনানিধারয়ন্॥ ৪

অর্থ—কোন্ বনের কোন বৃক্ষ সেই যাহা কাটিয়া জুড়িয়া তিনি দ্যাবা-পৃথিবী সৃষ্টি করেন? হে বিদ্বান্‌গণ, আপনারা একবার নিজমনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করেন? অর্থাৎ ব্রহ্মই বন, ব্রহ্মই বৃক্ষ, ব্রহ্মই অধিষ্ঠান যাহা হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। তদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই বা ছিল না।

ঋ ১০।৮২।৫

এই সূক্তে সেই একই দেবাসুর প্রভৃতি সব এবং তদতিক্রমেও তিনিই "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" সমস্তই তাঁহাতে নিহিত;—এইটী বলা হইয়াছে। লোকে অজ্ঞানাবৃত হইয়া বহুত্বের কল্পনা করে। বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন ঋষি।

ঋ ১০।৯০।১-৫

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

সভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।

পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চভাব্যম্।

উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২

এতাবানস্য মহিমাতোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ।৩
ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ ।
ততোবিষ্বঙ্ব্যাক্রামৎ সাশনানশনে অভি ।৪
তস্মাদ্বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ ।
সজাতো অত্যরিচ্যতত পশ্চাদ্ ভূমি মথোপুরঃ ॥

অর্থ—সেই পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি এই পৃথিবীসহ বিশ্বভুবন পরিব্যাপ্ত। দশ অঙ্গুলি যে দশদিক্ নির্দ্দেশ করে তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া স্থিত। অর্থাৎ তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব দেহে স্থিত ।১।

সেই পুরুষ (যাঁহা দ্বারা সব পূর্ণ, তিনিই পুরুষ) এই সব যা' কিছু বর্ত্তমান আছে বা ছিল বা হইবে (অর্থাৎ ত্রিকালাতীত) তিনিই সব কিছু। তিনি অমর দেবগণেরও নিয়ন্তা। অন্ন (মায়া)কে বশীকৃত্য জগৎ রূপে ব্যক্ত হন; অথবা যজ্ঞীয় অন্ন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত অমর দেব-গণের তিনি নিয়ন্তা ।২।

তাঁহার এতাদৃশ মহিমা। তিনি ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। অর্থাৎ তাঁর মহিমা অবাচ্য; তাঁর পাদমাত্রে এই বিশ্বভুবন ও তৎস্থিত জীবাদি তাঁর ত্রিপাদ অমৃতস্বরূপ দিব্লোকে স্থিত। অর্থাৎ তাহা চর্ম্মচক্ষে দেখা যায় না ।৩।

তাঁকে সেই ত্রিপাদ মায়া স্পর্শ করিতে পারে না, তিনি তৎ বহির্ভূত ঊর্দ্ধে স্থিত। মায়া শবলিত একপাদ, ইহাঁরই ইহলোকে পুনঃ পুনঃ গতাগতি হয়। সেই একপাদেই (মায়াপাদ) দেব, নর, তির্য্যকাদি বিবিধ রূপে ব্যাপ্ত হন। অন্নপানাদি ভোগযুক্ত জীব ও তৎরহিত জড় রূপে তিনিই সর্ব্বত্র স্থিত ।৪। সর্ব্বংখলু ইদং ব্রহ্ম।

যিনি সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরে হিরণ্যগর্ভরূপে স্থিত হন, তিনিই সমষ্টি স্থূল শরীরে বিরাটরূপে প্রকট হন। তাঁহা হইতে পরিচ্ছিন্নরূপে (লৌকিক দৃষ্টিতে) তদতিরিক্ত ব্যষ্টি রূপ জীবাবস্থা। ভূমি সৃষ্টির পশ্চাৎ জীবদেহ উৎপন্ন হইয়াছে। সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ তিনি সর্ব্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ নানা ব্যক্তরূপে প্রকট হন।৫। (অর্থাৎ শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত পরমাত্মা মায়া সংযোগে ঈশ্বর হন। সূক্ষ্ম সৃষ্টিতে হিরণ্যগর্ভ ও দৃশ্য প্রপঞ্চে বিরাট নামে অভিহিত হন। এই অবস্থা চতুষ্টয় বর্ণিত হইয়াছে। অবিদ্যা উপাধি বশে জীব)।

ঋ ১০।১২৫ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি ইত্যাদি ৮টি মন্ত্র। ইহাতে বাগাম্ভৃণী প্রতিদেহে অহং অভিধেয় যিনি, সেই আত্মা সর্ব্বভূতাত্মা, ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন।

ঋ ১০।১২৯।১-৭

নাসদাসীন্নোসদাসীত্তদানীং। নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরোযৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য শর্ম্মন্। অম্ভঃকিমাসীদ্ গহনং গম্ভীরম্॥১।
ন মৃত্যু রাসীদমৃতং ন তর্হি। ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং। তামদ্ধান্যন্নপরঃ কিঞ্চনাস॥২।
তম আসীত্তমসা গূঢ়মগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছ্যেনাভ্বাপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনা জায়তৈকম॥৩।
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতোবন্ধুমসতি নিরবিন্দন্ হৃদি প্রতীষ্যা কবয়োমনীষা॥৪।
তিরশ্চিনোবিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমানঃ আসন্‌ৎস্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ॥৫।
কোঅদ্ধাবেদ ক ইহ প্রবোচৎ কুতঃ আজাতা কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্বাগ্‌দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কোবেদ যত আবভূব॥৬।

ইয়ং বিসৃষ্টির্যৎ আবভুবঃ যদিবা দধে যদিবান।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্‌ৎসো অঙ্গবেদ যদি বানবেদ ॥৭।

অর্থ—তৎকালে (মহাপ্রলয়ে) অসৎ বা সৎ কিছু ছিল না। সৎ মূর্ত্ত, অসৎ অমূর্ত্ত। অথবা সৎ যাহা নিত্য স্থিতশীল বলিয়া কল্পিত হয় (যেমন সাংখ্যের প্রকৃতি) অসৎ (শূন্যবাদীর) তাহাও ছিল না। রজ অন্তরিক্ষ বা দূরব্যাপী ব্যোম ছিল না। অথবা আরম্ভবাদী নৈয়ায়িকের পরমাণু হইতে সৃষ্টি তাহা ছিল না। এবং যে মতে আকাশ প্রথম সৃষ্টি তত্ত্ব তাঁহাদের সে তত্ত্বও ছিল না। অথবা অন্তরিক্ষ লোক ও দ্যুলোক ছিল না। আবরক কি কিছু ছিল, অর্থাৎ জনসাধারণ নীল আকাশ চতুর্দ্দিকে কটাহবৎ পৃথিবীসহ মিলিয়া আবরণ স্বরূপ আছে মনে করে, কিম্বা সূর্য্যাদির আবরক মেঘ অথবা পৃথিবীর চতুর্দ্দিক ব্যাপী বায়ুমণ্ডলরূপ আবরণ ছিল না। সুখ (দুঃখ) দায়ক কোন কিছু ছিল না অর্থাৎ মিষ্ট জল, স্বল্প শীতল বাতাস বা ঝড় বজ্রাদি ছিল না। অথবা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাত্মক ব্যবহারিক সুখ সামগ্রী ছিল না।১।

তখন মৃত্যু বা অমৃত ছিল না। অর্থাৎ মরণ ধর্ম্মশীল প্রাণীজাত বা অমরণধর্ম্মী দেবগণ ছিল না। রাত্রি কি দিন বা তাহাদের চিহ্ন চন্দ্র-সূর্য্যাদি ছিল না। তবে কি শূন্য ছিল? না, তাই শ্রুতি বলিয়াছেন—বায়ুরহিত প্রাণন ছিল (যেমন প্রাণন ডিম্বাদিতে থাকে)। সেই চৈতন্য স্বরূপ আত্মা স্বধয়া স্বরূপে (স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ রহিতে) অখণ্ড এক রসরূপে আপনাতে আপনি কেবল মাত্র ছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য অপর কিছু ছিল না।২।

অতঃপর সৃষ্টি বলিতেছেন,—তম ছিল। সৃষ্টি বা প্রপঞ্চের ব্যক্ত ভাব লাভের পূর্ব্বে অচিহ্ন গূঢ় তমরূপ সলিল দ্বারা এই সব আচ্ছন্ন ছিল। (ইথার বা প্রটাইল মাত্র ছিল)। তুচ্ছ্যা (মায়া, মূলা, অবিদ্যা, অসৎ,

তমঃ একার্থবাচী)। মায়া দ্বারা আবৃত জন্য ভেদলক্ষণবিহীন অব্যক্ত অবস্থা থাকা সময়ে তাঁর জ্ঞানময় তপস্যা মহিমায় প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ জন্মগ্রহণ করিলেন ।৩।

প্রথম কামের আবির্ভাব হইল। অর্থাৎ তম উপহিত চৈতন্যে সিসৃক্ষা বা সৃজনেচ্ছা উৎপন্ন হইল (প্রথম ঈশ্বর অবস্থা)। "তদৈক্ষতবহুস্যাং প্রজায়েয়েতি"। তৎপশ্চাৎ মানসরেতঃ অর্থাৎ সূক্ষ্ম সৃষ্টির বীজপাত হইল। (দ্বিতীয় হিরণ্যগর্ত্ত অবস্থা)। তৎপশ্চাৎ তৃতীয় বা বিরাট অবস্থা স্থূল দৃশ্য প্রপঞ্চের উৎপত্তি। দ্বিতীয় অবস্থায় সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ তাহাতে তাঁর অনুপ্রবেশ কল্পিত হয়। মায়ার সাক্ষাৎকারই ঈশ্বরভাব। পশ্চাৎ ঘনিষ্ঠতাসহ হিরণ্যগর্ত্ত ভাব। তন্ময়তায় বিরাটভাব ঘটে। শ্রুতি বলিতেছেন যে, যখনই ঘনিষ্টতা ঘটিল, মানস রেতঃ-পাত হইল, তখনই অসৎ দ্বারা সৎ বন্ধনদশাগ্রস্ত হইলেন। ইহা মনীষা-সম্পন্ন কবিগণ শুদ্ধচিত্তে বিচার করতঃ বলিয়াছেন ।৪। অর্থাৎ সৃষ্টিই বন্ধন।

রেতোধা পুরুষের উদ্ভব হইল। মহিমাসকল উদ্ভূত হইল। যেমন সূর্য্যরশ্মি ক্ষণমাত্রে উর্দ্ধ অধঃ তির্য্যক্ সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়, তেমনি তাঁর সৃষ্টি ও তৎমহিমা তৎক্ষণাৎ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া বিচিত্র দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চের প্রকাশ ঘটিল। স্বধা (স্বয়ং আত্মানং দধাতি ইতি) অর্থাৎ স্ব স্বরূপেস্থিত সেই কারণাত্মক চিৎকে আশ্রয় করতঃ তাঁহাকে যেন অন্তরালে রাখিয়া ক্রীড়াশীলা প্রযতি বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিয়া রহিলেন। প্রফেসর উলসন অনুবাদ করিয়াছেন—a self-supporting Principle beneath and Energy aloft. যেমন বিজলী বাতিতে বিজলী অন্তরালে থাকে আলো বাহিরে দেখা যায় তদ্বৎ।৫।

কোন্ পুরুষ সেই পরমার্থ সৎ কে জানে? কে বলিবে সৎ কোথা হইতে জন্মিল? এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? সৃষ্টি আরম্ভের পর

যে দেবগণ সৃষ্ট হইয়াছেন তাঁহারাই বা তদ্দিগের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার বিষয় কি জানিবেন? সুতরাং এই সৃষ্টির মূলতত্ত্ব কেই বা জানে? ।৬।

এই নানা সৃষ্টি কোথা হইতে হইল? বা কাঁহা হইতে হইল? কেহ কি সৃষ্টি করিয়াছেন? কি করেন নাই? তাহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার অধ্যক্ষ। তিনি পরম ব্যোমে আছেন। অথবা তিনিও না জানিতে পারেন? ।৭।

এই সূক্তের প্রথম মন্ত্রে ও দ্বিতীয় মন্ত্রের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত মহা-প্রলয় বর্ণিত। সংহারকর্ত্তা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। একোহিরুদ্রঃ ন দ্বিতীয়ায় তস্থূঃ। ইহা দ্বিতীয়ের অপরার্দ্ধে বর্ণিত। এবং তিনি সর্ব্বপ্রকার ভেদরহিত অবস্থায় অখণ্ডৈকরসস্বরূপে ছিলেন। তৃতীয় মন্ত্রে তম বা অসৎ মায়ার স্থিতি বর্ণিত। দ্বিতীয় মন্ত্রে অন্য আর কিছুই ছিল না বলার পরই মায়া ছিল বলায় স্বতঃই প্রশ্ন উঠে মায়া কোথায় কি ভাবে ছিল? ইহার পূর্ণ উত্তর ঈশাউপনিষদে আছে এবং যথাসময়ে সেখানে ইহার বিস্তারিত জবাব আলোচিত হইবে। কিন্তু শ্রুতি এখানেই দয়াপরবশে সংক্ষেপে ইহার জবাব ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাহা ঐ "তুচ্ছ্য" শব্দটীর দ্বারা প্রকাশিত। যেমন, একব্যক্তি যখন বাহিরে ছিল, তখন তাহার ঘরে কাক আসিয়া বিষ্ঠা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কাকবিষ্ঠা দৃষ্টে কি তর্ক করে যে, ইহা কোন জাতীয় কাক, স্ত্রী কাক কি পুরুষ কাক, বালক, যুবক কি বৃদ্ধ কাক, শ্বেত কি কৃষ্ণ কাক, দাঁড় কাক কি পাতি কাক, কাক কখন আসিল? কেন আসিল? কোথা হতে আসিল? কাহার জন্য আসিল? না ঝট্‌পট্ ঝাঁটা আনিয়া ঝাঁটিয়া জলদ্বারা ধৌত করতঃ স্থানটী পূর্ব্ব ভাবাপন্ন করে? তেমনি অসৎতমঃ কোথা হতে এল? কোথায় বা ছিল? এই তর্ক দ্বারা সময়ক্ষেপ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না।

চিত্তের আবর্জ্জনা রাশি ঝাঁটিয়া দিয়া ভক্তিগঙ্গাজলে চিত্ত ধৌত করিলে পূর্ব্বস্বরূপ আসে। মায়া কুয়াসা জাতীয়। তীক্ষ্ণ সূর্য্য কিরণে কুয়াসা যেমন বিলয় হইয়া যায় তেমনি জ্ঞান সূর্য্যালোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হইলেই তমঃ বিলীন হইয়া যায়। "সান্তে শান্তে প্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতিরূপে পরাখ্যে।" তমঃদূরের চেষ্টা কর্ত্তব্য এই ভাব কেন এল? প্রশ্ন বৃথা। চতুর্থ মন্ত্রে অসতের দ্বারা সতের বন্ধন উক্ত। ইহা হইতে নাগপাশ, সর্প বেষ্টিত দেবচিহ্ন, তমাবরণ দৃষ্টে গৌরী পট্টাবৃত শিব, প্রকৃতি পুরুষ সংযোজন ইত্যাদি প্রতীকের সৃষ্টি হইয়াছে।

পঞ্চম মন্ত্রে—স্বধা ও প্রযতি নিষ্ক্রিয় পুরুষ ও ক্রিয়াশীলা প্রকৃতি লইয়া সাংখ্যাদি বাদের উৎপত্তি ঘটিয়াছে। ইহা তন্ত্রের কালী তারাদি প্রতীকেরও মূল।

ষষ্ঠ ও সপ্তম মন্ত্রে—কেহ কি সৃষ্টি করিয়াছেন? কি করেন নাই? প্রশ্ন বড় বিষম। সৃষ্টি রহিয়াছে সাক্ষাৎ তবে এ প্রশ্ন উঠিল কেন? সৃষ্টি কোথা হইতে কাঁহা হইতে হইল? এ প্রশ্নই বা কেন? তমঃ বা অসৎ উপস্থিত আছে। সৎ স্বয়ং বিদ্যমান। সৎই যদি সৃষ্টি কর্ত্তেন তবে তমঃটার কি প্রয়োজন? তমঃ যদি সৃষ্টি করে তবে সৎতের কি প্রয়োজন? আর যদি তমঃ সাহায্যে সৎ সৃষ্টি করেন তবে সতের শক্তি পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র মাকড়সা নিজ হইতে উপাদান দিয়া সূতা ও জাল সৃষ্টি করিতে সমর্থ; সৎ সেরূপটা পারেন না। যদি সৎ নিজকে বিকৃত না করেন তবে সৃষ্টি হয় না। সৎ যদি বিকারশীল হন তবে বিনাশশীল হইয়া পড়েন; বিশেষতঃ অরূপ আকাশে নীলিমার স্থিতিবৎ প্রকাশ স্বরূপে তমের স্থিতি অমূলক। এইসব বিচার করতঃ শ্রুতি বলিলেন তিনি সৃষ্টি করেন নাই। কেহই সৃষ্টি করেন নাই। অসৎ তমঃ যদি প্রলয়ে থাকে তবে অদ্বৈত অবস্থা ভঙ্গ হইয়া যায়। সুতরাং তমঃ বা অসৎ কি? অর্থাৎ মায়া

বা ভেক্কী। অজ্ঞান জন্য সৃষ্টি বস্তুতস্তু নাই। “নাসতো বিদ্যতেভাবো নাভাবো বিদ্যতেসতঃ”। সৃষ্টির তত্ত্ব দেবগণও জানেন না। অধ্যক্ষও না জানিতে পারেন। বেশ কথা, “যার গরু সে বলে বাজা, পাড়াপরসি বলে বৎসর বিয়ানী”। তিনি জ্ঞান স্বরূপ তাঁর অজ্ঞাতে এই বিচিত্র সৃষ্টিটা হইয়া গেল তিনি তা ঘুণাক্ষরে জানিতে পারিলেন না। বড় শক্ত কথা। তার অর্থ সৃষ্টিটা যে কি ? আর যে তমঃ বা মায়ার সন্নিধিবশে সৃষ্টি, ইহা নির্ব্বাচন যোগ্য নহে। অর্থাৎ শ্রুতি অসৎ মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া বলিয়া দিলেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মত বাদের অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি। সৃষ্টি করেন নাই বলায় গৌড়পাদের কারিকায় যে “অজাত বাদ” আছেতাহাই শ্রুতি সম্মত হইল। ব্রহ্ম সৃষ্টি জানে না কেন ? তাহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্ট বলিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে “যদ্‌বৈতৎন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তন্নজানাতি নহিবিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপোবিদ্যতে হবিনাশিত্বাৎ নতুতদ্দ্বিতীয় মস্তিততোহন্যদ্ বিভক্তংযদ্বিজানীয়াৎ।” অর্থ—তিনি জানেন না। জানেন বৈ কি। জানেন না। জ্ঞানীর জ্ঞানের বিলোপ নাই। অবিনাশীর জ্ঞানের বিলোপ সম্ভাবনা। আপনা হইতে পৃথক দ্বিতীয় কিছু না থাকায় জানিবেন কি ?

ঋ ১০।১৭৭ সূক্তে—

মায়াভেদ দৈবত্য। মায়া বা অজ্ঞানাবরণ আবৃত থাকায় জীবের জীবত্ব গতাগতি এবং দিব্য পদ অদর্শনীয়। অজ্ঞান বিদূরিতে স্বপদে স্থিতি।

ঋ ১।১৬৪ সূক্ত—

১। অস্য বামস্য পলিতস্য হোতুস্তস্য ভ্রাতামধ্যমো অস্ত্যশ্নঃ। তৃতীয়ো ভ্রাতাঘৃতপৃষ্ঠোঅস্যাত্রাপশ্যং বিশ্‌পতিং সপ্তপুত্রং ॥১

অর্থ।—যিনি নিমিত্ত ও উপাদান কারণ স্বরূপে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ উদ্গীরণ করেন অথবা এই সুন্দর দৃশ্য প্রপঞ্চের যিনি রচয়িতা সেইসর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ বামদেবের অর্থাৎ স্রষ্টার, পালয়িতার, ও হোতার অর্থাৎ যিনি দেহপিণ্ডকে কালাগ্নিতে আহুতি দেন সেই সংহার কর্ত্তার অথবা যেমন ভোক্তা অন্ন স্বকুক্ষিস্থিত বৈশ্বানর অগ্নিতে আহুতি দেয় তদ্রূপ প্রলয়ে যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপ অন্নকে গ্রাস করেন সেই গ্রসিষ্ণু (গীতা ১৩।১৬) কেই হোতা বলা হইয়াছে। সেই সৃষ্টি স্থিতি সংহার কর্ত্তা ঈশ্বরের কার্য্যে ভ্রাতার ন্যায় সহায়ক সর্ব্বব্যাপী বায়ুরূপী সূত্রাত্মা অর্থাৎ সূক্ষ্ম শরীরধারী হিরণ্যগর্ভ যিনি ব্যাষ্টিরূপে "অশ্নঃ" কর্ম্ম ফল ভোক্তা ও তৎসহচর স্পর্শনাদি যোগ্য স্থূল ঘৃত স্পৃষ্ঠ অর্থাৎ উদকাদি পাঞ্চভৌতিক শরীর বিরাট রূপে যিনি প্রকাশিত, যে বিশ্বপতির সাতপুত্র ভূরাদি সপ্তলোক বা বসিষ্ঠাদি সপ্তর্ষি বা সপ্তমনু বা সপ্তসূর্য্য তাহাকে দেখিতেছি। পরব্রহ্মে, ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট এবং জীব এই অবস্থা চতুষ্টয় উপাধি ভেদে কল্পিত। ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে।

৪। কোদদর্শ প্রথমংজায়মানমস্থন্বন্তং যদনস্থাবিভর্ত্তি।

ভূম্যা অসুরসৃগাত্মা ক্বস্বিৎ কোবিদ্বাংসমুপগাৎ প্রষ্টুমেতৎ ॥

অর্থ।—সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি ছিলেন তাঁহাকে কে দেখিয়াছে ? কেহনা। হিরণ্যগর্ভ প্রথমজ যখন উৎপন্ন হন, তখনই বা সেই দেহধারীকে কে দেখিয়াছেন ? যিনি অস্থি রহিত অর্থাৎ অকায় সেই অশরিরীকে কে ধারণ করে ? প্রাণ শোণিতাদি ক্ষিতি হইতে উৎপন্ন হয়, আত্মা কোথা হইতে উৎপন্ন হন ? অর্থাৎ উৎপন্ন হন না, তিনি স্বয়ম্ভু। কেইবা বিদ্বানের নিকট এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে যায়। অর্থাৎ তার সংখ্যা অল্প। এখানে জীব ব্রহ্মের অভেদ (কঠ—অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেষু অবস্থিতং) বলা হইল।

ঋ ১।১৬৪ সূক্ত

৫। পাকঃ পৃচ্ছামিমনসা বিজানন্ দেবানামেনা নিহিতাপদানি।
বৎসে বষ্কয়েঽধি সপ্ততন্তূন্বিতৎ নিরে কবয় ওতবাউ॥

অর্থ—পক্কমতি হইলেও নিধিবৎ দেবগণের গোপনীয়পদ কি ? তাহা জানি না। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি এইসকল সর্ব্বনিবাসভূত সর্ব্বাত্মা সূর্য্যে স্থাপিত ? তন্তবায় যেমন তন্তু ও ওতু সংযোগে বস্ত্র নির্ম্মাণ করে, কবিগণও তদ্বৎ ইঁহাকে জানার জন্য সোমাদি যজ্ঞ বিতান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করেন। অর্থাৎ নিধি যেমন খনিতে ভূগর্ভে গোপনে থাকে বহু আয়াসে লভ্য হয়, তদ্বৎ "তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং" জন সাধরণ জানিতে পারে না। সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ক্রান্ত দর্শীগণ দেখিতে পান। ৫। যোঽসাবসৌপুরুষঃ। ঈশ। বিজ্ঞান সারথির্যস্ত মন-প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃপরমংপদম্॥ কঠ।

৬। অচিকিত্বাঞ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনেনবিদ্বান্।
বিয়স্ত স্তম্ভষড়িমা রজাং স্যজস্যরূপে কিমপিস্বিদেকং॥

অর্থ—আমি তত্ত্বজ্ঞানবিষয়ে অজ্ঞ। যাঁহারা ক্রান্তদর্শী এই দেবতত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তাঁহাদিগকে না জানিয়াই জিজ্ঞাসা করিতেছি—যিনি এই ছয় লোকের স্তম্ভন কর্ত্তা বা নিয়মিতা, সেই অজ অর্থাৎ জন্মরহিত যিনি তিনিই কি এক অদ্বিতীয়, এই কি তাঁর স্বরূপ ? হাঁ। এখানে সাতলোক স্থলে ছয় লোক উল্লেখ করার হেতু এই যে ব্রহ্মলোক (সত্যলোক) ব্রহ্মই, তাহা নিয়ন্ত্রিত হয় না। তস্মিন্ লোকাঃশ্রিতাঃ সর্ব্বে তদুনাত্যেতি কশ্চন। কঠ।

২০। দ্বাসুপর্ণা সযুজাসখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি॥

এই মন্ত্র মুণ্ডকোপনিষদে ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উদ্ধৃত।

ইহা পৈঙ্গি রহস্য ব্রাহ্মণে ব্যাখ্যাত। তথায় সুপর্ণদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া গৃহীত হয় নাই; অন্তঃকরণাত্মক সত্বও জীবাত্মা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ঐ ব্রাহ্মণ অতীব প্রাচীন। মহর্ষি দীর্ঘতমা এই মন্ত্র প্রশ্নাত্মক করিয়া তদুত্তর ২১।২২ মন্ত্রে দিয়াছেন। ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য-লোকে। কঠ।

অর্থ—দুইটী শোভন পক্ষ বিশিষ্ট পক্ষী সর্ব্বদা সংযুক্ত, সমপ্রাণ, একই বৃক্ষে বাস করে। তন্মধ্যে একটি স্বাদুপিপ্পল ফলভোজী, অপরটী খায় না; সুধু কি দেখে? এই মন্ত্র হইতে কোন কোন মতবাদী জীব জগৎ ও ঈশ্বর সদাই পৃথক্ থাকেন, কখনও একীভূত হয় না, এমন বলিতে চাহেন। অর্থাৎ জীব, ব্রহ্ম এক নয়। জগৎ ব্রহ্মের বিকৃত অংশ। জীবও তদ্রূপ। অর্থাৎ অদ্বৈত বাদ বেদের তাৎপর্য্য নহে। মন্ত্রের প্রকৃত অর্থ তাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—এই মন্ত্র দ্বারা নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম উপাধিবশে জীবত্ব প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার যে স্বরূপ নিত্যত্ব, নিষ্ক্রিয়ত্ব তাহা ত্যাগ করেন না ইহাই এই মন্ত্র দ্বারা দেখান হইয়াছে। যেমন একটী গোলাকার পারদপিণ্ড ভুমিতে নিক্ষেপ করিলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার পারদপিণ্ডসকলে পরিণত হয় অথচ তাহার যে স্বরূপ শ্বেতবর্ণ গোল আকার ও পারদের রসায়ণত্ব তাহা ত্যাগ করে না তদ্বৎ। অথবা জল চন্দ্রবৎ। নানা জলে একই চন্দ্র তরঙ্গ সহ তরঙ্গায়িত প্রতীয়মান হন। শরীরে ভোক্তা কে? অন্ন দ্বারা যে বর্দ্ধিত হয় সেই ভোক্তা। অন্ন দ্বারা শরীর মন বুদ্ধি প্রভৃতি পুষ্ট হয় আত্মার কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই। তবে ভোক্তা স্থুল সূক্ষ্ম শরীর ইহাই বলিতে হয়। তাহাতে অন্তঃকরণ সত্বকেই ভোক্তা বলা যায়; স্থুল সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরের বিকৃতি। প্রকৃতিই কারণ শরীর, তাহা জড়। জড়ের কোন সংজ্ঞা নাই। সুতরাং ভোক্তা বলা চলে না। তবে চুম্বক সান্নিধ্যে জড়লৌহের ক্রিয়া-শীলতার ন্যায় আত্ম চৈতন্য সান্নিধ্যে অন্তঃকরণ সত্বের ভোক্তৃত্ব। আত্মেন্দ্রিয়

মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ। কঠ। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অজ্ঞান অবিবেক নিবন্ধনই কল্পিত হয়। সুপর্ণদ্বয় জীবাত্মা ও পরমাত্মা বোধক হইলেও উপরোক্ত মতবাদীর মত বিতণ্ডা মাত্র। পূর্ব্বোক্ত প্রথম মন্ত্রে সৃষ্টির স্তর ক্রমে সমষ্টিরূপে ব্রহ্মের অবস্থা চতুষ্টয় লক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারই ব্যষ্টিতে কিরূপ প্রকাশ তাহাই এস্থলে বিচার্য্য। জগৎ, জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রুতি যে "বৃক্ষ" প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতেই জগতের নশ্বরত্ব ঘোষিত হইয়াছে। সুতরাং জগৎ চিরকাল থাকিতে পারে না। "ব্রশ্চু ছেদনে"। এই ব্রশ্চু ধাতু হইতে বৃক্ষ শব্দ নিষ্পন্ন তাহার অর্থ যাহা ছেদন যোগ্য। ধ্বংস যোগ্য। নশ্বর। অনিত্য। এই পিপ্পল বৃক্ষের নামান্তর অশ্বত্থ যাহা অর্থাৎ আগামী কল্যাতক স্থায়ী নহে। সযুজা শব্দটী যে সংযোগের কথা বলে, তাহা অভিন্নতারূপ সংযোগ। ঘটাকাশ মহাকাশ কি বিম্ব প্রতিবিম্বে যে সংযোগ তাহাই। তত্রাচ সন্দেহ ভঞ্জনার্থ শ্রুতি "সখায়া" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থ—সমান খ্যানৌ অর্থাৎ অগ্নিও তদ্‌বিস্ফুলিঙ্গ এই উভয়ের যেমন একই খ্যান বা স্ফূরণ তদ্বৎ। সমপ্রাণ সখামভচিৎ সামান্য লক্ষিত। সমানং বৃক্ষং পদদ্বারা আশ্রয় অভিন্নত্ব প্রতি পাদিত। আশ্রয়ে কোন ভেদ নাই। অভেদে পরমাত্মনি। উপাধি-বশে জীব ফলভোক্তা বলিয়া কল্পিত হন। প্রকৃতপক্ষে অভোক্তা। কিন্তু "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্ম্মনীষিণঃ। ইতি কঠ শ্রুতি। অর্থাৎ উপাধিবশে ভোক্তা। যেমন একটা খাঁটী সোনা ও অন্যটী গিনি সোনা। তামা উপাধি বিদূরিত হইলেই যেমনকারটী তেমনকারটী। অর্থাৎ অপরটী যেমন দ্রষ্টা ইনিও তেমনি দ্রষ্টা। ঘটবিনষ্টে ঘটাকাশ ও মহাকাশে যেমন ভেদ থাকে না তদ্বৎ। আয়না অপসারিত করিলে আর স্বতন্ত্র প্রতিবিম্ব থাকে না।

ঋ ১।১৬৪ সূক্ত

২১। যত্রা সুপর্ণা অমৃতস্য ভাগমনিমেষং বিদথাভি স্বরন্তি।
ইনো বিশ্বস্য ভুবনস্য গোপাঃ সমাধীরঃ পাকমত্রাবিবেশ ॥

অর্থ—যেখানে সুপর্ণা জীবগণ জ্ঞান যোগ দ্বারা অমৃতের ধারা অনিমেষ নয়নে দর্শন করেন। জ্ঞানাগ্নি পক্কবুদ্ধি আমার সেই হৃদয়াকাশে বিশ্বভূবনের পাতা ও স্বামী প্রবেশ করুন। অর্থাৎ আমার শুদ্ধচিত্তে স্বয়ম্প্রভ জ্ঞান প্রকাশিত হউন। তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদাপশ্যন্তি সুরয়ঃ।

২২। যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ সুপর্ণা নিবিশন্তে সুবতে চাধিবিশ্বে।
তস্যেদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোন্নশদ্ যঃ পিতরংনবেদ।

অর্থ—যে বৃক্ষে মধুভোক্তী সুপর্ণ নিবাস করতঃ বিশ্বভূবনপ্রসব করেন সেই বৃক্ষ এবং যিনি সেই বৃক্ষের স্বাদু ফল ভোক্তা সুপর্ণ, ইহারা সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল না ; যাঁহারা ছিল বলেন, তাঁহারা পিতাকে জানেন না। এই মন্ত্রের ব্যাখ্যান বিষয়ে মতভেদ উঠিতে পারে, সেইজন্য ইহার পদপাঠযুক্ত অন্বয় দেখান গেল। যস্মিন্ বৃক্ষে মধ্বদঃ (অমৃতভোজী) সুপর্ণা নিবিশন্তে অধিবিশ্বে সুবতে চ (তদ্ বৃক্ষঃ যঃ) তস্য (বৃক্ষস্য) ইৎস্বাদু পিপ্পলং (কর্ম্ম-ফলং) উন্নশৎ (প্রাপৎ) তৎ (সুপর্ণঃ এতদুভয়ং) অগ্রে (দৃষ্টেঃ প্রাক্) ন (আসীৎ) যঃ আহুঃ (সঃ) পিতরং ন বেদ। জীবাত্মা জ্ঞান ও কর্ম্ম রূপ পক্ষভরে বিচরণ করতঃ বিশ্বস্তব কুলায় অর্থাৎ পরমাত্মায় প্রবেশ করেন। এই ধারণায় সুপর্ণ বলা হইয়াছে। মা হিংসী পুরুষৎ জগৎ,—শুঃ যজু ৩১। ১৮ ; ইহা জীবজগৎ মায়িক জন্য বিনাশী বলিতেছে।

৩০। অনচ্ছয়ে তুরগাতু জীবে মজদ্ধ্রুবং মধ্য আপস্ত্যানাম্।
জীবো মৃতস্য চরতি স্বধাভিরমর্ত্ত্যো মর্ত্তেনা সযোনি ॥

অর্থ—জীব যতক্ষণ দেহে থাকে শয়ন অবস্থানেও প্রাণন চলে। যদ্যপি দেহরূপ গেহে মন দ্বারা শীঘ্রগামী এবং ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ু দ্বারা

সঞ্চরণশীল, তত্রাচ তিনি নিশ্চল ভাবেই অবস্থিত হন। অমরণ ধর্ম্মশীল আত্মা মৃত্যু হইলে স্বধা স্বাহাকার জনিত পুণ্যফলে মরণধর্ম্মশীল দেহসহ সমভাবেই যেন উৎপন্ন হন।

৩৭। ন বিজ্ঞানামি যদি বেদ মস্মিনিণ্যঃ সন্নদ্ধো মনসা চরামি।
যদা মাগন্ প্রথমজা ঋতস্যাদিদ্বাচো অশ্নুবে ভাগমস্যাঃ ॥

অর্থ—আত্মাই এই সব, কার্য্য কারণরূপে সত্য যে শ্রুতি বলিয়াছেন, তদনুসারে এই দৃশ্য প্রপঞ্চ আমারই স্বরূপ। ইহার পর যে জ্ঞান, তাহার অর্থাৎ অপরোক্ষানুভূতি আমার নাই। আমার মূঢ় চিত্ত অবিদ্যা কাম কর্ম্ম জন্য সম্যক্ বদ্ধ; এজন্য ইন্দ্রিয় পরবশে বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছি। যখন পরমার্থ সত্যের প্রথম উৎপন্ন বুদ্ধিতে প্রত্যক্ প্রবণজনিত অনুভব আসিবে, তখন আত্মাই এই সব এই যে ভজনীয় বাক্য শব্দব্রহ্মে (বেদে) আপ্তব্য সেই পরব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইব।

৩৮। অপাঙ্ প্রাঙেতি স্বধয়া গৃভীতোঽমর্ত্ত্যো মর্ত্ত্যেনা স যোনিঃ।
তাশশ্বন্তা বিষূচীনা বিয়ন্তন্যঽন্যং চিক্যুর্ন নিচিক্যুরন্যম্ ॥

অর্থ।—নিত্য আত্মা অনিত্য শরীরত্রয়সহ একত্র অবস্থান করেন। ভৌতিকদেহ গ্রহণে যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং ঊর্দ্ধ অধ লোকে গতাগতি করেন। লোকে দেহকে চিনিতে পারে, দেহীকে চিনিতে পারে না। অমর্ত্ত্য মর্ত্ত্য সহ স্বধাস্বাহার যুক্ত কর্ম্মফলে শুক্ল ও কৃষ্ণ গতি পায়।

৩৯। ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যস্মিন্দেবা অধিবিশ্বেনিষেদুঃ।
যস্তন্নবেদকিমৃচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্তইমে সমাসতে ॥

অর্থ।—ঋক্ বা বেদ যে পুরুষের তত্ত্বনির্ণয়ে পর্য্যবসিত তিনি অক্ষর পরম ব্যোম সদৃশ, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সর্ব্ব দেবগণ অবস্থিত, তাঁকে যে জানে না, সে ঋক্ কণ্ঠস্থ করিয়া কি করিবে? অর্থাৎ তার পাঠ বৃথা। এইমন্ত্র শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দৃষ্ট হয়।

৪৬। ইন্দ্রংমিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথোদিব্যঃ সুপর্ণোগরুত্মান্।
একংসদ্বিপ্রাবহুধাবদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

অর্থ।—সৎ এক অখণ্ড সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত। বিপ্রেরা বুদ্ধি-ভেদে বহুপ্রকারে তাঁর কথা বলিয়া থাকেন। কখনও তাঁকে ঐশ্বর্য্য-দীপ্ত দেবপতি ইন্দ্র, কখনও মৃত্যু হইতে ত্রাতা অহরভিমাণী দেবমিত্র, কখনও পাপ নিবারক রাত্র্যাভিমানী দেব বরুণ, কখনও বা ভূলোকে প্রতিষ্ঠিত অগ্নি, এই সকল বিভিন্ন নাম দিয়া থাকে। তিনিই দিব্য সুপর্ণ, শোভনরশ্মিরূপ পর্ণ বিশিষ্ট সূর্য্য, তিনিই নক্ষত্র চন্দ্রমাদির তেজ গ্রাসকারী গরুৎমান্। তিনিই অন্তরিক্ষ ও দ্যুলোকে স্থিত অগ্নি, তিনিই সংনিয়ামক যম, তিনিই আকাশে শ্বনন্‌কারী মাতরিশ্বা। পক্ষী যেমন পক্ষ দ্বারা কুলায়স্থিত শাবককে আচ্ছাদিত করত রক্ষণ করে, তেমনি সূর্য্য স্বীয় রশ্মি দ্বারা জগৎকে আচ্ছাদিত করতঃ রক্ষণ করেন। জেন্দাবস্তে গরুত্মান অর্থ স্বর্গ বা তদধিষ্ঠিত দেবতা।

৫০। যজ্ঞেন যজ্ঞ মযজন্তদেবাস্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।

অর্থ—দেবগণ, দেবসদৃশ যতিগণ জ্ঞান যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞ করেন। তাহাই প্রথম বা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বটে। অথবা সৃষ্টির প্রথমে যে ধর্ম্ম বা কর্ম্ম কৃত হইয়াছিল তাহা দেবগণ কৃত। তাঁহারা অগ্নি দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করেন। অথবা যজ্ঞরূপ পুরুষকে জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা যজনই প্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান হইয়াছিল। ঋষি দীর্ঘতমা বৃহস্পতির ভ্রাতুষ্পুত্র। অতীব প্রাচীন। যজুর্ব্বেদের মহর্ষি যাজ্ঞ বল্ক্য প্রাপ্তাংশ শুক্ল যজু বলিয়া অভিহিত। তাহার শেষ চত্বারিংশৎ অধ্যায়ে অর্থবাপুত্র মহর্ষি দধিচী দৃষ্ট কতিপয় মন্ত্র যাহা ঈশা উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ তাহাই পূর্ব্বোল্লিখিত মধুবিদ্যার বা ব্রহ্মবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি। তাহার ব্রহ্ম বিষয়ক কতিপয় মন্ত্র নিম্নে আলোচিত হইল।

ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাংজগৎ।
তেনত্যক্তেন ভূঞ্জীথা মাগৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্ ॥১
অসূর্য্যানামতে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কেচাত্মহনো জনাঃ ॥৩
অনেজদেকং মনসোজবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্পূর্ব্বমর্শৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতিতিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বাদধাতি ॥"
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরেতদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্যবাহ্যতঃ ॥৫
যস্তু সর্ব্বানিভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততোনবিজিগুপ্সতে ॥৬
যস্মিন্ সর্ব্বানিভূতানি আত্মৈবাভুদ্বিজানতঃ।
তত্রকো মোহঃ কঃ শোক একত্বমণুপশ্যতঃ ॥৭
সপর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভুর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ
সমাভ্যঃ ॥৮
হিরন্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্। তৎত্বংপূষন্নপাবৃণু সত্য
ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥১৫
পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রজাপত্য ব্যূহরশ্মীন্ সমূহ তেজো।
যৎ তেরূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি, যোঽসাবসৌ পুরুষঃ
সোঽহমস্মি ।১৬।

অর্থ।—জগৎ অর্থ যাহা অবিরাম বিনাশের দিকে যাইতেছে অর্থাৎ বিনাশশীলা ; অন্য জগৎ অর্থ বিশ্ব। এই বিনাশশীল জগতে এই দৃশ্যমান যা কিছু আছে সব ঈশা (নিয়ন্তা পুরুষ) দ্বারা ব্যাপ্ত ; তাই বিনাশশীল পদার্থের ত্যাগে অবিনাশী নিত্য বস্তুর অনুধ্যান দ্বারা আত্মবান হও, আত্মানন্দ

ভোগ কর। কাহারও ধনে লোভ করিও না। যাঁহারা আত্মচিন্তা পরায়ণ না হইয়া নশ্বর পদার্থ লাভার্থ কর্ম্মপথে ধাবিত হন তাঁহারা আত্মঘাতী ; অন্ধতমাবৃত অসূর্য্য লোকে তাঁদের গতি হয়। ৩। ইনি কম্পিত হন না অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অচল। ইনি এক অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার ভেদবর্জ্জিত অখণ্ডৈকরস, অদ্বিতীয়। সর্ব্বব্যাপী জন্য মন সুতীব্র বেগে ছুটা ছুটী করিয়াও যেখানেই যায় তদগ্রেই তিনি সেখানে উপস্থিত আছেন দেখিতে পায় অর্থাৎ তিনি মনের অগোচর। দেবগণ অর্থাৎ দ্যোতনশীল ইন্দ্রিয়গণ যতই যতই দিগন্ত প্রসারী না হউন, বিষয়ে যতই সত্বরতাসহ প্রবেশ করুন না কেন, তাঁকে অতিক্রম করিতে পারেন না। অর্থাৎ তিনি ইন্দ্রিয়াতীত। প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় বিচারে সক্ষম। ঈশা সম্বন্ধে তাদের ব্যবগার নাই। তিনি অপ্রমেয়। মাতরিশ্বা তাঁরই শাসনে থাকিয়া প্রাণীগণকে আপন আপন কর্ম্মানুসারী ফল প্রদান করেন। ৪। ইষ্টপূর্ত্ত ও যা। যজ্ঞাদি কর্ম্মজনিত কর্ম্মফল "অপ" রূপে সূর্য্যাদিলোকে গমনাগমনের কারণ হয়েন।" যৎ ইথাম্ আহুত্যাং হুতয়াম্ আপঃ পুরুষ বচোভূত্বা সমুত্থায় বদন্তি" বৃ-আ। ইনি কম্পিত হন (লৌকিক দৃষ্টিতে) ; ইনি কম্পিত হন না (বস্তুতঃ)। ইনি দূরে স্বর্গের পারে পরম ব্যোমে বাস করেন (লৌকিক মতে) ; ইনি অতি নিকটে (হৃদয়ে) থাকেন। ইনি সকলের অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান। যিনি সর্ব্বভূতকে আপনাতে স্থিত দেখেন এবং সর্ব্বভূতে আপনাকে স্থিত দেখেন, তাঁর ঈর্ষা দ্বেষ থাকে না। ৬। অর্থাৎ সর্ব্বভূতে একই আত্মা বিরাজিত ও আমিই সেই আত্মা বলিয়া মহর্ষি জীব ব্রহ্মের একতা স্থাপিত করিলেন। সর্ব্বত্রই যখন আমি একলাই আছি তখন ঘৃণা করিবে কে কাহাকে? যাঁহাতে সর্ব্বভূতে একই আত্মা অনুস্যূত এরূপ জ্ঞান উদ্ভাসিত হইয়াছে সেই একাত্মদর্শী বিদ্বানের শোক বা মোহ থাকে কি করিয়া? অর্থাৎ তিনি শোকের অতীত হন। অয়ং

নিজপরো বেতি গণনাই শোকের কারণ। ৭। তিনি সর্ব্বগত, শুক্র (উজ্জ্বল) অর্থাৎ তেজোময়। তেজ ও তমঃ একসময়ে এক স্থানে থাকিতে পারে না। সুতরাং তিনি "অতম"। তিনি অকায় অর্থাৎ নিরাকার চক্ষুকর্ণ হস্তপদাদি স্বগত ভেদ সমন্বিত নহেন। তিনি অব্রণ, তাঁতে কোন ব্রণ নাই। তিনি স্নায়ুহীন। তিনি শুদ্ধ। তিনি অপাপ-বিদ্ধ। এই যে বিশেষণগুলি দেওয়া হইয়াছে কেন? ব্রহ্ম কিরূপ বলিতে গিয়া তৈত্তিরীয় উপনিষৎ দুই প্রকার লক্ষণ দিয়াছেন। এক তটস্থ ও অপর স্বরূপলক্ষণ। ভৃগুবল্লীতে "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যৎ প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি। তদব্রহ্ম। ব্রহ্মানন্দ বল্লীতে "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"। ভৃগুবল্লীতে তটস্থলক্ষণ ও ব্রহ্মানন্দ বল্লীর স্বরূপলক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তেমনি "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম" বা "তজ্জলানিতি" ব্রহ্মের লক্ষণ। অথবা নেতি লক্ষণ "যৎতদ্ অদ্রেশ্যম গ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণম চক্ষুঃ শ্রোত্রংতদপাণিপাদং" নিত্যং বিভূং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং। অশব্দমস্পর্শমরূপ মব্যয়ং তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ"। ইত্যাদি। ব্রণ অর্থ সূক্ষ্ম স্নায়ুতে সূক্ষ্ম দূষিত শোণিত বিন্দু চর্ম্ম ভেদ করতঃ বহির্গত, উন্মুখ। কোন কোন মতবাদী "ব্রহ্মাশ্রয়া মায়া সন্তি" বলেন। যখন প্রলয় হয় তখন ব্রণের পূর্ব্বাবস্থাবৎ ব্রহ্ম অচল অদৃশ্য অব্যক্তাবস্থায় থাকেন। ব্রণ দুষ্ট হইল উহার মুখ ফুলিয়া কিম্ভূত কিমাকার বিসর্পে পরিণত হয়। তদ্বৎ ব্রহ্ম সময়ে ফুটিয়া ফুলিয়া বাহিরহন তাহারই নাম সৃষ্টি। শ্রুতি অস্নায়ু অকায় অব্রণ দ্বারা এইমত বাদীকে নিরস্ত করিয়াছেন। কেহ বলেন যেমন ময়লা সূক্ষ্ম ভাবে গাত্রচর্ম্মে অলক্ষিত ভাবে থাকে তদ্বৎ ব্রহ্মে মায়া অবস্থিতি করে। অকায় ও শুদ্ধ বিশেষণে এই মত বাদী নিরস্ত। কেহ বলেন যেমন সূক্ষ্মকণ্টক মাংস-প্রবেশে অলক্ষিত থাকে তদ্বৎ মায়ার অবস্থিতি অকায় ও অপাপবিদ্ধ বিশেষণ দ্বারা নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম পাপমায়া বা তৎকার্য্য

বর্জ্জিত অসঙ্গ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। ইহাতে অজাতবাদ প্রতিষ্ঠিত। তিনি কবি, ক্রান্তদর্শী (অশ্ব ক্রান্তে রথ ক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে") অর্থ সর্ব্বদর্শী, মনীষা সম্পন্ন। পরিভূ সর্ব্ব উপরিস্থিত অর্থ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। স্বয়ম্ভূ স্বয়ং আপনাতে আপনি স্থিত, কাহারও দ্বারা উৎপন্ন নহেন বা কাহার ও আশ্রয় অপেক্ষা করেন না। চিরন্তন সমাখ্য কালরূপ প্রজাপতিগণের দ্বারা যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতং কর্ম্মফল যার যতটুকু প্রাপ্য তদুচিত অর্থ বা ভোগ্য পদার্থ সকল প্রদানে জগৎ পালন করেন। ইহাতে তটস্থলক্ষণে তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ কর্ত্তা। সাংখ্যের প্রকৃতি নহে। বলা হইল। ৮। হিরণ্ময় (সুবর্ণময়) বাহ্য চাক্‌চিক্যশালী পাত্র দ্বারা সত্য বস্তু আবৃত। অর্থাৎ ঢাকনির নীচে কি তাহা দেখা যায় না। বহিরাবরণের চাকচিক্যেই লোকসকল মুগ্ধ। তাহারা উপরে ভাসমান ক্রীড়াশীলা শক্তির বিকাশই দর্শন করে। অভ্যন্তরে যে যে অমূল্য বস্তু বিদ্যমান তাহাতে ধ্যান দেয় না "(স্বধাঅবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ)"। যেমন বালক লাল চুষিটী লইয়াই জীবন দায়িনী মাতাকে ভুলিয়া থাকে। তাই মহর্ষি কাতর কণ্ঠে এই প্রার্থনা করিয়াছেন। "হে পূষণ্ হে জগৎ পালক, এই সুবৃহৎ বাহ্য সৌন্দর্য্যময় পাত্রাবরণ সত্যধর্ম্মীর সত্যকে দর্শন করাইবার জন্য উন্মোচন কর। হে পূষণ, হে একর্ষে (একক গামী, অসঙ্গ), হে যম ধর্ম্মাধর্ম্মের সংযময়িতা। হে সূর্য্য ("সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ") জগতের স্রষ্টা ও পালক, হে প্রাজাপত্য তোমার রশ্মি সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর। ঐ রশ্মিমণ্ডল ও তেজোমণ্ডল রূপ বহিরাবরণের অন্তরে তোমার যে কল্যাণতম রূপ রহিয়াছে তাহাই দর্শন করিব। পশ্চাৎ ঋষি বলিতেছেন যে ঐ আকাশে সূর্য্যমণ্ডলাধিষ্ঠিত যে পুরুষ ও মানবহৃদয়াকাশে যে প্রদীপ্ত পুরুষ তাহা একই, ভিন্ন নহে। ইহাতে জীব ব্রহ্মের একতা স্থাপিত হইয়াছে। যাহা পিণ্ডে, তাহাই ব্রহ্মাণ্ডে।

ইহাই একতা। ইহাই সমদৃষ্টি বা সমতা। ইহা মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা॥ "মধুপুষ্পরসংবিত্বঃ"। তাই তৈত্তিরীয়ে "রসো বৈসঃ। রসং হি এবায়ং লব্ধা আনন্দী ভবতি"। যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মনোবিদ্বান্, ন বিভেতি কদাচনেতি॥ তিনিই রস বা মধু, যাহা লাভ করিলে আনন্দ-স্বরূপ হওয়া যায়। যাঁকে বাক্য ও মন না পাইয়া ফিরিয়া আইসে। সেই আনন্দই ব্রহ্ম তাঁকে প্রাপ্ত হইলে আর কোন ভয় থাকে না। উহা অভয়পদ। তৈত্তিরীয়ে ব্রহ্ম হইতেই সৃষ্টি। প্রকৃতি নয়। তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎ বায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী॥ ইহাতেই পঞ্চ কোশ বিবৃত হইয়াছে—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। এই পঞ্চ কোশাতীতে সেই পুরুষ। ভৃগুবল্লীতে "সযশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসা বাদিত্যে। সএকঃ। পশ্চাৎ অহমন্নং (অহমন্নাদঃ) অহং শ্লোককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা। অহং বিশ্বং ভুবনং অভ্যভবা (অভিভব বা উপসংহারকারী)।—মায়ার শুদ্ধসত্ত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্ত্বে জীব। উভয়ই সোপাধিক। এই উপাধি বিদূরিত করায় জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব ভাব ত্যাগে শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব। তাই জীব ঈশ্বর হয় না, শিব হইয়া পড়ে। জীবকে ত্বং ও ঈশ্বরকে তৎ শব্দে নির্দ্দেশিত করে। এই উভয়ের উপাধি বিদূরিত করার নাম "তৎ ও ত্বং পদার্থ শোধন" বলিয়া উক্ত হয়। যেমন এক টুকরা সোনায় তামা খাদ আছে, অন্য এক টুকরায় রূপা খাদ আছে। তামা খাদ ও রূপাখাদ বিবর্জ্জিত হইলে উভয়ে যে জিনিষ থাকে তাহা একই খাঁটী সোনা। শুক্ল-যজুর্ব্বেদের ৩১।১৮ মন্ত্রে আছে—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যু মেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে হয়নায়॥

অর্থ—আমি তমের (অবিদ্যার) পরে স্থিত মহান আদিত্যবর্ণ পুরুষকে

জানিয়াছি। তাঁকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়; এতদ্ব্যতীত শুভ পথ আর নাই। ইহা আত্মদর্শী ঋষির স্পষ্ট উক্তি।

কেহ কেহ বলেন—

জীব, জগৎ ও ঈশ্বর স্বতন্ত্র। উহা চিরকালই পৃথক থাকে ও থাকিবে। অর্থাৎ জীবের জীবত্ব কিছুতেই ঘুচে না। জগৎ লয় হয় না। ইহাই কি স্বতন্ত্রতা? স্বতন্ত্র অর্থ স্বাধীন। কারও মুখাপেক্ষা না হওয়া। যদি অপরের অপেক্ষা করে তবেই স্বাতন্ত্র্য রহিল না। সাংখ্যকার প্রকৃতিকে সৎ বলেন এই স্বতন্ত্রতা কল্পনায়। কিন্তু পুরুষ সান্নিধ্য অপেক্ষা করে এজন্য তাহাকে স্বতন্ত্র বলা চলে না। যার অপেক্ষা করে তাহারই অধীন হইয়া যায়। আশ্রয় আশ্রিতে স্বাতন্ত্র্য কল্পনা চলে না। যদি জীব, জগৎ ইহাদের ঈশ্বর আশ্রয় হন তবে তাদের স্বাতন্ত্র্য কোথায়? এই স্বাতন্ত্র্য বাদীগণের "সত্যার্থ প্রকাশ" অতি মান্য গ্রন্থ; তাহাতে (আজমীঢ় হইতে ১৯৭৬ সংবতে প্রকাশিত) আছে—"জব্ সৃষ্টিকা সময় আতাই তব্ পরমাত্মা উন্ পরম সূক্ষ্ম পদার্থো কো ইকট্টা করতাই।" ২৩৩ পৃ। ইহাতে সৃষ্টির পূর্ব্বে পরমাত্মা ও সূক্ষ্ম পদার্থ এই দুই ছিল। সূক্ষ্ম পদার্থ তাঁর সৃষ্টি নয়। তজ্জন্য তাঁর অপেক্ষা আছে। সুতরাং তিনিও স্বতন্ত্র নন। কুলাল যেমন ঘট সৃষ্টির পূর্ব্বে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র সংগ্রহ করে ইহাও তদ্বৎ। সূক্ষ্ম পদার্থ পরমাত্মার সম সাময়িক কি পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে? তাহা এবং এই পরমাত্মাকেই বা কে সৃষ্টি করিল? আর যদি সূক্ষ্ম পদার্থ পরমাত্মারই সৃষ্ট হয় তাহা কি তিনি মাকড়সার ন্যায় আপন দেহ হইতে উপাদান নির্গত করতঃ সৃষ্টি করিয়াছেন? যদি নিজেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ হন তবে তৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি একই ছিলেন। তৎকালে তাঁর চক্ষু কর্ণ হস্তপদাদি অঙ্গ বিভাগ ছিল কি ছিল না? যদি অঙ্গ বিভাগ ছিল তবে মূর্ত্তি পূজায় আপত্তি থাকা ঠিক নয়। আর যদি কোন অঙ্গ বিভাগ ছিল না নিশ্চয় হয়

তবে অভেদে অদ্বৈত-তত্ত্ব স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র কীট মাকড়সার আপনা হইতে উপাদান দিয়া সুত্র ও জাল নির্ম্মাণের শক্তি আছে আর পরমাত্মার যদি সে শক্তি না থাকে তবে তিনি সর্ব্বশক্তিমান নহেন। অল্প শক্তিমান হইয়া পড়েন। যদি পরমাত্মার সূক্ষ্ম পদার্থ সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল তবে তাহা কোন স্থান হইতে সংগ্রহ করিলেন। সেস্থানও পূর্ব্বে ছিল। আর পরমাত্মা যে স্থানে থাকিয়া সৃষ্টি করিলেন সে স্থানও পূর্ব্বেই ছিল তাহাই বা কে কখন সৃষ্টি করিল। যদি জীব পরমাত্মা হইতে স্বতন্ত্র হয় তবে সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহারা কোথায় ছিল? যেথায় ছিল সেইস্থান ও তাহাদিগকে কে সৃষ্টি করিল? না জীব স্বয়ম্ভূ। যদি জীব স্বতন্ত্র হয় তবে ঈশ্বরের আদেশ মানিবে কেন? ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান জ্ঞানে পূজাই বা করে কেন? আর যদি ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হন্ তবে তিনি জীবজগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করিতে পারেন। যেমন ইচ্ছাশাসন করিতে পারেন এবং মাকড়সা যেমন নিজ গাত্র হইতে রস দিয়া সূত্র নির্ম্মাণ করে এবং সেই সূত্র আবার নিজ মধ্যেই গুটাইয়া লয় তদ্বৎ ঈশ্বরও জীবকে স্ব স্বরূপে নিবার শক্তি রাখেন ও স্ব স্বরূপে লয় করিয়া নিতে পারেন। জীব ও জগৎ ঈশ্বরের অংশ হইলেও যাঁহারা জীবত্ব শাশ্বত বলেন তাঁদের ঈশ্বরও অল্প শক্তিমান। নিজের যে অংশ জীবত্বে পরিণত হয় তাহা পুনরায় স্ব স্বাভাবিক স্বরূপে পরিণত করিয়া লইবার শক্তি তিনি রাখেন না। যদি সে শক্তি রাখেন তবে জীবের শিব হইতে কোন বাধা নাই। জীব চিরকাল জীব থাকিবে কেন? জীবের উৎপত্তি থাকিলে লয় অবশ্যম্ভাবী। উৎপত্তি কার্য্য, কার্য্য কারণে লয় হয়। জীব সৃষ্ট বা কার্য্য হইলে তাহা কারণে লয় হইতে বাধ্য। জীবের কারণ কি? তাঁর কোন অংশ হীনবল জীবরূপে পরিণতই বা হয় কেন? কে তাঁর অঙ্গে এই বৈষম্যের সঞ্চার করে? না তিনি স্বতঃই বিকারগ্রস্ত? তবে এহেন বিকারগ্রস্ত হীনবলের উপাসনা করা

কেন? সর্ব্বশক্তিমান্ বলাই বা কেন? যদি বাহিরের শক্তি তাঁহাতে বৈষম্যের সঞ্চার করে তবে সে শক্তি কোথায়? কি ভাবে থাকে? সে শক্তি ঈশ্বর হইতেও প্রবল হইবে, যে ঈশ্বরের বিকার সৃষ্টি করে। যেমন জেন্দাবস্তে দেখিতে পাই, প্রবল পরাক্রম অহুর মজদা ক্রমে ষোলটি স্থান তাঁর ভক্তজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দে বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিলেন, আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অঙ্গিরা মন্যু তাহা সব নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া দিল। অহুর মজদার শক্তি নাই যে, অঙ্গিরামন্যুকে বধ করেন। তাই জেন্দশাস্ত্রে দেবোপাসক অঙ্গিরামন্যু ও তাঁর পূজ্য দেবগণ প্রতি দুর্ব্বলের বল অভি-শাপ প্রদান হইতেছে যে, "দেবতারা উত্তরে মারা যাউক" ইত্যাদি। বাইবেলের ঈশ্বরও প্রায় তদ্রূপই। তাঁর সখের ইডেন, তাঁর নিজ মূর্ত্তির অনুরূপ মনুষ্য সৃষ্টি শয়তান কোথা হইতে আসিয়া নষ্ট করিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারে নাই, শয়তানকে তিনি মারিয়া ফেলিবার শক্তি রাখেন না। যখন হীনবল হীনশক্তি জীব সহস্র উপাসনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও জীবই থাকিবে, হীনবলই থাকিবে, তবে উপাসনা করা কেন? নিষ্ফল কর্ম্মানুষ্ঠান কেহ করে কি? ঈশ্বরের কিছু বেশী শক্তি থাকায় যদি তিনি জীবকে আপন উপাসনা বা সেবা করিতে বাধ্য করেন, তবে তিনি আর সেলামপ্রিয় বাদশায় তফাৎ কি? অলমিতি বিস্তরেন। ব্রহ্মই জগৎ কারণ। তাঁর সৃষ্ট অর্থই বৈষম্য। যদি সব একাকার, একরূপ হয় যেমন অব্যক্ত অবস্থায় তবে আর সৃষ্টির সৃষ্টিত্ব কোথায়? বৈচিত্রতাই সৃষ্টি; বৈষম্যই বৈচিত্রতা। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি, সমতায় প্রলয়। পরমাণু সমষ্টিও সৃষ্ট, যদি পরমাণুই পরমাণু থাকে, সে সৃষ্টির কোন মহিমাই নাই। পাশ্চাত্যমতেও বৈষম্যেই সৃষ্টি, কয়লা ও হীরক একই কার্ব্বন নামক পদার্থ। কাঁপ, চাপ, তাপের বৈষম্যজনিত বৈষম্য। একই "প্রটাইল" হইতে ঘূর্ণির ব্যত্যয়ে বা বৈষম্যে বিষম প্রকৃতির বা

বিভিন্ন গুণযুক্ত রেণুর উৎপত্তি। এই বৈষম্যের মধ্যে এক সমতার নিদর্শন জাগে। তাহা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হওয়াই মনুষ্য জীবনের সার্থকতা। বেদের সংহিতাংশে যাহা বীজভাবে ছিল ব্রাহ্মণাংশে তাহার অঙ্কুরসহ পত্রোদ্গম হইয়াছে। পশ্চাৎ ভগবান শঙ্করাচার্য্য সেই অদ্বৈত তত্ত্বকে শাখা ফুল ফলে সুশোভিত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণাংশে যে সকল দ্রষ্টার নাম ‹ বিশেষ উল্লেখযোগ্য তাহা—মহীদাস, ঐতরেয়, কৌষিতকী, তিত্তীরি, জৈমিনী, উদ্দালক আরুণি, যাজ্ঞ্যবল্ক, পিপ্পলাদ, শৌনক, শ্বেতাশ্বতর, অশ্বলায়ন, শাণ্ডিল্য, শ্বেতকেতু প্রভৃতি। মহীদাস ঐতরেয় ইতরের গর্ব্ভজাত। ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ইঁহারই নামানুসারে নাম গ্রহণ করিয়াছে। ঋগ্বেদীয় কৌষিতকী ব্রাহ্মণ বা শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ কৌষিতকীর নামানুসারে হইয়াছে। ইঁহার পুত্র কহোল, তৎপুত্র অষ্টাবক্র। তিত্তীরি হইতে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের নাম ও তৎ ব্রাহ্মণাংশের নাম তৈত্তীরিয় হইয়াছে। জৈমিনী হইতে সামবেদীয় তলবকার ব্রাহ্মণ হইয়াছে যাহার একাংশ কেন উপনিষদ্। উদ্দালক আরুণি সামবেদীয় ছান্দোগ্যে "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের দ্রষ্টা। যাজ্ঞবল্ক্য বৃহদারণ্যকে জনক সভায় প্রসিদ্ধ বক্তা। তিনি শুক্লযজুর্ব্বেদের ও শতপথ ব্রাহ্মণের আখ্যাতা। পিপ্পলাদ প্রশ্ন-উপনিষদে উপদেষ্টা। শৌনক মুণ্ডক উপনিষদের শ্রোতা এবং ঋগ্বেদের দেবতাদি বিষয়ক "বৃহদ্দেবতা" নামক গ্রন্থ প্রণেতা। শ্বেতাশ্বতর এতন্নামীয় সংহিতার আখ্যাতা; তদংশ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ। অশ্বলায়ন কৈবল্য-উপনিষদের শ্রোতা এবং শ্রৌত ও গৃহ্যসূক্ত প্রণেতা। ইনি শৌনকশিষ্য শাণ্ডিল্য গোত্র প্রবর্ত্তক। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে "শাণ্ডিল্য বিদ্যা" তাঁহা হইতে আগত। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ও "তজ্জলানীতি" বাক্য ইঁহারই দৃষ্ট। তৎজ, তৎল, ও তৎঅন, সংক্ষেপে তজ্জলানি হইয়াছে। অর্থ—তাঁহার হইতে জাত, তাঁহাদেরই লয়, তাঁহাতেই প্রাণন বা স্থিতি তটস্থ লক্ষণে ব্রহ্ম লক্ষণ। শ্বেতকেতু মহর্ষি উদ্দালক পুত্র

ও শিষ্য, তত্ত্বমসি মূলক বেদান্ত শাস্ত্র তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই অভিহিত। এই সকল ঋষিগণ মধ্যে মহর্ষি আরুণি ও তৎশিষ্য বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য যেরূপ সরলভাবে বেদান্তের আলোচনা বিস্তার করিয়াছেন তাহা অতীব উপাদেয়। ইঁহাদের দৃষ্ট মন্ত্র হইতে কিয়দংশ পাঠক গণের গোচরার্থ আলোচিত হইল। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বশিষ্য শ্বেতকেতুকে অনুসাশন করিতে গিয়া যে অমূল্য "সৎমূলং" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য সকল উপদেশ করিয়াছেন তাহা যুগে যুগে মানব হৃদয়কে উজ্জ্বল করিয়া আসিয়াছে ও করিবে। জীব-ব্রহ্মের একতা-বিধায়ক ঐ ক্ষুদ্রতম বাক্যে বেদরাশির সারমর্ম্ম সম্যক নিবদ্ধ রহিয়াছে। জগৎ সম্মূলক। জড় প্রকৃতি বা পরমাণু বা অভাব হইতে জগতের উৎপত্তি নহে। ইহা তারস্বরে ঘোষণা করিয়া তিনি অদ্বৈততত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণান্তর্গত যে কতিপয় অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষৎ নামে প্রসিদ্ধ, তাহার ষষ্ঠ অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদাত্মক বেদান্ত-শাস্ত্র যে ভাবে উক্ত আছে, নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া হইল। মহর্ষি উদ্দালক আরুণি গৌতম স্বপুত্র শ্বেতকেতুকে গুরুগৃহে পাঠাইলেন; তিনি গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর বাস করিয়া গুরুর শুশ্রূষা দ্বারা গুরুর সন্তোষ বিধান করিয়া চারি বেদ, অধ্যয়ন করতঃ বিদ্যাভিমানী হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মহর্ষি পুত্রকে অনুচানমানী দেখিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি পুত্রকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস তোমার ব্যবহারে বোধ হয় তুমি ব্রহ্ম বা মধু বিদ্যা যাহা চিত্তকে মধুর করে তাহা সম্ভবতঃ প্রাপ্ত হও নাই। পুত্র বলিল, "উহা কিরূপ?" মহর্ষি বলিলেন "যেনা শ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি", এই আদেশ তুমি পাও নাই? বেদান্তসূত্রে এইটী প্রতিজ্ঞা বাক্য বলিয়া গৃহীত। অর্থ—যাহা শ্রবণ করিলে আর কিছু শ্রাব্য থাকে না, যাহা মনন করিলে অতর্কিত বিষয়ও বিচারিত হইয়া যায় এবং বোধগম্য

হইলে অনিশ্চিত সবকিছু নিশ্চিত রূপে বিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহা কি তুমি আদিষ্ট হও নাই? শ্বেতকেতু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কি প্রকার?" পিতা বলিলেন, যেমন এক মৃৎপিণ্ডকে জানিলে যাবতীয় মৃন্ময় পদার্থ জানা যায়; মৃন্ময় বিবিধ নামরূপাত্মক দ্রব্য সকলের নামরূপ কথার কথা, মৃত্তিকাই সত্য। হাণ্ডি, কলসী ঘট, খাপরা, গেলাস, পুতুল, এইসব নামের পটাপটি, এই আছে এই নাই। যখন ঐ সকল দ্রব্য ভাঙ্গিয়া চুরমার হয়, তখন আর ইহা ঘট, ইহা পুতুল, বলিবার কিছু থাকে না মাটী খাঁটী তা ঠিক্ থাকে। নামরূপ বাক্যের আরম্বড় মাত্র; ঐ সব বৈকারিক প্রলাপের ন্যায়। যেমন সুবর্ণ নির্ম্মিত একটী দ্রব্য দেখিলেই সোনার সবজিনিষ জানা যায়, নামরূপ কথা মাত্র সার, বৈকারিক। সুবর্ণই সত্য। যেমন সোনার হার, বাজু, বালা শব্দে কিছু নিহিত নাই নাম মাত্র। অজ্ঞানীই নামরূপে সত্যতা আরোপ করে পৃথক্ পৃথক দ্রব্য সত্ত্বা মনে করে। বুদ্ধিমান্ উহাতে সুবর্ণই লক্ষ্য করে, নামরূপাত্মক বাক্য বিকারাত্মক, অসার। যদি কেহ ঐ সকল বিভিন্ন অলঙ্কার বিক্রয়ার্থ পোদ্দারের দোকানে যায় তখন পোদ্দার নামরূপ আকার ভেদে দৃষ্টি মোটেই দেয় না, কত ওজনের সোনা আছে তাহাই লক্ষ্য করে মাত্র। সুবর্ণের কার্য্য হার, বাজু, বালা কিছু নয়, কারণ যে সোনা তাহাই ঠিক্। কারণ সত্য, কার্য্য বৈকারিক, কথার কথামাত্র। মনে কর একজন কন্যার বিবাহ দিবে, অলঙ্কার তৈয়ার করার জন্য একশত ভরি সুবর্ণ পিণ্ড আনয়ন করিল। উহাতে হার, বাজু, বালা আছে কি? উহা দ্বারা টাকৃশাল হইতে গিনি মোহরও হইতে পারে, সুবর্ণকার দ্বারা পানের ডিবা, রিকাবীও তৈয়ার হইতে পারে, আবার হার, বাজু, বালাও তৈয়ারী হইতে পারে, সোনার শিবলিঙ্গ বা গণেশ কি গোপাল মূর্ত্তিও তৈয়ার হইতে পারে, ইঁন্দুর বানরও তৈয়ারী হইতে পারে। যাহাই তৈয়ার হউক, সুবর্ণত্বের কোন হানি হয় না; নামরূপাত্মক আকার প্রকার

কিছু সুবর্ণপিণ্ডে নাই। তুমি যাহাকে আংটী বল অন্যে তাহাকে রিঙ্ বলে। নামের কোন ঠিকানা নাই। উহা বৈকারিক কথার কথামাত্র। আজ যেটা বালা সেটা ভাঙ্গিয়া কাল আংটী করা যাইতে পারে। সোনা যে সেই। বালা রহিল না আংটী হইল। সুতরাং কার্য্য কিছু নয়, কারণ সত্য। নাম রূপাত্মক কার্য্য সুবর্ণে আরোপিত হয়। উহা সুবর্ণের ধর্ম্ম নহে। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা কল্পনাই আরোপ বা অধ্যাস। যাহাতে যাহা নাই তাহাতে তাহা আরোপকে বিবর্ত্ত বলে। সুতরাং নামরূপাত্মক সোনার দ্রব্যে যে স্বর্ণ চিন্তা ত্যাগে নাম রূপের আরোপ তাহা বিবর্ত্ত মাত্র। অতস্মিন্ তজ্জ্ঞানং। ঋষি পুনঃ বলিলেন একটী লৌহ নিম্মিত নরুণ দৃষ্টে সকল লৌহময় দ্রব্য জ্ঞাত হওয়া যায়। লৌহের কার্য্য যে কুঠার, কুদ্দাল ইত্যাদি নামরূপ তাহা কথার কথা, বৈকারিক বাদ মাত্র, লৌহই সত্য। ইহা দ্বারা ঋষি বুঝাইলেন কার্য্য ঠিক নয়, কারণ ঠিক্। তেমনি এই জগৎ কার্য্য, উহা ঠিক নহে, উহার যে কারণ তাহা সত্য। এই ঠিক্ শব্দটী স্থলে সংস্কৃতে সৎ ও অঠিক স্থলে অসৎ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। তাহাতে বলা হইল কারণ সৎ কার্য্য অসৎ। কারণ কে জানিলে কার্য্য জানার আর বাকী থাকে না মনে কর একটি লোক রাস্তায় একটী আংটী কুড়াইয়া পাইল। তখন সে নিজেও দেখে, অন্যকেও দেখায় আংটী বলিয়া নয়, উহা সোণার কি পিত্তলের; আংটীত্ব কার্য্য, তৎপ্রতি লক্ষ্য নয় কারণের প্রতি লক্ষ্য; সোনাও কারণ হইতে হইতে পারে, পিত্তল ও কারণ হইতে পারে। যদি সুবর্ণ কারণ হয় তবে আংটীটী মূল্যবান্; আর যদি কারণ পিত্তল হয় উহা অকিঞ্চিৎকর। আকার নামরূপ যে কার্য্য, তাহা কিছু নয় কারণই সত্য। এইরূপ জগৎ-কারণকে জানিলে সব জানা হয়। কার্য্য মিথ্যা, কারণ সত্য। ইহাই আদেশ; আদেশ অর্থ—আ সমন্তাৎ দিশতি নির্দ্দিশতি স্বরূপং যেন। সত্য স্বরূপকে যাহা দ্বারা নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ করে তাহাই আদেশ।

আদেশ মিথ্যা হইতে পারে না। তাই এই আদেশবাক্য প্রতিজ্ঞাবাক্য স্বরূপে বেদান্তসূত্রে গৃহীত হইয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন পুত্র বা শিষ্যকে যাহা সত্য তাহাই শিক্ষা দেন, এজন্য তাঁদের বাক্যও আদেশ বলিয়া উক্ত হয়। শ্বেতকেতু এই দৃশ্য প্রপঞ্চ যে ব্রহ্মে আরোপিত বাক্যমাত্র তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না হওয়ায় বলিলেন, "সবিশেষ বলুন।" ঋষি বলিলেন—"সদেব সোম্যইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং"। অর্থ—হে সোম্য সৎইমাত্র প্রপঞ্চ সৃষ্টির অগ্রে দ্বিতীয়রহিত অখণ্ড একরস; অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার ভেদ রহিত ছিলেন। ঋ ১০।১২৯।২ মন্ত্রে "আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্-হঅন্যংনপরঃ কিঞ্চন আস।" একই বিষয় প্রকাশক। কোনই প্রভেদ নাই। তাঁহা হইতে অন্য অপর কিছুই ছিল না। সৎ শব্দ অস্তিত্ব জ্ঞাপক। অর্থাৎ "আছেন" এই যে ভাববস্তু তাঁহাকেই প্রকাশ করে। অসৎ= ন সৎ অর্থাৎ অভাব বা শূন্যতা প্রকাশক। ইদং শব্দ নিকটবর্ত্তী ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য পদার্থকে নির্দ্দেশ করে। দৃশ্যমান্ জগৎ প্রপঞ্চই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, সুতরাং ইদং পদ দ্বারা ইহা নির্দ্দেশিত হয়। অগ্র=সৃষ্টির অগ্রে। আসীৎ ছিল। ইহাতে পূর্ব্বে ছিলেন এখন নাই বা পশ্চাৎ থাকিবেন না বলা হয় নাই। তাৎকালিক অবস্থা জ্ঞাপক মাত্র। এক অর্থ এক রস, সর্ব্বত্র একরূপ, সর্ব্বপ্রকার ভেদ রহিত। সর্ব্বত্র সমভাব বৈষম্যাভাব। যেমন নখ, চুল, হাড়, মাংস, শোণিত একই দেহে থাকে, ইহা বৈষম্যযুক্ত। যেমন একগ্লাস জল ইহার উপরে মধ্যে ও নীচে একই রস, তদ্বৎ। অদ্বিতীয় বলায় দ্বিতীয় রহিত, অসঙ্গ, সর্ব্বব্যাপী বলা হইয়াছে। যেমন ঈশা উপনিষদে ব্রহ্মকে "সপর্য্যগাৎ শুক্রমকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধং" বলা হইয়াছে। অন্য কিছু ছিল না বলিলে প্রকৃতি, মায়া বা তমঃ বা এতজ্জাতীয় কিছু সূক্ষ্ম কণ্টক মাংসে যেমন অদৃশ্যভাবে বিদ্ধ থাকে তদ্বৎ ব্রহ্মে না থাকা। ময়লা যেমন চর্ম্মে অদৃশ্যভাবে থাকে

তদ্বৎ মায়া ব্রহ্মে না থাকা জন্য শুদ্ধ। শরীর রহিত, স্নায়ু রহিত, ব্রণ রহিত বলা, যেমন ব্রণ প্রথম দূষিত রক্তরূপে সূক্ষ্ম স্নায়ুতে থাকে, পশ্চাদ্ চর্ম্মভেদ করিয়া উদ্গত হয়। তদ্বৎ মায়া ব্রহ্মে সূক্ষ্ম স্নায়ুবৎ কোন স্থানে অবস্থিতি করেন না, শ্রুতি ইহাই লক্ষ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাশ্রয়ে মায়া থাকে না অর্থাৎ "জুজু"বৎ মায়া অসৎ বা নাই। শুক্র বলায় উজ্জ্বলতা যেখানে সেখানে তমঃ স্থান পায় না বলিয়া যেমন অসঙ্গ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তদ্বৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ বাক্য এখানে প্রয়োগ হইয়াছে। ভেদ তিন প্রকার—স্বগত, স্বজাতীয়, বিজাতীয়। যেমন একটি বাগান চারিদিকে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত, মধ্যে পুকুর বিশিষ্ট। বাগানে নিম্ব, তেঁতুল, আম, খেজুর, তাল, লিচু, কলা ইত্যাদি নানাপ্রকারের বৃক্ষ আছে। এই এক একটি গাছে মূল, কাণ্ড, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফল আছে। এখন একই বৃক্ষে এই যে মূল, ফলাদির বিভিন্নতা, ইহা স্বগত ভেদ। নিম্ব তেঁতুলাদি বৃক্ষে বৃক্ষে যে ভেদ তাহা স্বজাতীয় ভেদ এবং ইষ্টক ও জল সহ বৃক্ষের যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ বলিয়া অভিহিত হয়। অদ্বিতীয় বা অসঙ্গ বলায় মায়া, জীব, জগৎ কোনই কিছু ছিল না। সৎবলায় যাহা নিত্যকাল একরূপে স্থিতিশীল তাহাকে বুঝায়। যিনি অগ্রে সৎ ছিলেন এমনও সৎ আছেন পশ্চাতেও সৎ থাকিবেন এমন যে সৎ বস্তু তাহাতে কদাপি কোন পরিবর্ত্তন ঘটিতেই পারে না। ঘটেও নাই। তবে মায়া, জীব, জগৎ কোথা হতে এলো? উহা প্রকৃত পক্ষে নাই, আছে বলিয়া ভ্রম হইতেছে, ইহাই বলিতে হয়। জগতে সমতা নাই, সর্ব্বত্রই বৈষম্য পূর্ণ, অথচ তিনি সমভাব। যেমন ভেল্কীবাজীতে কত কিছু দেখায় কিন্তু সব ফক্কিকার। তেমনি এই মায়িক জগৎ, জগতে জীব। এই জগতে বৈষম্য কেন? অনুসন্ধানে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ এই তিন গুণের বৈষম্যে সৃষ্টি ও সমতায় প্রলয় ঘটে জানা যায়। গুণ বৈষম্যে বুদ্ধির বৈষম্য। বুদ্ধির

বৈষম্যে মত ভেদ। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমাবধিই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। বৈষম্যেই যার আরম্ভণ তাহাতে সমতা, সমবুদ্ধি, সমপ্রাণতা অসম্ভব। তাই প্রচারকগণ যতই সমতা বলিয়া চিৎকার করুন না কেন, সমতা ঘটিতেই পারে না। যিনি সমতার ঘোষণা করেন ও যাদের জন্য ঘোষণা করেন তাহাতেই বৈষম্য বিদ্যমান। বুদ্ধির বৈষম্য অর্থাৎ নূন্যাধিক্য জনিত যে বৈষম্য তাহা ঘোষণা দ্বারা বিদূরিত হইবার নহে। একজন যাহা ভাল মনে করে, অপরে তাহাতে দোষ দর্শন করে। যেমন মদ্য মাংস আহার একজন নির্দ্দোষ চক্ষে দেখেন, অপরে তাহা দোষ-দুষ্ট দেখেন। যাহা তমোগুণী ভাল বলেন, রজোগুণী তাহা নিন্দাই বলেন। যাহা রজোগুণী শ্রেষ্ঠ মনে করেন সত্ত্বগুণী তাহা নিকৃষ্ট বলেন। লোকে "রুচীনাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজু কুটিল নানাপথজুষাং" হইয়া থাকে। তাই একটা শ্লোক আছে "বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না নাসৌ মুনির্যস্যমতং ন ভিন্নং" এই কথাটী সংসারে সদাকাল সত্য। এজন্য বৈদিক সত্য যুগেও বিভিন্ন মতবাদী থাকা পরিদৃষ্ট হয়। বৌদ্ধযুগে এইরূপে বুদ্ধির তারতম্য ভেদে ছয়টী বিভিন্ন মতাবলম্বী বৌদ্ধ সম্প্রদায় একই বুদ্ধদেবের আদেশ উপদেশের মর্ম্ম বিচারের জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল। তন্মধ্যে একদল সৌত্রান্তিক বা শূন্যবাদী বলিয়া অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের মতে অসৎ বা অভাব (শূন্য) হইতে সৎ বা ভাব পদার্থের উৎপত্তি স্বীকৃত হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপে তাঁরা বলেন মৃৎ-পিণ্ড ধ্বংসে ঘটাদির উৎপত্তি, বীজ ধ্বংসে অঙ্কুর উৎপত্তি হইয়াছে। এই অভাব হইতে ভাবোৎপত্তি বা অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি বাদটী বৌদ্ধযুগের অভিনব বিতর্কিত বিষয় নহে। উহা বহু প্রাচীন; সত্যাদি যুগেই উক্তবাদ থাকা জানা যায়। ছান্দোগ্য শ্রুতিতেই এই মতবাদের খণ্ডনোক্তি আছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎ মাত্রের অবস্থিতি বলিয়াই, মহর্ষি আরুণি শিষ্যের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন ও নিশ্চয়াত্মক করার জন্য বলিয়াছেন—

"তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেক মেবাদ্বিতীয়ং। তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।" অর্থ—কেহ কেহ বলেন যে, অসৎই সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় ছিলেন। সেই অসৎ হইতে সতের উদ্ভব হয়। মহর্ষি আরুণি তৎপর বলিয়াছেন "কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি।" অসৎ হইতে সতের উত্তপত্তি কিরূপে সম্ভবে? অর্থাৎ সম্ভবপর নহে। এই সৎ ও অসৎ শব্দদ্বয় ব্যবহারে বিভিন্ন দর্শনের সৃষ্টি করা হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যের সৎ প্রকৃতি হইতে জাত কার্য্য সৎ এই মতবাদ "সৎকার্য্যবাদ" বলিয়া কথিত হয়। পাতঞ্জলির যোগেরও ইহা স্বীকার্য্য। সৎপরমাণু হইতে জাত পদার্থ-নিচয় অসৎ ইহা ন্যায়-বৈদেশিকের মতবাদ; ইহাকে "আরম্ভবাদ" বলে। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণের অসৎ হইতে সতোৎপত্তি "শূন্যবাদ" বলিয়া অভিহিত হয়। এই সৎ অসৎ শব্দের বিভিন্ন অর্থও দেখা যায়। যেমন সৎ অর্থ মূর্ত্ত, অসৎ অর্থ অমূর্ত্ত। সৎভাব বস্তু। অসৎ অভাব বস্তু। সৎ সত্য, অসৎ মিথ্যা। সৎ ভাল, অসৎ মন্দ। সৎ অবিনাশী, অসৎ বিনাশশীল। সৎ ব্রহ্ম অসৎ মায়া। এই অসৎ মায়া, তম, অবিদ্যা, মূলা, প্রধানা প্রকৃতি, অব্যক্তা, অন্ন, প্রষতি স্বধা, অব্যাকৃতা, দিতি ইত্যাদি নামে কথিত হয়। সৎ হইতে অসৎ ও অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি, কিম্বা সৎ হইতে সতের বা অসৎ হইতে অসতের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে। তাই মহর্ষি কিরূপে সম্ভবে বলিয়াছেন। যেখানে যাহা সূক্ষ্মরূপে নাই তাহা হইতে তদোৎপত্তি সম্ভবেনা। যেমন তিলে বা সরিষায় তৈল সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে তাই তাহা পিষিলে তৈল পাওয়া যায়। তিল বা সরিষার মত ক্ষুদ্র উপলখণ্ড পিষিলে তৈল পাওয়া যায় না; কারণ উহাতে তৈল সূক্ষ্মভাবে থাকে না। কচি ডাব নারিকেলে কেবল জল দেখা যায়। তাহাতে কি নারিকেল ও নারিকের শাঁস সূক্ষ্মভাবে নাই? বটবীজ যতই অনু হোক না কেন উহাতে সমূল সশাখা সপল্লব বটবৃক্ষ সূক্ষ্মভাবে থাকে, তাই তাহা হইতে বটবৃক্ষ জন্মে। মৃৎত্তিকার অভাব হইতে

ঘটোৎপত্তি হয় না ; মৃত্তিকা হইতেই ঘটোৎপত্তি। উহা দ্বারা মৃৎপিণ্ড রূপান্তর লাভ করিয়াছে ; ধ্বংস হয় নাই। বীজ ধ্বংসে অঙ্কুর উৎপত্তি হয় না, বীজ অঙ্কুররূপে পরিণত হয় মাত্র। যদি বীজ অগ্নি সাহায্যে ভাজিয়া নেওয়া যায় তাহাতে বীজ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, উহা হইতে অঙ্কুরোৎপত্তি সম্ভবে না। সৎ ও অসৎ (ন-সৎ) একাত্রাবস্থান করে না। যেমন আলো ও আঁধার একই সময়ে একস্থানে থাকে না তদ্বৎ। কাজেই সৎ হইতে অসৎ ও অসৎ হইতে সৎ উৎপত্তি সম্ভবেনা। সৎ ও অসৎ ইহাদের লক্ষণ গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—"নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" ২।১৬। অর্থ, অসতের কোন সত্ত্বা বা বিদ্যমানতা নাই। সতের কখনও অভাব হয় না অর্থাৎ বিনাশ নাই। সৎ হইতে সতের উৎপত্তি সম্ভবপর নয়। কারণ যাহার উৎপত্তি আছে তাহারই বিনাশ আছে। দ্বিতীয়তঃ উৎপত্তি বৈকারিক ব্যাপার। সৎ হইতে উৎপত্তি করিতে গেলেই সৎকে বিকার গ্রস্ত হইতে হইবে। সৎ যাহা তাহা নিত্যই একরূপ, কদাপি কোন হ্রাস বৃদ্ধি তাতে ঘটেনা, বিনাশও ঘটে না। অসৎ অভাব তাহা হইতে উৎপত্তি হইতে পারে না কারণ যাহা উৎপত্তি লাভ করিবে তাহার সত্ত্বা অর্থাৎ ভাব থাকিতে হয়। যাহার সত্ত্বাই নাই তাহার উৎপত্তি কি? সুতরাং "কথমসতোসজ্জায়েতেতি" বলাতেই ঋষি অন্য সব মতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যদি কেহ মনে করেন যে, অসৎ হইতে সৎ-উৎপত্তি-বাদ বৌদ্ধ যুগের সৃষ্ট সুতরাং এই উপনিষদ বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী বা সমসাময়িক, তাঁহাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদের কোন কোন বিষয় অমান্য করিলেও উহা বেদমূলক। বুদ্ধ তাঁর ধর্ম্ম ভারতের বাহির হইতে শিখিয়া আসিয়া ভারতে প্রচার করেন নাই। ভারতে যাহা ছিল তাহা হইতে শিখিয়াছেন। ভারতে বেদেই উহা ছিল সুতরাং তাঁর মতবাদ বেদ হইতে গৃহীত। যেমন অহিংসা নীতি, ব্রহ্মচর্য্য ও ধ্যানাদি গৃহীত তেমনি

অসৎ বা শূন্যবাদ বেদ হইতেই গৃহীত। ঋ ১০।৭২ সূক্ত লোক্য বৃহস্পতি দৃষ্ট ; তাহাতে "অসতঃ সজ্জায়ত" বাক্যটী আছে। চার্ব্বাকৃবাদ বা লোকায়ত মতবাদ এই লোক্য বৃহস্পতি হইতে আগত। এমন উক্তি মহাভারতাদিগ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয়। যদ্যপি উক্ত মন্ত্রের অসৎ শব্দ অব্যক্ত বা অমূর্ত্ত। যেমন আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়, কিন্তু আকাশ অমূর্ত্ত, অব্যক্ত ; তাহা হইতে বায়ু। এইরূপ অর্থ থাকিলেও উহার কদর্থ গৃহীত হইয়া ঐ মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে। অদ্বৈতবাদও এইরূপ বেদমূলক হইলেও, বাদরায়ণ এবং গৌড়পাদ প্রভৃতি অদ্বৈত তত্ত্বের বিস্তার করিলেও উহা পশ্চাৎভাবী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত-বাদ বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে। অতঃপর মহর্ষি আরুণি বলিয়াছেন "তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয়েতি"। তিনি ঈক্ষণ করিলেন বহু হইব প্রজা সৃষ্টি করিব। ঋগ্বেদেও ১০।১২৯।৪ আছে "কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধিমনসোরেতঃ প্রথমংযদাসীৎ"। পশ্চাৎ সৃষ্টির আরম্ভণ সেই সৎ তেজ সৃষ্টি করিলেন। ইহাতে সাংখ্যের প্রকৃতি সৃষ্টি কর্ত্রী তাহা নিরস্ত হয়। তৈত্তিরীয়েও এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাৎবায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। আগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। সেই তেজ হইতে জল ও জল হইতে অন্ন বা ক্ষিতি তত্ত্বের উদ্ভব হইল। এখানে আকাশও বায়ু অমূর্ত্ত ভূত দ্বয়ের সৃষ্টি তেজে অন্তর্ভাব করতঃ সৃষ্টি তত্ত্ব বলা হইয়াছে। যেমন সূক্ষ্মশরীর পঞ্চপ্রাণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ চতুষ্টয় (মন, বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার) দ্বারা সংঘটিত হইলেও সপ্তদশ কলা বিশিষ্ট বলা হয়। মনে চিত্ত ও বুদ্ধিতে অহঙ্কারকে অন্তর্ভাব করিয়াই সপ্তদশ বলা হয় বস্তুত উহা উনবিংশতি কলা বিশিষ্ট। তেমনি শিষ্য-বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাদি লক্ষ্য করিয়াই ঋষি নামরূপাত্মক বা মূর্ত্ত পদার্থের দ্বারা সৃষ্টির আরম্ভন করিয়াছেন। যেমন রামের বাটীতে দুর্গাপূজা হইতেছে বলিলে লক্ষ্মী, স্বরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশাদির পূজাও হইতেছে বলা হয় তেমনি।

ঋগ্বেদের ১০।১২৯ সূক্তের উল্লিখিত মন্ত্রে মানস বা সূক্ষ্মসৃষ্টির কথা আছে। এখানেও মহর্ষি আরুণি সূক্ষ্মভূতের সৃষ্টির পর সূক্ষ্ম দেহ উৎপত্তি ও তাহাতে সতের জীবরূপে অনুপ্রবেশের উপদেশ করিয়াছেন। এবং তৎপর দৃশ্য প্রপঞ্চ বা বিরাট উৎপত্তি বর্ণিত। "অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"। তৎপর ঋষি পঞ্চভূতের বা ভূতত্রয়ের নানারূপ সংযোজনে যে স্থূলভূতের সৃষ্টি হয় তাহা বলিয়াছেন। উহা ত্রিবিৎ—করণ ও পঞ্চীকরণ নামে প্রসিদ্ধ ; নিম্নে বিমিশ্রণ প্রণালী প্রদর্শিত হইল—

ত্রিবিৎকরণ—	অবিমিশ্রিত অগ্নি	অবিমিশ্রিত অপ	অবিমিশ্রিত অন্ন	মিশ্র
	॥০	।০	।০	=১ অগ্নি
	।০	॥০	।০	=১ অপ
	।০	।০	॥০	=১ অন্ন

পঞ্চীকরণ—

অপঞ্চীকৃত আকাশ	অপঞ্চীকৃত বায়ু	অপঞ্চীকৃত তেজ	অপঞ্চীকৃত অপ	অপঞ্চীকৃত ক্ষিতি	পঞ্চীকৃত
॥০	৵০	৵০	৵০	৵০	=১ আকাশ
৵০	॥০	৵০	৵০	৵০	=১ বায়ু
৵০	৵০	॥০	৵০	৵০	=১ তেজ
৵০	৵০	৵০	॥০	৵০	=১ অপ
৵০	৵০	৵০	৵০	॥০	=১ ক্ষিতি

তৎপর মহর্ষি আরুণি ত্রিবিৎকরণ দৃষ্টান্ত দ্বারা শিষ্যকে বুঝাইয়াছেন—যেমন মিশ্র অগ্নিতে অগ্নি, অপ ও ক্ষিতিতত্ত্ব আছে। অগ্নির যে লোহিতবর্ণ তাহা তেজের অংশ, যে শুক্লাংশ তাহা অপের, যে কৃষ্ণাংশ তাহা ক্ষিতির। যদি এই তিন ভূতাংশ অগ্নি হইতে উঠাইয়া নেওয়া যায়, তবে আর অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে কি ? তদ্রূপ সূর্য্য, চন্দ্রাদিতেও তিন ভূতের অংশ আছে।

তাহা অপসারিত করিলে ঐ সূর্য্য চন্দ্রাদির কোন সত্ত্বা থাকে না। এইযে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয় তাহা নামরূপাত্মক। উহার কোন সত্ত্বা নাই, উক্ত পঞ্চভূতই উহার কারণ, তাহাই সত্য। কারণ সত্য কার্য্য মৃষা। ক্ষিতি কার্য্যরূপে অসৎ, কারণ রূপে সৎ। অপ হইতে ক্ষিতি। অপ, কারণরূপে সত্য। তেজ হইতে অপ। তেজ কারণরূপে সত্য; অপ কার্য্য অসৎ। তেজ বায়ু হইতে জাত সুতরাং তেজ কার্য্য অসৎ; বায়ু কারণ সৎ। বায়ু কার্য্য, আকাশ কারণ। আকাশ কারণ রূপে সৎ। তাহা হইতে আকাশ জাত। আকাশ কার্য্যরূপে অসৎ। যিনি কারণ, তিনিই সৎ। এই যে কার্য্যের কারণরূপে সত্যতা, তাহাকে আপেক্ষিক সত্যতা বলে। ঋষি বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের গুরু পরম্পরায় সকলেই এই পঞ্চীকরণ জানিতেন, সুতরাং ইহা এই ঋষির সমসাময়িক নহে, বেদেই এই পঞ্চীকরণ উপদিষ্ট ছিল জানা যায়। এবং তাঁহারা এই পঞ্চীকরণ জানিতেন এজন্য তাঁদের নিকট কেহ কোন নূতন দ্রব্য উপস্থিত করিতে পারিত না। কারণ যাহাই উপস্থাপিত কর তাহাই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সংগঠিত। চাই হীরা, সোনা বা আর কিছু দ্রব্য। অতঃপর মহর্ষি স্থূলদেহ ও সূক্ষ্ম দেহের প্রকৃতি ও সংরক্ষণ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে অন্নময় মন, জলময় প্রাণ ও তেজময় বাক্। অন্ন ভক্ষিত হইলে জঠরাগ্নি দ্বারা পাচিত হয় এবং পশ্চাৎ তাহা যে সব ধাতুতে দেহ গঠিত সেই সব বিভিন্ন ধাতুতে পরিণত হয়। কোন অংশে চুল, কোন অংশে নখ, কোন অংশে স্নায়ু, কোন অংশে চর্ম্ম, কোন অংশে মাংস, কোন অংশে অস্থি, কোন অংশে মেদ কোন অংশে মজ্জা, কোন অংশে বীর্য্য ইত্যাদি গঠিত করে। ঋষি বলিলেন ভক্ষিত অন্ন প্রভৃতি তিন ভাগে বিভক্ত হয়। উহাই স্থূলাংশ পুরীষ (মল) রূপে নির্গত হয়। মধ্যমাংশ মাংসে পরিণত হয় এবং অনিষ্ঠ অংশ দ্বারা মনের পুষ্টিলাভ ঘটে। জলের স্থূলাংশ মূত্ররূপে বিনির্গত হয়। মধ্যাংশ দ্বারা

শোণিত ও অনিষ্ঠ অংশ দ্বারা প্রাণের পুষ্টিসাধন হয়। তেজ (তৈজসপদার্থ ঘৃত, তৈলাদি) ভক্ষিত হইলে উহার স্থুলাংশ দ্বারা অস্থি, মধ্যম অংশ হইতে মজ্জা ও অনিষ্ঠ অংশ হইতে বাকের পুষ্টিলাভ হয়। বাক্য সংক্ষেপার্থ কতক কতক অন্যে অন্তর্ভাব করা রীতি অনুসারে এখানে সপ্ত ধাতুর উৎপত্তি কথিত হয় নাই। সূক্ষ্ম মন ভৌতিক পদার্থ, তাহা অন্ন দ্বারা পুষ্ট, এই কথাটী শিষ্য "হাঁ জী" বলিয়া গ্রহণ না করায় ঋষি বলেন তুমি পনর দিন উপবাস কর কিন্তু জল পান করিবে। শিষ্য তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিলে ঋষি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, অমুক্ অমুক্ মন্ত্রসকল বল। শিষ্য বলিল আমার স্মৃতির ও বাক্যের স্ফুর্ত্তি হইতেছে না; ঋষি বলিলেন, যাও অন্ন খাও। অন্ন গ্রহণের পর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন এখন বলিতে পার? সে বলিল, হাঁ। তখন ঋষি বলিলেন যে, অন্নাভাবে স্মৃতি ও বাক্ স্ফুর্ত্তি পায় নাই। স্মৃতি মনের কার্য্য তাহা অন্ন গ্রহণে স্ফুর্ত্তি পাইয়াছে। জল পান করায় সে প্রাণে বাঁচিয়াছিল; অন্ন জল দ্বারা তেজের বৃদ্ধি পাওয়ায় বাক্‌স্ফুর্ত্তি ঘটিয়াছে। অতএব মন ভৌতিক পদার্থ, অন্ন দ্বারা পুষ্ট ইহা প্রমাণ হয়। মন যে ভৌতিক পদার্থ তাহা বর্ত্তমান কালে ক্লোরোফরম করায় মন আড়ষ্ট হয়, তাহার কার্য্য বন্ধ হয় ইহা হইতেও জানা যায়। সূক্ষ্ম দেহ ভৌতিক হওয়ায় উহাও স্থূলের ন্যায় জড়। উহারও নিজের কোন সংজ্ঞা নাই। দেহপিণ্ড ও সূক্ষ্মদেহ অধিকার করতঃ দেহী জীব চৈতন্য অবস্থিত এইটী বুঝাইবার জন্য ঋষি বলিলেন, গাঢ় নিদ্রার দিকে ধ্যান দাও। উহাকে "স্বাপিত" বলে; অর্থ "স্বং অপি ইতো গতো ভবতি" অর্থাৎ স্ব স্বরূপ আত্মাতে স্থিতিলাভ ঘটে। তিনি আনন্দময় তাই সংসারের যাবতীয় দুঃখের লয় হইয়া পুরুষ আনন্দময় কোষমাত্র অবলম্বনে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। এই সময় ঐ আনন্দময় কোষ অসৎ তমের আবরণ থাকায় নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি বলে কিছুই জানি না। এই যে তমজনিত অজ্ঞতা থাকে তাই সিংহ ব্যাঘ্র, কীট পতঙ্গ সবাই নিদ্রোত্থিত হইয়া নিদ্রায়

যে স্বরূপ সুখাবস্থা পাইয়াছিল তাহা ভুলিয়া গিয়া আপনাকে ইন্দ্রিয় সংস্কার পরবশে আমি সিংহ, আমি ব্যাঘ্র ইত্যাকার ভাবে ভাবিত হয়। পুত্রাভাব, চিত্তাভাব, প্রতিষ্ঠার অভাব, স্বাস্থ্যের অভাব, অন্নাভাব সর্ব্ব প্রকার দুঃখ-রাশি থাকে না এমন অবস্থা জাগ্রতেও হইতে পারে; তাহাকে ধ্যান সমাধি বলে। ইহার পর ঋষি অশনায়া ও পিপাসাদ্বারা সং কি তাহা বলেন। অশ ভক্ষণ আর নায় অর্থ নায়ক বা পরিচালয়িতা। অর্থাৎ যিনি ভক্ষিত দ্রব্যকে পরিচালিত করেন। শুষ্ক অন্ন গলায় কি বুকে বাধিলে লোকে জল পান করে। জল সেই অন্নকে পরিচালিত করে। এজন্য জল "অশনায়া" বলিয়া অভিহিত। যখন কেহ পিপাসার্ত্ত হইয়া জল পান করে তখন তেজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই জল শরীরের সর্ব্বত্র নীত হয় এবং সেই তেজ পরিচালিত জল স্বেদরূপে নির্গত হয়। এতদ্বারা তেজ উদকের নেতা এইজন্য উহাকে "উদন্য" বলে। কার্য্য কারণ দ্বারা পরিচালিত হয়। যাহা হইতে যার উৎপত্তি সেই বস্তু তার কারণ। লয়ে কার্য্য কারণে লয় হয়। পূর্ব্বে যে তৈত্তিরীয় হইতে সৃষ্টিক্রম বলা হইয়াছে, তদনুসারে কারণ হইতে আগত কার্য্য নির্ণয়কে অনুলোম বলে এবং তদ্বিপরীত বিলোম-গতি অর্থাৎ কার্য্য কারণে লয় হয়। অন্ন কার্য্য, জল কারণ তাই অন্ন জলে লয় হয়। জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ পরমদেবতায় লয় হয়। এখানে তেজ হইতে সৃষ্টিক্রমে তেজ পরম দেবতায় লয় বলা হইয়াছে। এই তেজের যে কারণ তাহা সং। সুতরাং সং সকলের মূল। "সন্মূলং"। যখন কার্য্য লয় হয় তখন কারণ মাত্র অবশেষ থাকে। তাই জগৎ প্রলয়ে জগতের কারণ যে সং তাহাই অবশেষ থাকে। তাহাই সত্য, কার্য্যরূপ জগৎ অলীক। এই দেহ ও কার্য্য তাহার কারণও ঐ সং। দেহ-পিণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ড। তাহাও কার্য্য তাহার মূল অনুসন্ধানে সেই সংই সর্ব্ব কারণ কারণ নির্ণীত হন, সন্মূলং॥ এজন্য ঋষি বলিলেন, হে

শ্বেতকেতো, তোমাতে যে চৈতন্য অবস্থিত তিনিও সেই সৎ। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু। তৎ ত্বং অসি। অর্থাৎ ত্বং তৎ অসি। যদিও তৎ প্রথমান্ত আছে কোন কোন বাদী উহা ৬ষ্ঠী বিভক্তি কল্পনা করিয়া ব্যাখান করিয়া থাকেন, এবং অর্থ করেন ত্বং তস্য দাসোঽসি। তুমি তাঁর দাস। তৎ যাহা ইন্দ্রি গোচর নহে সেই সৎকে লক্ষ্য করে। ত্বং দ্বিতীয় ব্যক্তিতে যে অহং তাহাকে লক্ষ্য করে। প্রতি ঘটেই অহং আছেন। এই অহংই আত্মা। অসি অর্থ হও। ইহা দ্বারা জীব ও পরব্রহ্মের একতা স্থাপন করিয়াছেন। যেমন ধান্য ও অন্ন একই বস্তু, উপাধি ভেদে পৃথক্ দৃষ্ট হয়। সাংখ্যমতে প্রতি দেহে আত্মা ভিন্ন, তাহা নিষেধিত হইল। সুতরাং সাংখ্য মত বেদ অনুযায়ী নহে। আত্মার একত্ব সম্বন্ধে ঋষি বলিয়াছেন,—যেমন মধুকর নানা বিভিন্ন বৃক্ষের পুষ্পরস মধুচক্রে সঞ্চিত করে, কিন্তু সঞ্চয়ের পর মধুচক্রের মধু এক অখণ্ড রস স্বরূপে পরিণত হয়। তখন উহার কোন্ অংশ কোন্ পুষ্পের মধু তাহা যেমন বলা যায় না তেমনি আত্মা এক, অখণ্ডৈকরস, বিভিন্ন দেহের জন্য তাহার বিভিন্নতা। চৈতন্য একই। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু। তৎ ও ত্বং কেহ হিরণ্য গর্ভ ও জীব বলেন। কিন্তু তাহাতে জীব ব্রহ্মের একতার হানি হয় না। মায়ার শুদ্ধসত্বে হিরণ্য গর্ভ ও মলিন সত্বে জীব। যেমন একটি লণ্ঠনের চিমনী বহুদিন পরিষ্কার না করায় এমন কাল হইয়াছে যে তাহা হইতে আলো বাহিরে যা আসে অতীব অস্পষ্ট। তখন সেই চিমনীটীর এক অর্দ্ধেক পরিষ্কার করিতেই সন্ধ্যা হইলে তখন সন্ধ্যা বাতি জ্বালিবার সময় অতীত হয় দেখিয়া অর্দ্ধভাগ পরিস্কৃত সেই চিমনী দিয়াই বাতি জ্বালা হইল। এই সময় এক চিঠি পড়া আবশ্যক হইল। চিমনীর যে অংশ পরিস্কৃত হয় নাই একজন সেই দিক্‌টা চিঠির দিকে ধরিল কিন্তু চিঠি পড়া গেল না। তখন অপর দিক্‌টা ধরিলে চিঠি পড়া গেল। প্রচুর আলো। মূল আলো পলিতাতে, তাহা হইতে যে আলো

বিকীর্ণ হইতেছে তাহা চিমনীর দুই দিকেই সমভাবে পতিত হইলেও পরিস্কৃত অপরিস্কৃত অর্থাৎ শুদ্ধ ও মলিনতার জন্য বহু আলো ও অল্প আলো ঘটিয়াছে। তদ্বৎ বহুশক্তিসম্পন্ন হিরণ্য গর্ভ ও অল্পশক্তিসম্পন্ন জীব ভাব। তেমন যদি কেহ বলে যে টিকাতে আগুণ ধরাতে হবে। তবে এদিকের ওদিকের দুই দিকের চিমনীই সমান বাধক চিমনী উপাধি অপসারিত করিলে পলিতার অগ্নি ও তৎপ্রকাশ ভাব একই। এই উপাধি যেমন একটা সুবর্ণ পিণ্ডে রূপারখাদ ও এক পিণ্ডে তামার খাদ আছে। খাদ অপসারিত করিলে উভয় পিণ্ডে যাহা অবশেষ থাকে তাহা একই বিশুদ্ধ সুবর্ণ। এইরূপ তৎ ও ত্বং পদার্থের শোধন হয়। "উপাধি" শব্দটী বুঝিবার জন্য পারিভাষিক গ্রন্থে "সোহয়ং দেবদত্তঃ" বলিয়া এক দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয়। তাহা এই :—দেবদত্ত নামে ৺ কাশীতে এক রাজা ছিলেন। দুই ব্যক্তি ৺ কাশীতে গিয়া রাজ পোষাকে সুশোভিত সেই রাজা দেবদত্তকে দেখিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পর সেই রাজা দেবদত্ত সিংহাসন পুত্রে অর্পণ করতঃ বানপ্রস্থ আচরণ জন্য বনে কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। একদিন ঐ দুইব্যক্তি সেই বনে যাইতে যাইতে সেই কুটীরের বাহিরে জটাজুটধারী ভস্মাবৃত কলেবর সেই দেবদত্ত বাণপ্রস্থীকে দেখিলেন। তখন চিনিতে না পারিয়া একজন প্রশ্ন করিল, কোঽয়ং? তখন অপর ব্যক্তি বলিল, সোহয়ং দেবদত্ত। এখানে রাজার রাজপোষাক ত্যাগে এবং বাণপ্রস্থীর জটাজুট ও ভস্মত্যাগে যে দেহপিণ্ড তাহাই দেবদত্ত শব্দের লক্ষ্য। উপাধিভেদে একই দেহ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। ঋষি পুনঃ বলিলেন—যেমন সমুদ্রের জল সূর্য্য কিরণ সংযোগে বাষ্প হয়, পশ্চাৎ বাষ্পরূপ মেঘ বায়ু-বাহিত হইয়া পর্ব্বতে বৃষ্টি-ধারায় পতিত হয় এবং পর্ব্বত পার্শ্বের প্রস্রবণগুলি একীভূত হইয়া স্বাদুজল স্রোতপ্রবাহ তটদ্বয় কুলু কুলু নাদে স্পর্শ করিয়া গঙ্গা, সিন্ধু, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, কাবেরী ইত্যাদি নাম রূপ লইয়া বহুদেশ ভ্রমণান্তর পুনঃ

সেই সমুদ্রে পতিত হওতঃ "নামরূপে বিহায় অস্তং গচ্ছতি।" সমুদ্র প্রাপ্তে সমুদ্রই হইয়া যায়। নদীর যে বিশিষ্টতা, স্বাদুজল স্রোত প্রবাহ, তটদ্বয়, কুলু কুলু নাদ তাহা আর থাকে না। তদ্বৎ উপাধিবশে কর্ম্মফলে আত্মা ঈশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ ইত্যাদি নাম রূপাত্মক হন। আবার স্থূলে দেব, যক্ষ, নর, গন্ধর্ব্ব, সিংহ, ব্যাঘ্র, কীট পতঙ্গাদি নানা নামরূপ কল্পিত হয়, উপাধি লয়ে পুনঃ সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মেই লয় হয়। মেঘ সূক্ষ্ম হিরণ্য গর্ভ, নদী জীবস্থানীয়। অতঃপর স্থাবর উদ্‌ভিজ্জাদিতে ও আত্মার সংস্থিতি আছে বলিয়া আত্মার সর্ব্বব্যাপিত্বের স্থাপনা করিয়াছেন। কোন একটি বৃক্ষের এক শাখা শুষ্ক হইলে সেই শাখা মরে, বৃক্ষ মরে না। কিন্তু সমস্ত শাখা শুষ্ক হইলে সেইবৃক্ষ মরে কিন্তু বীজ মরে না। তৎপর বট-বীজের দৃষ্টান্ত দ্বারা আত্মার অণুত্ব বা সূক্ষ্মত্ব দেখাইয়াছেন। ক্ষুদ্রতম বট-বীজে মহান মহীরুহের সূক্ষ্ম ভাবে অবস্থান ও পশ্চাৎ বৃহদায়তন ধারণ, ইহা দ্বারা "অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্" সেই ব্রহ্ম স্বরূপ বলা হইয়াছে। শ্রদ্ধা না থাকিলে এই সব ধারণা হয় না ঋষি শিষ্যকে তাহাও বলিয়াছেন। "গুরু বেদান্ত বাক্যেষু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা।" সর্ব্বব্যাপিত্ব ও সূক্ষ্মত্ব শিক্ষা দিবার জন্য মহর্ষি শিষ্যকে বলিলেন এক খণ্ড সৈন্ধব ও এক গ্লাস জল আনয়ন কর, শিষ্য তদ্রূপ করিল। জলে সৈন্ধব খণ্ড ফেলিয়া দিয়া জল ঢাকিয়া বলিলেন আজ রাখিয়া দাও কল্য দেখা যাইবে। পর দিবস শিষ্যকে বলিলেন, জলের গ্লাসটী আনয়ন কর। শিষ্য আনিলে বলিলেন, সেই সৈন্ধব খণ্ড জল হইতে বাহির কর। শিষ্য হাতরাইয়া তাহাতে সৈন্ধবখণ্ড অপ্রাপ্তে বলিলেন যে গুরুদেব উহা কেহ উঠাইয়া নিয়াছে গ্লাসে নাই। গুরু বলিলেন এই জল দ্বারা আচমন কর। শিষ্য আচমন করিলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন? শিষ্য বলিল লবনাক্ত। তখন ঋষি বলিলেন যে ঐ সৈন্ধবখণ্ড কেহ উঠাইয়া লয়

নাই। সূক্ষ্মভাবে জলের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমনি জানিবে সর্ব্বব্যাপী সেই আত্মা তোমার দেহেও সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত আছেন। সর্ব্ব দেহেই অবস্থিত আছেন। তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু। ঋষি পুনঃ বলিলেন, মনে কর কোন দস্যু অর্থ লোভে কোন গান্ধার দেশীয় লোককে চক্ষু বস্ত্রাবৃত করতঃ আনিয়া কোন দূর বনে এক বৃক্ষ সহ বাঁধিয়া রাখিয়া অর্থ লইয়া চলিয়া গেলে সেই লোক চীৎকার করিতে থাকে, যদি কেহ দূর হইতে শুনিয়া দয়াপরবশে তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করে এবং তার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রবনে কোন দয়ালু ব্যক্তি সেই বনে প্রবেশ করতঃ তাহাকে বন্ধনমুক্ত করতঃ বলিয়া দেন যে এইদিকে গান্ধার যাও। তখন সে পথ সন্ধান করিয়া গান্ধারে উপনীত হয়। তদ্বৎ অজ্ঞান আবরণে আবৃতচক্ষু জীব মায়া পাশে সংসার বৃক্ষে বদ্ধ আছে। যদি সে বন্ধন মুক্ত হইবার জন্য কাতর ক্রন্দন করে তবে দয়াল গুরু তাঁকে ভব বন্ধন মুক্তির পথ দেখাইয়া দেন। সেই পথে সাধন করিয়া "তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমংপদং" প্রাপ্ত হয়। মহর্ষি এতদ্দ্বারা বুঝাইলেন যে, আচার্য্য—(শাব্দে পারেচ নিষ্ণাতং তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে, অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে পটু) বা গুরু বিনা জ্ঞান নাই। গুরু বিনা ধ্যান নাই শিক্ষা দিয়াছেন। তৎপর মহর্ষি লয়ের অবস্থা বিবৃত করিয়াছেন। যখন কোন রোগীর মৃত্যু আসন্ন হয় তখন তার ইন্দ্রিয় বৃত্তি শিথিল হয়; পার্শ্বস্থ আত্মীয়বর্গ কতদূর শিথিল হইয়াছে বুঝিবার জন্য বলে, আমাকে চেন? আমাকে চেন? তখন সে বলে,—হাঁ। পরে যখন বাক্‌-রোধ হয় তখন আর বলিতে পারে না। বাক্‌ মনে লয় হয় তখন ঈঙ্গিত করে, তৎপর মন প্রাণে লয় হয় তখন আর ঈঙ্গিত করিতে পারে না। তৎপর প্রাণ পরদেবতায় লয় হয়। তখন আত্মীয়গণ গায় হাত দিয়া দেখে তাপ আছে কিনা। তেজই শেষ তত্ত্ব সুতরাং তেজ না থাকিলে বলে সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তদ্বৎ জিজ্ঞাসু জাগতিক

পদার্থ হইতে ইন্দ্রিয় ব্যাপার গুটাইয়া লইয়া মনে স্থাপন করেন। পশ্চাৎ মন প্রাণাত্মক কার্য্য ব্রহ্মে লয় করিয়া দেন। পশ্চাৎ প্রাণ পরব্রহ্মে লয় করেন। পশ্চাৎ ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। অতঃপর মহর্ষি বলিয়াছেন,—পূর্ব্বকালে চুরির সংবাদ পাইলে রাজপুরুষগণ চোর ধরিয়া আনিতেন; যদি প্রমাণ না থাকিত তবে ধৃত ব্যক্তি চোর কিনা ইহার পরীক্ষার্থ অগ্নিতপ্ত পরশু ধৃত ব্যক্তিকে ধারণ করিতে দিত; যদি হাতে ফোস্কা না পড়িত তবে সে চোর নয়, ধর্ম্ম তাঁকে রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া ছাড়িয়া দিত; আর হাতে ফোস্কা পড়িলে তার সাজা হইত। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ঋষি শিষ্যকে বুঝাইলেন যে ব্যক্তি সত্যাভিসন্ধ সে সংসারানলে দগ্ধ হয় না, গুরু-কৃপায় মুক্তিলাভ করে। শ্বেতকেতুও গুরুকৃপায় স্বস্বরূপ জ্ঞাতে মুক্ত হইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে ত্বংশব্দ দ্বিতীয় ব্যক্তিতে অহং বলা হইয়াছে এবং আত্মাই যে অহং এইটীই ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে উপদেশ করিয়াছেন; উহা ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে; নারদ—ঋক্, সাম, যজু প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াও দুঃখময় সংসার সাগরে ভাসমান হইতেছিলেন। তখন এই দুঃখের পারে যাইবার জন্য ভগবান্ সনৎকুমারের শরণাপন্ন হন। শিষ্যের বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদনার্থ ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে প্রথম নামই ব্রহ্ম বলেন; নারদ অগ্রে বলুন বলিলে ভগবান্ সনৎ কুমার তাঁকে মন ব্রহ্ম পরে সংকল্প, চিত্ত, ধ্যান, বিজ্ঞান, বল, অন্ন, অপ্ তেজ, আকাশ, স্মর, আশা ইত্যাদি ক্রমে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিতে বলিয়াছেন। নারদ পুনঃ পুনঃ "আগে কহ আর" বলিতেছিলেন, তখন ভগবান্ সনৎকুমার "প্রাণ ব্রহ্ম, প্রাণের উপাসনা কর" বলিলে নারদ চুপ হইয়াছিলেন। নারদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি এইখানে গিয়া স্থগিত হইয়াছে। তখন ভগবান্ সনৎকুমার নারদকে বলিলেন, চুপ হইলে যে? এই প্রাণ অপেক্ষা শ্রেয়ঃ সত্য, বিজ্ঞান, মতি, শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা, কৃতি এই সব প্রশ্ন পর পর করিতে পার। পশ্চাৎ দয়াপরবশে ভগবান্

সনৎকুমার বলিলেন "সুখ" প্রশ্ন হইতে পারে। নারদ সুখ প্রশ্ন করিলে (বিনা প্রশ্নে উপদেশ করিলে তাহা শ্রোতার চিত্তে প্রবিষ্ট হয় না) ভগবান্ সনৎ কুমার বলিয়াছেন, এই সুখ বা আনন্দ সকলেই লাভ করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবীতে ব্যবহারিক সত্তায় যে কিছু সুখ মিলে তাহা অতি অল্প তাহাও দুঃখ মিশ্রিত। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।" যাহা অল্প, পরিছিন্ন তাহা নশ্বর, ক্ষণভঙ্গুর, মর্ত্ত্য। আর ভূমাখ্য আনন্দ অপরিছিন্ন, অসীম, তাহা অমৃত। এই অল্প সুখ ও বৃহত্তম সুখ বুঝিতে হইলে সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রার অবস্থা দ্বারা বুঝা সহজ। গাঢ় নিদ্রাভঙ্গে লোকে বলে বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম। গাঢ় নিদ্রাতে যে সুখ হইয়াছে তাহা যদি বড় হয় তবে ছোট সুখ কোনটা? স্বপ্নের অবস্থা মিথ্যাকথা, আর স্বপ্নে ভয়েরও অনেক বিষয় থাকে। সুতরাং জাগ্রতে যে সুখ তাহাই অল্প সুখ। কারণ জাগ্রতের সুখে দুঃখভাব জড়িত থাকে। মনে কর তোমার কন্যার বিবাহে বড়ই আনন্দের ঘটা পড়িয়াছে; সব আত্মীয় স্বজন গৃহে আসিয়াছে। তখন একজন বলিল যে, আজ যদি বড় পিসিমা থাকিতেন কত সুখী হইতেন? যেই বলা অমনি সুখের কিছু কম্‌তি হইল কিনা? মেয়ের যৌতুক প্রচুর দিয়াছ, বর পক্ষের একজন বলিল, নাহে অমুক জিনিষটা খেলো। অমুকের মেয়েকে এই সব দিয়াছিল তাহা ত এখানে দেখিতেছি না; তাহা শুনিয়া মন ক্ষুন্ন হইল; তাহাতে সুখের লাঘব ঘটিল কিনা? বর পক্ষ ভোজনে বসিয়াছেন চব্য চুষ্য লেহ্য পেয় নানা খাদ্যের প্রচুর আয়োজন করা হইয়াছে। পোলাও মুখে দিয়া একজন বলিল আরে ভাই সেদিন রামের বাটীতে পোলাও যেমনটী উতরে ছিল তেমনটী হয় নাই। সুখের লঘুতা অল্পতা হইবে কিনা? এইজন্য জাগ্রতের সুখ ছোট সুখ। সুষুপ্তির সুখ বড় সুখ। এই সুষুপ্তিকালে পুত্র কন্যা পিতা মাতা স্ত্রী ভ্রাতা ভগ্নি কেহ নাই, কারও অপেক্ষা নাই, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় নাই, শব্দ স্পর্শাদি বিষয় নাই,

আমি একলাটী অসঙ্গ অবস্থায় বড় সুখ ভোগ করিয়াছি। সঙ্গ দুঃখের হেতু। তখন ভূর্ভূবস্বঃ লোপ হইয়া গিয়াছে। সেই সুখের নাম ভূমাখ্য সুখ। ব্যাকরণে বৃহৎ শব্দে মনট্ প্রত্যয় করিলে নিপাতনে ভূমা পদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু ভূমার অর্থ—ভূ যেখানে মা বা নিষেধ প্রাপ্ত অর্থাৎ যেখানে ভূর্ভুর্স্বঃ বিলোপ হইয়া যায় সেই সমাধি অবস্থায় যে আনন্দ তাহাই ভূমা। নারদ জিজ্ঞাসা করিলেন যে উহার প্রতিষ্ঠা কি? উত্তরে ভগবান্ সনৎকুমার বলিয়াছেন যে, উহা স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অথবা "অমহিম্নি" অর্থাৎ তাহা আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠ', তাহার কোন অন্য প্রতিষ্ঠা নাই। তাহাই অধোদেশে, তাহাই উর্দ্ধে, তাহাই পশ্চাতে, তাহাই পূর্ব্বে (সম্মুখে) তাহাই দক্ষিণে, তাহাই উত্তরে। তিনিই এই সব কিছু। তিনি অহংপদ বাচ্যও বটেন। অহং (আমি) অধোতে, আমিই উর্দ্ধে, আমিই পশ্চিমে (পশ্চাতে) আমিই পূর্ব্বে, আমিই দক্ষিণে, আমিই উত্তরে সর্ব্বত্রপ্রসৃত আমিই সব। ইনি আত্মা বাচী। আত্মাই অধোতে, আত্মাই উর্দ্ধে, আত্মাই পশ্চিমে, আত্মাই পূর্ব্বে, আত্মাই দক্ষিণে, আত্মাই উত্তরে; সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশে আত্মাই আত্মা আছেন, আত্মাই সব। যিনি এইরূপ দেখেন, এইরূপ মনন করেন, এইরূপ জ্ঞাত হন, তিনি আত্মরতি, আত্মক্রীড়, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ। তিনিই স্বরাট হন। প্রকৃত সাম্রাজ্য লাভ করেন। তিনি সর্ব্বলোকে কামচারী হন অর্থাৎ যথাভিলষিত প্রাপ্ত হন। আর যিনি এইরূপ না জানিয়া অন্য প্রকার জানেন, তিনি অন্য রাজার অধীন হন। অর্থাৎ প্রকৃতির বশ গত হন। তিনি যে লোক লাভ করেন তাহা ক্ষয়শীল। তাঁহার কামনা পূর্ণ হয় না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি উদ্দালক আরুণি কর্ত্তৃক পৃষ্ঠ হইয়া (৩।৭) আত্মা সম্বন্ধে বলিতেছেন—"এষত আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃতোঽদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমন্তো মন্তা অবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা ন অন্য

অতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তিবিজ্ঞাতা এষত আত্মা অন্তর্যাম্যামৃতা হতোঽন্যদার্ত্তং।

অর্থ—সেই এই আত্মা অন্তর্য্যামী। প্রাণ বায়ুরূপে সকলের অন্তরেস্থিত। "বায়ুর্বৈ গৌতম তৎ সূত্রং বায়ুনা বৈ সূত্রেন অয়ং চ লোকঃ পরশ্চলোকঃ সর্ব্বাণি চ ভূতানি সংদৃব্ধানি ভবন্তি"। সর্ব্বঘটে মুখ্য প্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভ অনুপ্রবিষ্ট। এই আত্মাই অমৃত অর্থাৎ অমরণ ধর্ম্মশীল। তাঁর স্বরূপ এই সেই আত্মা দর্শনেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও দ্রষ্টা, শ্রবণেন্দ্রিয়ের অগোচর হইয়াও শ্রোতা, মনের অগোচর হইয়াও মন্তা, বুদ্ধি গ্রাহ্য না হইয়াও বোদ্ধা। এইজন্য এই আত্মা হইতে অপর অন্য কোন দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বা বিজ্ঞাতা নাই। ইনি অন্তর্য্যামী, অবিনাশী এতদ্ব্যতীত অন্য সব আর্ত্ত অর্থাৎ অসৎ। প্রত্যেক দেহেই যিনি দ্রষ্টা তিনিই শ্রোতা তিনিই মন্তা, তিনিই বিজ্ঞাতা। ইহা সাধারণ লোক-বাক্য হইতেই পাওয়া যায়। যখন কেহ বলে যে আমি এই কলিকাতার কথা বাল্যে শুনিয়াছিলাম; মানস করিয়াছিলাম কলিকাতা দেখিব সেই আমি আজ তাহা দেখিয়া কলিকাতা কিরূপ তাহা বিজ্ঞাত হইলাম। এখানে কলিকাতার বিষয় শ্রোতা, মন্তা, দ্রষ্টা ও বিজ্ঞাতা একই ব্যক্তি। ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তা নহে করণ। যেমন চশমা দিয়া দেখে তেমনি চক্ষু দিয়া দেখে। চশমা ও চক্ষু একই প্রকার করণ মাত্র। তেমনি কর্ণ দ্বারা কেহ শুনে। কর্ণ শুনে না। সকল ইন্দ্রিয় দ্বারা যিনি কার্য্য করেন তিনিই কর্ত্তা। যেমন কাহারও কাহারও দুইখানি চশমা থাকে, দূরের জিনিষ দেখার জন্য একখানি ও নিকটের জিনিষ দেখার জন্য অপরখানি। তেমনি একই দেহে একই দেহী এক এক প্রয়োজনে এক এক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে। বৃঃ আঃ ৩।৮ বিদুষী গার্গীর প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন;—এতদ্বৈতদ্ অক্ষরং গার্গী ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিত মস্নেহ মচ্ছায়

মতমোঽবায়ুনাকাশম সঙ্গ মরস মগন্ধম চক্ষুষ্কমশ্রোত্র মবাগ্ অমনোঽ-তেজস্কমপ্রাণম মুখমমাত্রম্ অনন্তমবাহ্যং ন এতদশ্নাতি কিংচন ন তদশ্নাতি-কশ্চন। অর্থ—ইহাই সেই অক্ষয় পুরুষ, গার্গী, যাহার বিষয় ব্রাহ্মণগণ বলেন—তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্বনহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত (রক্ত) নহেন, স্নেহ (ঘৃতাদি বাচক) নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অশ্রোত্র, অবাক্, অমন, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অমাত্র (মাত্রা বা সীমা হীন) অনন্ত, অবাহ্য, না সে খায়, না সে খাওয়ায়। নেতি নেতি করিয়া পরিশেষে যিনি থাকেন তিনিই আত্মা (দেহী)।

আত্মাকে জানিতে হইলে যে সাধন-পথে চলা আবশ্যক তাহা যাজ্ঞবল্ক্য-কহোল (কৌষিতকী পুত্র) সংবাদে সংক্ষেপে বর্ণিত :—এতং বৈ তম্ আত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ-ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি। তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্য অথ মুনিঃ। মৌনং চ অমৌনং চ নির্বিদ্য অথ ব্রাহ্মণঃ। স ব্রাহ্মণঃ কেনস্যাৎ যেনস্যাৎ তেন ঈদৃশএব অতোঽন্যৎ আর্ত্তং। অর্থ—এই আত্মার বিষয় জানিয়া ব্রাহ্মণগণ ভার্য্যাপুত্রাদির ভোগেচ্ছা, বিত্ত ঐশ্বর্য্যালাভেচ্ছা ইহলোকে কি পরলোকে যশঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হইতে উত্থিত হইয়া অর্থাৎ ত্যাগে ভিক্ষাবৃত্তি (সন্ন্যাস) অবলম্বন করেন। তখন ব্রাহ্মণগণ পাণ্ডিত্য ত্যাগে বালকবৎ থাকেন। পাণ্ডিত্য ও বালকভাব ত্যাগে মনন জন্য মুনি হন অর্থাৎ মৌন হন। পশ্চাৎ মৌন ও অমৌন ত্যাগে ব্রহ্মবিৎ বা ব্রাহ্মণ হন। ব্রাহ্মণ কেন হন যেন হন ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি ; ইহারই নাম ব্রাহ্মীস্থিতি। অন্য সব আর্ত্ত অর্থাৎ অলীক।

জনক-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে (৪।৪) সবা এষ মহান্ অজ আত্মা যোঽয়ং

বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু স এষো হন্তর্হৃদয়আকাশঃ তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্য ঈশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ স ন সাধুনা কর্ম্মনা ভূয়াল্লো এব অসাধুনা কর্ম্মনা কনীয়ান্ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ এষ ভূতপাল এষ সেতুঃ বিধরণ এষাঃ লোকানাং অসম্ভেদায় তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন এতমেববিদিত্বা মুনির্ভবতি এতমেব প্রব্রাজিনো লোক মিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি। এতদ্‌হস্মবৈ তংপূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাংন কাময়ন্তে কিংপ্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোহমাত্মাহয়ং লোকইতি। তেহস্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায় অথ ভিক্ষাচর্য্যং বরন্তি। সএষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যোনহি গৃহ্যতে অশীর্য্যো নহি শীর্য্যতে অসঙ্গো নহি সজ্জতে অসিতো নহি ব্যথ্যতে নরিষ্যতি এতম উহ এব এতেন তরত ইতি অতঃপাপম্ অকরবম্ ইতি অতঃ কল্যাণং অকরবম্ ইতি উভে উহ এব এষ এতে তরতি। নৈনং কৃতাকৃতেতপতঃ॥ ২২। তদেতৎঋচা অভ্যুক্তম্। এষ নিত্যোমহিমা ব্রাহ্মণস্য নবর্ধতে কর্ম্মনা নো কনীয়ান্। তস্যৈব স্যাৎপদবিৎ তংবিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাপকেন ইতি তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তো দান্ত উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি সর্ব্বং আত্মানং পশ্যতি নৈনং পাপ্‌মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপো বিরজো বিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি এষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড্ এনং প্রাপিতোহসি ইতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোহহং ভগবতে বিদেহান্ দদামি মাং চাপি সহ দাস্যায় ইতি॥ ২৩। স বা এষ মহান্ অজ আত্মা অজরোহমরোহমৃতোহভয়ো ব্রহ্মাভয়ং বৈ ব্রহ্মাভয়ংহি বৈ ব্রহ্মভবতি য এবং বেদ ॥২০।*

অর্থ—প্রসিদ্ধ এই আত্মা মহান্ ও অজ। ইনি বিজ্ঞানময়, ইন্দ্রিয়ে, প্রাণে ভাসমান হন এবং অন্তঃস্থ হৃদয়াকাশে শয়ান আছেন। তিনি

সকলকে বশীভূত করেন, সকলকে শাসন করেন, তিনি সকলের অধিপতি। ইনি সাধুকর্ম্ম দ্বারা বৃদ্ধি পান্‌না বা অসাধুকর্ম্ম দ্বারা হীন হন না। ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি ভূতগণের অধিপতি। ইনি ভূত পালক। ইনি সকল লোকের সম্যক্ ভেদভাব থাকা-সত্বেও একত্র গ্রথিত রাথার জন্য বিশেষরূপে ধারণসমর্থ সেতু স্বরূপ। ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকেই বেদবচন অধ্যয়নাদি দ্বারা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন। যজ্ঞ দান তপস্যাদি কামনানাশক কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধ চিত্ত হওতঃ ইঁহাকে জানিয়া ব্রাহ্মণগণ মৌন বা মুনি হন। ইঁহার জন্যই প্রব্রজ্যাকারী (সন্ন্যাসী) প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। ইঁহার জন্য প্রাচীন বিদ্বানগণ প্রজা (পুত্রাদি) কামনা করিতেন না অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যে বাস করিতেন। তাঁহারা বলিতেন ইঁহাকে যাঁরা জানেন তাঁরা ইহলোকে কাম-চারী হন। পুত্রাদি দ্বারা কি করিবেন? তাঁহারা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগে ভিক্ষুক হইতেন। নেতি নেতি বিচার অগ্রসর হইলে পরিশেষ্যাৎ এক ব্রহ্মই নিত্য সত্য বিদ্যমান থাকেন। ইনি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন। ইনি শীর্ণ হননা, অসঙ্গ জন্য বাহ্য দোষে লিপ্ত হন না। অবদ্ধ জন্য ব্যথিত হননা, নিত্য বলিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন না। এই সব পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্ম আত্মজ্ঞানীকে স্পর্শ করে না। এজন্য আত্মতত্বজ্ঞ পাপ করিব কি পুণ্য করিব এইসব ব্যাপার হইতে অলিপ্ত রহেন। তাঁহাকে শাস্ত্র বিহিত কৃত কর্ম্ম বা অকৃত কর্ম্ম তাপিত করে না। ঋগ্‌বেদে এইরূপ উক্ত আছে। (বর্ত্তমান বেদে পাওয়া যায় না)। ব্রহ্মবিদের এই মহিমা নিত্য। কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার হ্রাস বৃদ্ধি নাই। সেই পরমপদকেই জানিবে। ইহা জানিলে পুণ্য পাপ দ্বারা লিপ্ত হইতে হয় না। সুতরাং এইরূপ আত্মতত্বজ্ঞ শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া আত্মাতেই (দেহেই) আত্মদর্শন করেন। সবআত্ম স্বরূপ দর্শন করেন। পাপ ইঁহাকে স্পর্শ করেনা। ইনি পাপ পুণ্যের অতীত হন। পাপ ইঁহাকে তাপিত করে না; ইনি সর্ব্বপাপকে দগ্ধ

করেন। ইনি বিপাপ, বিরজ, বিচিকিৎস (সংশয় শূন্য) ব্রাহ্মণ হন। ইনিই ব্রহ্মলোক ; হে সম্রাট্, তুমি এখন এই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছ। তদুত্তরে জনক যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন, যেহেতু আপনার কৃপায় ব্রহ্মজ্ঞ হইলাম সেজন্য আপনাকে এই বিদেহ রাজ্য দান করিতেছি এবং তৎসহ এই দেহকেও আপনার দাস্য কর্ম্মার্থ দিতেছি। সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মা অজর অমর অমৃত (নিত্য)। অবিদ্যার আবরণ রহিত অর্থাৎ অবিদ্যার পরপারে জন্য ব্রহ্মপদ অভয় পদ। যিনি সেই অভয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন তিনি সেই অভয় ব্রহ্মই হন ॥২৫। ইহাই বেদান্ত। ইহাতেই মানব জীবনের কৃতকৃত্যতা, জীবত্বের পরিসমাপ্তি। এই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের অবস্থা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য সম্রাট্ জনককে বলিয়াছেন—৪।৩। অত্র পিতাঽপিতাভবতি মাতাঽমাতা লোকা অলোকা দেবা অদেবা বেদা অবেদা অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি ভ্রূণহা অভ্রূণহা চাণ্ডালোঽ চাণ্ডালঃ পৌল্কসোঽ পৌল্কসঃ শ্রমণোঽ শ্রমণ স্তাপসোঽ তাপসোনন্বাগতং পুন্যেন অন্বাগতং পাপেন তীর্ণোহি তদা সর্ব্বান্ লোকান্ হৃদয়স্য ভবতি। যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্বৈ তন্নপশ্যতি নহি দ্রষ্টু র্দৃষ্টে বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতুতৎ দ্বিতীয় মস্তি ততোঽন্যৎ বিভক্তং যৎপশ্যেৎ। এইরূপ আঘ্রাণ রসাস্বাদন, বাক্, শ্রবণ, মনন, স্পর্শাদি সমর্থ হইলেও ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার তাঁতে নাই বলিয়াছেন এবং পশ্চাৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন—যদ্বৈতৎ ন বিজানাতি বিজানন্ বৈ তৎন বিজানাতি নহি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতে র্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ নতু তৎ দ্বিতীয় মস্তি ততোঽন্যৎ বিভক্তং যদ্বিজানীয়াৎ॥ ওঁ তৎসৎ॥ ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদংপূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণ মাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ ওঁ॥

৭। জীবাত্মা ও পুনর্জ্জন্মবাদ

কেহ কেহ বলেন জীবাত্মা ও তাঁহার গতাগতি বা পুনর্জন্ম ঋগ্বেদে নাই। উহা পশ্চাদ্ভাবী ব্রাহ্মণাংশে পরিদৃষ্ট হয়। এটা ভ্রান্তিমাত্র। বেদে কেবল পৃথিবীই একমাত্র আবাস স্থান পরিকল্পিত নহে। "যথাকর্ম্মযথা-শ্রুতং"; স্বর্লোকে, পিতৃলোকে যমলোকে এবং ভূলোকে জীবের গতাগতি হইয়া থাকে। স্থূল শরীর ভস্মীভূত হয় কিন্তু সূক্ষ্ম থাকে। সূক্ষ্মদেহ সহ দেহী যখন উৎক্রমণ করেন তাহাকেই মৃত্যু বলে। উৎক্রমণ করেন বলিয়াই পক্ষীগণের উৎক্রমণ সাদৃশ্যে জীবকে সুপর্ণ বলে। "দ্বাসুপর্ণা" সুপ্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদে যেমন মনুষ্যত্ব, তেমন দেবত্ব, তেমন পিতৃত্ব অবস্থা স্বীকৃত। কর্ম্মদ্বারা মনুষ্য দেবত্ব লাভ করে। ঋ ১।৩৮।৪ ও ১০।৭৭।২ মন্ত্রে পাওয়া যায় মরুৎগণ মর্ত্য অর্থাৎ মনুষ্য ছিলেন; কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঋ ১।১৬১।২, ১। ১১০।২ প্রভৃতি মন্ত্রে ঋভূগণ অঙ্গিরস সুধন্বার পুত্র কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হন। ঋ ১।৭১।২, ১০।১৪।৪, ১০।১৪।৬ ইত্যাদি মন্ত্র হইতে অঙ্গিরা, অথর্ব্বা, ভৃগু ইঁহারা পিতৃত্ব প্রাপ্ত হন। ১০।১৬।২, ১০।১৪।২ মন্ত্রে মৃত্যুর পর পিতৃলোকে গমন ও পিতৃগণ সহ মিলনের উক্তি আছে। ১০।৫৬।১, ১০।১৬।৪ মন্ত্রে ১।১৬৪।২০, ৩০, ৩৮ মন্ত্রে দেহে এক অজ জ্যোতির্ম্ময় দেহী থাকার উক্তি সুস্পষ্ট। ১০।৮১।১, ১০।১২৯।৫ মন্ত্রে কারণরূপে দেহে অনুপ্রবিষ্ট আত্মা বর্ণিত আছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদে ৪০ অধ্যায়ে যোহসাবসৌ পুরুষঃ সোহহমস্মি বাক্য অতীব সুস্পষ্ট। ঋ ১০।১৪।৮ সংগচ্ছস্বপিতৃভিঃ সংযমে-নষ্টপূর্ত্তেন পরমেব্যোমন্। হিত্বা যা হবদ্যং পনরস্তমেহি সংগচ্ছস্ব তন্বা সুবর্চ্চাঃ। ইহাতে কর্ম্মফলে নূতন দেহ লাভ ও পিতৃগণের সহিত মিলনের কথা আছে। ঋ ১০।৫৬।৩ মন্ত্রে উত্তম স্বর্গে সূর্য্য সহ একীভূত হইবার বিষয় বর্ণিত আছে ১০।৫৮।১ মন্ত্রে পুনরায় ইহলোকে

বাস করার উক্তি আছে। ১০।৯০।৪ মন্ত্রে "পাদোহস্য ইহ ভবৎ পুনঃ" বাক্য স্পষ্ট পুনর্জন্মবাদ। ১০।১৭৭।৩ মন্ত্রে অপশ্যং গোপাং অনিপদ্যমানং আচ পরাচ পথিভিশ্চরন্তম্। স সধ্রীচীঃ স বিষূচীর্বসান আবরীবর্ত্তি ভুবনেষ্বন্তঃ॥ জীবের নানা গতি বর্ণিত। ১০।৫৯।৭ মন্ত্রে পুনর্নঃ আসুং পৃথিবী দদাতু পুনর্দ্যৌর্দেবী পুনঃ অন্তরিক্ষম্। পুনর্নঃ সোম স্তন্বং দদাতু পুনঃ পূষাপথ্যাং যা স্বস্তিঃ। ইহাও পুনঃ দেহ পাইবার বিষয়ক। ১০।১৬।৫ মন্ত্রে অবসৃজ পুনরগ্নে পিতৃভ্যো যস্ত আহুতশ্চরতি স্বধাভিঃ। আয়ুর্বসান উপবেতু শেষঃ সংগচ্ছতাং তন্বা জাতবেদঃ॥ ইহাতেও পুনঃ তনু পাইবার উক্তি স্পষ্ট। ঋ ১।৭২।৩ নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়া ন্ যস্থয়ন্ত তন্বঃ সুজাতাঃ। ৮।৮৬।৩ মন্ত্রে কৃষ্ণপুত্র বিশ্বক তাঁর মৃত পুত্রের দর্শন পাইয়াছিলেন; ইহা হইতে পুনর্জন্মবাদ পশ্চাদ্ভাবী, এই কথাটী যে ভ্রান্তি তাহা বলা যায়। শতপথ ও ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণে পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় যেমন খোলাখুলি লেখা আছে, উপরি উক্ত মন্ত্রে তত স্পষ্ট নয়। আরও পিতৃযান পথ ও দেবযান পথে গতির বিষয় কত স্থানেই উল্লেখ আছে ঋ ১।১৮৩।৬, ৩।৫৮।৫, ১০।১৮।১, ১০।৮৮। ১৫, ১০।২।৩, ১০। ৮৫।১৫, ১০।২।৭ প্রভৃতি মন্ত্র দ্রষ্টব্য। বিভিন্ন কর্ম্মফলে বিভিন্ন পথে গমন ১০।১৭৭।৩ দ্রষ্টব্য। তত্রাচ বর্ত্তমান ঋগ্বেদ খণ্ডমাত্র; অলমিতি বিস্তরেন।

———

৮। বৈদিক মধুতত্ত্ব

মধু এই শব্দটী অতি প্রাচীন কাল হইতেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। মধু অর্থ পুষ্পের সার রস। মধু সুরস, তাই আনন্দপ্রদ। প্রাচীন ঋগ্বেদে এই মধুশব্দ বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। রস মধুর দৃষ্টেই তৈত্তিরীয়ে পরমাত্মাকে "রসোবৈসঃ" বাক্যে বিশেষিত করিয়াছে। তদ্রূপ মধু শব্দটিও ব্রহ্ম অর্থে প্রয়োগ ঋগ্বেদে আছে। ঋ ১।১১৬।১২ মন্ত্রে দধ্যঙহযন্মধ্বাথর্ব্বণোবামশ্বস্য শীর্ষ্ণা প্রমদীমুবাচ। অথর্ব্বাতনয় দধ্যঙ যে মধু অশ্বশিরে তোমাদিগকে (অশ্বিদ্বয়) বলিয়াছিলেন। ১।১১৭।২২ মন্ত্রে দধিচী ত্বাষ্ট্র হইতে প্রাপ্ত মধু বিদ্যা অশ্বিদ্বয়কে প্রদানের উক্তি আছে। এবং বৃহদ্ আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে এই মধুবিদ্যা বর্ণিত আছে; উহাকে মধু ব্রাহ্মণ বলে। তাহাতে মধু যে আত্মা বা ব্রহ্ম তদ্বিষয়ে সংশয় থাকে না। ঋ ১।৯০।৬-৯ মন্ত্রে "মধুবাতাঋতায়তে" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বত্র এই মধু বা ব্রহ্ম দর্শনের কথা আছে যেমনটী গীতাতে ৪।২৪ শ্লোকে আছে "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি র্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতম" ইত্যাদি। ঋ ৫।৭৫ সূক্তে অশ্বিনীদ্বয়কে মাধ্বী বলা হইয়াছে অর্থ মধু বিদ্যাবিশারদ। বর্ত্তমান ঋগ্বেদে মধু-বিদ্যার উল্লেখ থাকিলেও বিদ্যাটী নাই। বৃহদারণ্যক হইতে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল,—ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যৈ পৃথিব্যৈ সর্ব্বাণি ভূতানি মধু যশ্চায়ং অস্যাং পৃথিব্যাং তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ অয়মেব সঃ যোঽয়ং আত্মা ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্ম ইদং সর্ব্বং॥ অর্থ—এই পৃথিবী সকল ভূতের মধু (সার), ভূতসকলও এই পথিবীর মধু, পৃথিবী অভিমানী যে এই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সেই এই, যিনি আত্মা; এই অমৃত, ইনিই সব। এইরূপে ঋষি আপে ও তদভিমানী দেবতায়, অগ্নিতে ও তদভিমানী দেবতায়, বায়ুতে ও তদভিমানী দেবতায়, আদিত্যে ও তদভিমানী দেবতায়, দিক্‌সমূহে ও

তদভিমানী দেবতায়, চন্দ্রেও তদভিমানী দেবতায়, বিদ্যুতেও তদভিমানী দেবতায়, মেঘেও তদভিমানী দেবতায়, আকাশেও তদাভিমানী দেবতায়, ধর্ম্মেও তদভিমানী দেবতায়, সত্যেও তদ্‌ভিমানী দেবতায়, মনুষ্যেও তদভিমানী দেবতায় এই মধু বা আত্মার দর্শন বর্ণন করিয়াছেন। এই মধু-ব্রাহ্মণের পরিসমাপ্তিকালে ঋষি বলিয়াছেন, অয়মাত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু অস্যাত্মনঃ সর্ব্বানি ভূতানি মধু যশ্চায়মস্মিন্ আত্মনি তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষো যশ্চায়মাত্মা তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষোঽয়মেব স যোঽয়মাত্মা ইদমমৃতমিদং ব্রহ্ম ইদংসর্ব্বম্। ইদং বৈতন্মধুদধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণোঽশ্বিভ্যাম্ উবাচ তদেতদৃষিঃ পশ্যন্ অবোচদ্ রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্যরূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রোমায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তাহ্যস্যহরয় শতাদশ ইতি অয়ং বৈ হরয়োঽয়ংবৈশ চ সহস্রানি বহূনি চানন্তানি চ তদেতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বমপরমনন্তরমবাহ্যময় আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূরিতি অনুশাসনম্। এই মন্ত্র পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। সামবেদান্তর্গত ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়, অসৌ বা আদিত্যঃ দেবমধু......তে বা এতে রসানাংরসাঃ। বেদাহিরসা স্তেষাং এতে রসাঃ তানি বা এতানি অমৃতানামমৃতানি। অথর্ব্ববেদের প্রথমকাণ্ডের ৩৪ সূক্তে মধুবিদ্যা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই মধু বা ব্রহ্মের তত্ত্বখ্যাপনে সর্ব্ববেদের সমন্বয়; যাহা বাদরায়ন "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ, তত্তু সমন্বয়াৎ" সূত্রদ্বয় দ্বারা বলিয়াছেন। যখনই কাহারও চিত্তে এই মধু বা রস স্বরূপ ব্রহ্মের বিকাশ হয় তখনই তাঁহার শিবতম বা কল্যাণতম অবস্থা। তখন সেই শান্তরস-রসিত পুরুষ চিরশান্তি প্রাপ্ত হন। এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃপার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি॥ পশ্চাৎবর্ত্তীকালে সংস্কৃত সাহিত্যে নানারস বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। একমতে আটরস—রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌভয়স্তথা। জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়ীভাবাঃ ক্রমাদমী। ইহাতে শান্তরস অলৌকিক বলিয়া গৃহীত

হয় নাই। অপর মতে নবরস,—শৃঙ্গার বীরবীভৎসরৌদ্র হাস্য ভয়ানকাঃ। করুণাদ্ভুত শান্তাশ্চ নব নাট্যারসাঃস্মৃতাঃ॥ ইহাতে শান্তরস গৃহীত হইয়াছে। অন্যে দশ রস বলেন,—শৃঙ্গারবীর করুণাদ্ভুতহাস্যভয়ানকাঃ। বীভৎসরৌদ্রৌ বাৎসল্যাৎ শান্তশ্চেতি রসাদশঃ॥ এঁদের মতে বাৎসল্য নূতন ভর্ত্তি হইয়াছে। রতি বা শৃঙ্গার সর্ব্বমতেই প্রথম গৃহীত হইয়াছে; এজন্য উহা আদিরস সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। শান্তরস উক্ত উভয় মতেই শেষে স্থাপিত। কারণ উহা সর্ব্বপ্রকার ব্যবহারিক রস পরিসমাপ্ত হইলে উদ্ভূত হয়। মুকুট নামক অভিধানে শান্তস্বলৌকিক বলা হইয়াছে। সেজন্য লৌকিক রস গণনান্তে শান্ত রসের স্থান হইয়াছে। সাহিত্যে আদিরসের প্রাধান্য বলিয়া উহা সর্ব্বাপেক্ষা মধুর কল্পনায় প্রেমের মিলনের মধুরভাব বলা হইয়া থাকে। শৃঙ্গারাদি লৌকিক রসে মন ও প্রাণের একটা চঞ্চলতা বা উদ্বেলতা থাকে। মিলনবিরহ ভয়দ্বেষাদি জনিত উত্তেজনা চিত্তকে ম্লান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে। কিন্তু শান্তরসে চিত্তপ্রশান্ত ও নির্ম্মল করে, উহা অভীস্থির গম্ভীর। শ্রীধরস্বামিজী ভাগবতের ১০।৪৩।২৭ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন "শান্তঃ" স প্রেম ভক্তিকঃ।" অন্যত্র আছে—"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা। নদ্বেষরাগৌ নচ কাচিদিচ্ছা॥ রসঃ স শান্তঃ কথিতোমুনীন্দ্রৈঃ। সর্ব্বেষু ভাবেষু সমঃ প্রমাণঃ॥ বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে যে "তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। অর্থাৎ যিনি সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের কারণ স্বরূপ তাঁর উপাসনা শান্ত হইয়া করিবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জনিত ব্যাপার অন্তে যখন কোন বিষয় চিত্তে ভাসে না তখন শান্ত চিত্ত হয়। তখন মধুর ব্রহ্ম চিন্তন। বেদান্তে আছে "শান্তা ঘোরা স্তথা মূঢ়া মনসোবৃত্তয়স্ত্রিধা"—অর্থাৎ মানসিক বৃত্তিসকল সত্ত্ব, রজ, তমগুণ ভেদে শান্ত, ঘোর ও মূঢ় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সত্ত্ব প্রকাশাত্মক, রজঃ চঞ্চলতাত্মক ও তমঃ নিদ্রামোহাত্মক। ব্যবহারিক সত্ত্বায় যে সব রস কল্পিত হয় তাহা রজঃ ও তমোজাত

সুতরাং ঘোর মূঢ় ভাবপ্রধান। শ্রীমদ্ভাগবদাদি শাস্ত্রে রাস লীলাদির বর্ণনা যেরূপ আছে তাহা কামরাগ সমন্বিত আদিরসাশ্রিত বলিয়াই বুঝা যায়। উক্ত গ্রন্থের ৭।১।৩০ শ্লোকে "গোপ্য কামাৎ", ১০।২৯।১১ শ্লোকে "তমেব-পরমাত্মানং জার বুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ" বাক্য পাওয়া যায়। ইহাতে জানা যায় গোপীগণ জারবুদ্ধিতে কামভাব চরিতার্থ করার জন্য ভগবানের পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিতে আকৃষ্ট-চিত্তা হইয়াছিলেন। কৃষ্ণে অব্যভিচারিনীভক্তি হইলে ঐ গ্রন্থের ১০।৬৫।১৭ শ্লোকে,—দ্বৌমাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধু মাধবমেবচ। রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥ এই উক্তি পরিদৃষ্ট হইত না। উক্ত গ্রন্থের ১০।২৯।২৬ শ্লোকে "অস্বর্গ্যমযশস্যঞ্চফল্গুকৃচ্ছ্রং ভয়াবহম্। জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র ঔপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ"॥ এইরূপ উপদিষ্ট হইয়াও কাম মোহাবিষ্ট পতিপুত্রবতী গোপাগণ হৃদয়ের উদ্বেল কামভাব দমনে সমর্থা হন নাই। পরদারাভিমর্ষণরূপ সেই রাস ক্রীড়ার বিষয় জ্ঞাতে পাছে সমাজে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রবেশ করে তন্নিবারণার্থ ভগবান যে যে গোপী স্বামী বা পিতৃ সকাশ হইতে গমন করিয়াছিলেন তৎ তৎ স্থানে সেই সেই ব্যক্তির পার্শ্বে এক এক মায়িক গোপী স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবৎ ১০।৩৩।৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণোপনিষদে দেখা যায়—রামাবতারে তাপসগণ ভগবানের আলিঙ্গন প্রার্থী হইলে ভগবান রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, এখন নয় পশ্চাৎ কৃষ্ণাবতারে আপনারা স্ত্রীমূর্ত্তি গ্রহণে প্রার্থী হইলে আলিঙ্গনাদি সুখ পাইবেন। সেই আলিঙ্গনাদিকামী তাপসগণই গোপীগণ। বৃন্দাবন ত্যাগে ভগবান কংসনিধনাদি রাজকার্য্য সমাপনের জন্য গমন করেন। পশ্চাৎ আর বৃন্দাবনে আগমন করেন নাই। বহুকাল গতে সূর্য্যগ্রহণ উপলক্ষে যদুপতি যাদবগণসহ কুরুক্ষেত্রে সমাগত হন। নন্দাদি গোপগণও গোপীগণ-সহ তথায় আগমন করেন। এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ভগবান্ সেই তাপস গোপীগণকে ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করেন; উহা উক্ত গ্রন্থের ১০।৮২।৪৭ শ্লোকে

বর্ণিত আছে—"অধ্যাত্মশিক্ষয়া গোপ্য এবং কৃষ্ণেন শিক্ষিতাঃ। তদনুস্মরণ ধ্বস্ত জীবকোশাস্ত মধ্যগন্॥" অর্থাৎ ভগবান্ গোপীগণকে তাঁর পরিচ্ছিন্ন নশ্বর দেহের চিন্তা ত্যাগে তাঁর যে অব্যক্ত সর্ব্বগত বিষ্ণুপদ তাহা অনুধ্যান করিতে বলেন। যেমন গীতা ৭।২৪ শ্লোকে আছে "অব্যক্তংব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ। পরংভাবমজানন্তো মমাব্যয় মনুত্তমং॥" ঐ ৮।২১ শ্লোকে "অব্যক্তোহক্ষরইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্। যংপ্রাপ্যননিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমংমম॥ ইহ জন্ম ও পূর্ব্ব জন্মের তপস্যার ফলে গোপীরূপী তাপসগণ ভগবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ শিক্ষিত হইয়া পঞ্চকোশের অতীতে তাঁর "প্রপঞ্চোপশমংশান্তংশিবমদ্বৈতম্" যে পরম পদ তাহা প্রাপ্ত হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও দৃষ্ট হয়—"ধ্যায়ন্তে বৈষ্ণবাঃ শান্তাঃ শান্তং তং তৎপরায়নম্।" ব্রহ্ম খণ্ড ১৯।২৩।২। অর্থ সেই শান্ত তদ্‌বিষ্ণোঃ পরম পদ শান্ত রসে রসিত চিত্ত বৈষ্ণবগণ ধ্যানপরায়ন হন। উক্ত পুরাণে আরও বর্ণিত আছে ব্রহ্ম খণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে—

আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বাণী পুস্তক ধারিণী। ৫৩
বাগধিষ্ঠাতৃদেবীসা কবীনা মিষ্ট দেবতা।
শুদ্ধাসত্ত্ব স্বরূপাচ শান্তরূপা সরস্বতী। ৫৬

উক্ত পুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের ৫ম অধ্যায়ে—

আবির্বভূব কন্যৈকা কৃষ্ণস্য বাম পার্শ্বতঃ।
ধাবিত্বা পুষ্প মানীয় দাদাবর্ঘ্যং প্রভোঃ পদে॥ ২৫
রাসেসংভূয় গোলকে সাদধাব হরেঃ পুরঃ।
তেন রাধা সমাখ্যাতা পুরাবিদ্‌ভির্দ্বিজোত্তম। ২৬
প্রাণাধিষ্ঠাতৃ দেবী সা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
আবির্বভূব প্রাণেভ্যঃ প্রাণেভ্যোহপি গরীয়সী॥ ২৭

উক্ত পুরাণে প্রকৃতি খণ্ডে ৪৯।৩০—

ক্রুদ্ধা শশাপ সা দেবী সুদামানং সুরেশ্বরী।
গচ্ছত্বমাসুরীং যোনিং গচ্ছ ক্রূরমতে দ্রুতম্॥

ঐ প্রকৃতি খণ্ডে ২ অধ্যায়ে—৭৭-৫০

অথ সা কৃষ্ণ শক্তিশ্চ কৃষ্ণাদ্‌গর্ভং দধাহ চ। ৪৭
সুষাব ডিম্বং স্বর্ণাভং বিশ্বধারা লয়ং পরম্। ৪৯ ইত্যাদি

শ্রীকৃষ্ণের মুখ, মন, বুদ্ধি ও রসনা হইতে যথাক্রমে সরস্বতী, মহালক্ষী, দুর্গা ও সাবিত্রীর উদ্ভব হয়। পশ্চাৎ দেবীগণসহ রাস মণ্ডলে গমন করিলে তাঁহার বামপার্শ্ব হইতে প্রাণসকল সম্ভূত রাধার উৎপত্তি হয়। মুখাদি উত্তমাঙ্গ ও পার্শ্বদেশ মধ্যমঅঙ্গ বলিয়া গণ্য। পঞ্চ কোশ বিবেকে মন বুদ্ধি হইতে প্রাণময় কোশ বহিরঙ্গ বটে। ইনি রাসমণ্ডলে জন্মিবামাত্রই পুষ্পান্বেষণে ধাবিতা হন; এজন্য তাঁর "রাধা" এই নাম হয়। বেদে, মহাভারতে, রামায়ণে, বিষ্ণুপুরাণে, শ্রীমদ্ভাগবতাদিতে "রাধা" নাম দৃষ্ট হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তেই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম খণ্ড ৫।২৫,২৬ শ্লোকে রাধা নামের ব্যুৎপত্তি বর্ণিত। ঐ ব্রহ্ম খণ্ডে ৩।৫৬ শ্লোকে আছে যে সরস্বতী শুদ্ধ সত্ব-স্বরূপা শান্তা। তিনি উৎপত্তির পর শ্রীকৃষ্ণে স্থিতা হইয়াই তাঁর স্তব করেন। ধাবিতা হন নাই। ঋ ১।৮৪।২ মন্ত্রে "ঋষীনাংচ স্তুতী রূপ যজ্ঞং চ মানুষানাম্।" অর্থ—তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের জ্ঞানগর্ভ স্তুতিই যজন আর সাধারণ মনুষ্যের দ্রব্য-যজ্ঞ, অর্থাৎ পত্রংপুষ্পংফলংতোয়ং ইত্যাদি সংগ্রহের দ্বারা লোকে আরাধনা করিয়া থাকে। বহিরঙ্গজাত রাধার কার্য্যও বহির্মুখী। উক্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ২৮।১৯ শ্লোকে আছে—"তচ্ছ্রুত্বা রাধিকা সদ্যোমুগোহমদনাতুরা।" শ্রীকৃষ্ণের বংশীরব শ্রবণে রাধা কামার্ত্ত হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপস্থিত হন। এখানেও রাসের

পর শ্রীকৃষ্ণ অণ্ড প্রসবকারিণী (৪৯) রাধা তাঁর সর্ব্বগত স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ করেন ; ঐ জন্মখণ্ড ৬৭।৪৫ ।

"অহং সর্ব্বান্তরাত্মাচ নির্লিপ্তঃ সর্ব্ব কর্ম্মসু ।
বিদ্যমানশ্চ সর্ব্বেষু সর্ব্বত্রাদৃষ্ট এবচ ॥

অর্থ—আমি সকলের অন্তরাত্মা, সর্ব্ব কর্ম্মে নির্লিপ্ত, সর্ব্বত্র বিদ্যমান, সর্ব্বত্রই অদৃশ্য অর্থাৎ অব্যক্ত অবস্থায় থাকি। পূর্ব্বোক্ত বচন দৃষ্টে জানা যায়, সপত্নী বিরজার সহায়ক বোধে কোপবতী হইয়া সুদামাকে অভিশাপ প্রদান করেন। "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ। গীতা ৩।৩৭ ফুলধনু মদনের নেতৃত্বে ফুলশর সৌরভাঘাতে আদি রসাশ্রিত ব্যাপার, আর মদনভস্মে শান্ত শিবতম মধুতত্ত্বের বিকাশ ঘটে। পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের ও ভাগবতের শ্লোক যাহা ভগবান্ উপদেশ করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা এই পাই যে প্রাণাদি কোশরূপ উপাধি যোগে জীবত্ব এবং সাধনা দ্বারা সেই কোষ চতুষ্টয়ের অতীতে যে পরমতত্ত্ব তাহাই লভ্য। যেমন সলিলে বায়ুরূপ উপাধি যোগে বুদ্‌বুদের উৎপত্তি ঘটে, পশ্চাৎ বায়ু নিষ্কাশিত হইলে উহা জলেই লয় হয় তদ্বৎ কারণসলিলশায়ী ভগবান বিষ্ণু হইতে প্রাণাদি উপাধিক রাধা রূপ জীব জাত হয় এবং আরাধনা দ্বারা উপাধিলয়ে কারণ যে পরমাত্মা কৃষ্ণ তাহা সহ একীভূত হইয়া যায়। ইহাই যুগল মিলনের প্রকৃত তাৎপর্য্য। জীবত্বের অবসান সূচক জন্যই বৈষ্ণব কীর্ত্তনাদি মিলনে পরিসমাপ্ত করিতে হয়।

বহিরাগত রাধা তাঁহাতে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলেই ভগবানের পূর্ণত্ব। মহাভারতে বনপর্ব্বে বর্ণিত আছে যে "কৃষির্ভূর্বাচকোশব্দঃ। নিঃতু নির্বিত্তি বাচকঃ। তয়োরৈক্যাং পর ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" এই জীব রাধা ও পরমাত্মা কৃষ্ণ এবং এতদুভয়ের একতা প্রাপ্তি, ইহা অদ্বৈত তত্ত্ব প্রতীকে ঢালাই করা মাত্র। এই যে বৈষ্ণবগণের পরমতত্ত্ব তাহা শান্ত রসে লভ্য—

ইহা অভিনব কালের শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ২২ পরিচ্ছেদে ধৃত ভাগবতের ২।৭।৪৬ শ্লোক হইতে আমরা পাইতেছি—

শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ম্ প্রতিবোধ মাত্রং।
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বং॥
শব্দোন যত্র পুরুষঃ কারকবান্ ক্রিয়ার্থো।
মায়াপরৈত্যভিমুখেচ বিলজ্জমানা॥
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসঃ।
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্র সুখং বিশোকং॥

অর্থ—এই আত্মতত্ত্ব শুদ্ধ, নিত্য, শান্ত, জ্ঞান স্বরূপ মাত্র এবং সম অভী সৎ অসতের পরে স্থিত। এই পরম পুরুষের নিকট মায়া (সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায়) তার হাব ভাব ভঙ্গী প্রদর্শন করেন। কুল স্ত্রীর ন্যায় লজ্জায় দূরে পলায়ন করে। রাজস ও তামস শৃঙ্গারাদি অন্যান্য রসোদ্ভূত ভাব নর্ত্তন কীর্ত্তনাদি তুরান্তাৎ সেখানে শব্দের স্থান নাই। এই সেই তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদ অজস্র সুখ বা আনন্দ স্বরূপ; সেখানে শোকের স্থান নাই। তাহাই ব্রহ্ম পদ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলা ২৩ পরিচ্ছেদে ধৃত—

শুদ্ধ সত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্ত মাসৃন্য কৃদসৌভাব উচ্যতে।

অর্থ—পবিত্র সত্ত্বগুণ দ্বারা আত্মা বিশেষরূপে বিশুদ্ধ হইলে এবং প্রেম সূর্য্যাংশু সাম্যভাব ধারণ করিলে সেই নির্ম্মল চিত্তেই পরম পুরুষ প্রকাশিত হন। এইরূপ চিত্ত হইতে সকল কাম তৃষ্ণাদি বিদূরিত হইয়া যায়। কঠশ্রুতিতে আছে—

নাবিরতো দুশ্চরিতোন্নাশান্তো নাসমহিতঃ।
নাশান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥

অর্থ—দুশ্চরিত্র অসমাহিত অশান্ত ব্যক্তি জ্ঞান যোগে ব্রহ্ম লাভে সমর্থ হয় না। যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তেকামাযেঽস্য হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ কঠ। অর্থ—হৃদয়াশ্রিত কামনা রাশি হইতে যখন বিমুক্ত হয় তখনই মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে এবং ইহলোকে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করে। পুষ্পরস অর্থাৎ মধু আহরণে ব্যস্ত মধু মক্ষিকার গুঞ্জন ততক্ষণই শ্রুত হয় যতক্ষণ না সে মধুর আস্বাদ পায়। মধুর আস্বাদ পাইলে সে স্থির অচঞ্চল হয়, গুঞ্জনাদিও বন্ধ হইয়া যায়। সে শান্তরসের রসিক হইয়া পড়ে। তখন রজনী সমাগমও সে জানিতে পারেনা। কিম্বা পুষ্পমধ্যেই আবদ্ধ হইতেছে তাহাও তার চিত্তে জাগেনা। অর্থাৎ তাহার শারীরিক চিন্তাও তখন আসে না। তদ্বৎ রজগুণাত্মক ক্রিয়া উপাসনাদিতে যতক্ষণ চিত্ত রত থাকে ততক্ষণ নর্ত্তন কীর্ত্তনাদি চলিতে থাকে। কিন্তু যখন চিত্ত ধ্যান সমাধিতে আত্মস্থ হয় তখন বাহ্য বিষয় সে ভুলিয়া যায় তখন শান্তরসে রসিত হইয়া চির সে শান্তপ্রদ আত্মানন্দের আনন্দ স্বরূপ হইয়া যায়। ভগবান গীতাতে বলিয়াছেন—২।৭১

বিহায় কামান্যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধি গচ্ছতি।

অর্থ—যিনি সমস্ত কামনা ত্যাগে নিস্পৃহ হইয়াছেন, জাগতিক পদার্থে নির্ম্মম ও নিরহঙ্কার হইয়াছেন, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে মধু শব্দটীর প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা, যিনি সারাৎসার পরাৎপর, রসস্বরূপ। তাঁতে একীভূত হওয়ার ভাবই মধুর ভাব বা ব্রাহ্মীস্থিতি। ঘোর মূঢ় চিত্তবৃত্তি আশ্রয়ে আদিরস ঘটিত যে ভাব দাম্পত্য ব্যবহারোৎপন্ন তাহা মধুর ভাব নহে। তাহাতে মধু শব্দের ব্যবহার, শব্দের অপব্যবহার মাত্র। অলৌকিক শান্ত রসের অধিকারী যে শান্তি লাভ

করেন যাহাকে ব্রাহ্মীস্থিতি বলা হয় তাহাই মধুরভাব। প্রপঞ্চোপশমংশান্তং শিবমদ্বৈতম্। ওঁতৎসৎ।

৯। বেদে শিবতত্ত্ব

বর্ত্তমানে গৌরীপট্ট বা সর্প বেষ্টিত শিবলিঙ্গই সচরাচর পূজিত হইতে দেখা যায়। গৌরীপট্টরূপ যোনি-চিহ্ন ও সর্পবেষ্টন উভয়ই অনার্য্য হইতে আগত এরূপ কথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলিতেছেন এবং অস্মদ্দেশীয় তৎ শিষ্য সেবকগণও সঙ্গে সঙ্গে দোহারদিগের ন্যায় তাহারই পুনরুক্তি করিতেছেন। মাদ্রাজে স্থানে স্থানে চবুতরাতে বহুসর্পমূর্ত্তি ঘন সন্নিবেশিত দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অনার্য্যগণ পূজা করে। এমতাবস্থায় যে শিব "সর্পেভূষিত কলেবর" তাহা যে অনার্য্যাগত এতদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু বিষ্ণু সহস্রফণসর্প-শয্যাশায়ী হইলেও এপর্য্যন্ত উহা অনার্য্যাগত কেন যে বলেন না, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। বিশেষতঃ ঋগ্বেদে ৭।২৭।৫ ও ১০।৯৯।৩ মন্ত্রে শিশ্নদেবগণের নিন্দাসূচক বাক্য আছে। শিশ্ন অর্থ—লিঙ্গ, সুতরাং উহা লিঙ্গপূজা বিরোধী। অনার্য্য সেবিত জন্যই ঐ মন্ত্রে ঐপ্রকার গ্লানিকর কথা আছে। বিশেষ মিঃ মাক্-ডোনাল্ড ও প্রফেসর কেইথ্ বলিয়াছেন যে শিব, মহাদেব ও ঈশান শব্দ ঋগ্বেদে নাই। শুক্ল যজুর্ব্বেদের রুদ্রাধ্যায়ে নাই; সুতরাং পশ্চাৎকালে উহা আর্য্যগণ অনার্য্যসহ সন্ধি বন্ধনার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। এই সব যুক্তি খণ্ডন সম্ভবপর মনে হয় না। পুরাণে শিব সংহার কর্ত্তা। রুদ্র শব্দটী শিবের প্রতিশব্দ মাত্র। ঋগ্বেদে রুদ্র সংহার কারক। তাই রুদ্র অর্থ—রোদয়তি ইতি রুদ্র। যাঁর কার্য্যে প্রজাগণ রোদন পরায়ণ হয়েন তিনিই রুদ্র। সংহার বা বিনাশ প্রজাগণের মনঃ পূত নহে। সৃষ্টি বা উৎপত্তি

তাঁদের খুব মনঃপূত। শিব সংহার কর্ত্তা সুতরাং তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্বন্ধ সম্ভবপর নহে। ভয়ে তাঁর বিনাশ কার্য্য স্থগিতের জন্য প্রার্থনা আর প্রীতির সহিত আপনার চেয়েও আপনার করিয়া উপাসনায় অনেক প্রভেদ। যাহা ভয়ে ভয়ে সম্পাদন করিতে হয় তাহা আমার ইষ্ট নহে। না করিলে নয় বলিয়া করা। এজন্য সংহার কর্ত্তারূপে শিবকে ইষ্ট করিয়া পূজা না করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তারূপে পূজন ইষ্ট বা বাঞ্ছিত থাকায় শিবকে ইষ্ট করিবার প্রণালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি মনুষ্যগণ বাহির করিয়া লইয়াছেন। গীতাদিতে আছে "মমযোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিদ্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌" ইত্যাদি বাক্য পথ দেখাইয়াছে। এই পৃথিবীতে লিঙ্গ যোনিতে যোজিত হইয়া প্রাণীগণের উৎপত্তি ঘটায়। যাহা ব্যষ্টিতে তাহাই সমষ্টিতে। মহাপ্রলয়ে যখন সব লয় প্রাপ্ত হয় তখন সংহার কর্ত্তা লয় প্রাপ্ত হন না। "একোহিরুদ্রো ন দ্বিতীয়ায়তস্থু"। রুদ্র বা সংহারক শিব তখনও বর্ত্তমান থাকেন। প্রলয় অন্তে পুনঃ যে সৃষ্টি তাহা যিনি ছিলেন তাঁহা হইতেই হইবে। তিনি প্রকৃত বা স্বীয় শক্তিতে গর্ভাধান করেন তাহাতেই প্রকৃত "সূয়তে স চরাচরম্‌"। প্রকৃতি বা শক্তিই তাঁর যোনি। সুতরাং শিবলিঙ্গ ও শক্তি একত্র এক প্রতীকে দাঁড় করান হইল—"জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতী পরমেশ্বরৌ"। এই যোনিই পার্ব্বতী বা গৌরীরূপ পট্ট অর্থাৎ চাকচিক্যময় আবরণ। ইহা দ্বারা শিব আর সংহার কর্ত্তা রহিলেন না। "অহংবীজপ্রদঃ পিতা" বা সৃষ্টি কর্ত্তা হইলেন। প্রজাগণের মনোরঞ্জক সৃষ্টিতত্ত্বের প্রতীক লিঙ্গোপাসনায় জুটিয়া গেল। ওঁকার ব্রহ্মের প্রতীক। ব্রহ্ম একাধারে সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের কারণ। বেদান্তে "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্র দ্বারা কেবল ইহা সূচিত নয়, শ্রুতিতে "তজ্জলানি" (তৎজ তৎ ল তৎ আনি অর্থাৎ জ—জন্ম, ল—লয় ও অন প্রাণ বা রক্ষণ) এই সংক্ষিপ্ত বাক্যে অথবা বিস্পষ্টভাবে তৈত্তিরীয়ে—"যতো বা ইমানি ভূতাণি জায়ন্তে যেন জাতানি

নেতি বিচারে যিনি পারিশেষ্যাৎ লভ্য, তিনিই ব্রহ্ম। তদ্ব্যতীত মায়া, তমঃ, অসৎ, প্রকৃতি, প্রধানা, অব্যক্তা, অব্যাকৃতা অবিদ্যা, মূলা, তুলা, তুচ্ছ্যা, ইত্যাদি কোন নামধেয় কিছু ছিল না বা নাই বা হইবে না। কিন্তু তটস্থ লক্ষণে তাঁহা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি ও নাশ ঘটে। এবং সৃষ্টির তিনিই কারণ বলায় সাংখ্যাদি দ্বৈত মতবাদ সকল নিরস্ত হয়। এবং এই সৃষ্টিআদি ব্যাপার নিষ্পন্ন করার জন্য তাঁর চারিটী অবস্থা পরিকল্পিত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধ নিত্য মুক্ত অবস্থায় পরমাত্মা পরব্রহ্ম। যখন তিনি সৃষ্টি ইচ্ছা করেন তখন ঈশ্বর। যখন সূক্ষ্ম সৃষ্টি করতঃ তাহাতে অনুপ্রবেশ করেন তখন হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা। যখন স্থূল প্রপঞ্চ রূপে ব্যক্ত হন তখন তিনি বিরাট বৈশ্বানর আখ্যা প্রাপ্ত হন। এই সকল অবস্থা সমষ্টিগত অর্থাৎ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া একই আছেন এই কল্পনায়। আবার তাঁর ব্যষ্টি বা জীবভাব। তাহাতেও চারিটী অবস্থা কল্পিত হয়। জাগ্রতে বিশ্ব, স্বপ্নে তৈজস, সুষুপ্তিতে (গাঢ় নিদ্রায়) প্রাজ্ঞ এবং সমাধি অবস্থায় তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা ব্রহ্ম ভাব। এই সমষ্টি ও ব্যষ্টি অবস্থাত্রয় ঔপাধিক। উপাধি বহিরাগত হইয়া থাকে; যেমন স্যর বা ডক্টর উপাধি সরকার বা বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে আগত হয়। বহিরাগত মায়া উপাধি বশে ঈশ্বরাদিভাব। অবিদ্যা উপাধি বশে জীবভাব। ইহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম ঈক্ষণ করেন বা দেখেন তখন সৃষ্টি, আর যখন দৃষ্টি থাকে না, নিদ্রাভাব তখন প্রলয় হয়। দৃষ্টিতেই সৃষ্টি। যখন জাগ্রত তখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার চলে তখনই জগৎ ভাসে অর্থাৎ সৃষ্টি। আর যখন ইন্দ্রিয় ব্যাপার রহিত হয়, তখন নিদ্রা বা প্রলয়। সুতরাং ব্যষ্টি ও সমষ্টিতে বেশ সাদৃশ্য আছে। তটস্থ লক্ষণ সেইটী যেটী ক্ষণস্থায়ী; কখন থাকে কখন থাকেনা। আর তাহাই স্বরূপ-লক্ষণ যে লক্ষণের কদাপি কোন ব্যত্যয় ঘটেনা, নিত্যকাল একরূপ থাকে। যেমন অমাবস্যার চন্দ্র। উহাকে চন্দ্রের নিত্য কলা

বলে। অর্থাৎ উহা চন্দ্রের স্বরূপ। চন্দ্রমার ঐ রূপের ব্যত্যয় ঘটে না। এজন্য উহাকে স্বরূপ-লক্ষণ-যুক্ত চন্দ্র বলে। আর পূর্ণ চন্দ্র, তটস্থ লক্ষণ, উহা কখনো :থাকে, কখনো থাকে না। উহা সোপাধিক। চন্দ্রের বাহিরে যে সূর্য্যালোক তদ্দ্বারা উহা আলোকিত। পূর্ণচন্দ্রে সূর্য্যালোক উপাধি। যাঁহারা উপাসনাদি করেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ পরব্রহ্ম, কেহ ঈশ্বর, কেহ হিরণ্যগর্ভ, কেহ বিরাটের উপাসনা পরায়ণ। এজন্য বিষ্ণু বা শিব নামে যাঁরা উপাসনা করেন, তাঁদেরও নির্গুণ সগুণ ভেদে উপাসনা ভেদ আছে। প্রতীকভেদও আছে। কেহ কেহ দ্বৈতা-দ্বৈতে সগুণে নির্গুণে মিশ্রিত প্রতীকের উপাসক। শিব উপাসনায় যে শিব কল্পিত হন তাঁর চিহ্ন লিঙ্গ বা প্রতীক সম্বন্ধে।—"আকাশংলিঙ্গমিত্যাহুঃ পৃথিবী তস্যপিঠীকা। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাম্ লায়নাৎলিঙ্গমুচ্যতে।" এই শ্লোকটী পুরাণে উক্ত আছে। অর্থ—সেই ব্রহ্ম স্বরূপ শিবতত্ত্বের লিঙ্গ বা চিহ্ন আকাশ হইতে পারে। পৃথিবী তস্য পিঠীকা বাক্য বুঝিতে বিরাট পুরুষ সম্বন্ধে শ্রুতিতে যে বর্ণনা আছে, তাহা জানা প্রয়োজন। [allusion না জানিলে context বুঝা যায় না] শ্রুতিতে বহুস্থানে বিরাট পুরুষ যিনি বিশ্বব্যাপী অর্থাৎ ভূর্ভুবস্বঃ ব্যাপী তাঁর মস্তক দ্যৌ (স্বঃ) চন্দ্র, সূর্য্য তাঁর চক্ষু, অন্তরিক্ষ (ভুব) তাঁর বপু (দেহ) ও পৃথিবী তাঁর পাদ স্থানীয় (ঋ১০।৯০।১৪) বলা হইয়াছে। যদি তাঁর চরণে পুষ্পাঞ্জলি বা নতি নমস্কার করিতে হয় তবে পৃথিবী তার চরণ স্থানীয় তাই ক্ষিতি তত্ত্বে শিবলিঙ্গ মৃন্ময়, প্রস্তরময়, ধাতুময়। আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং। ইন্দ্রলোক, চন্দ্রলোক, বায়ুলোক, বরুণলোক, ব্রহ্মলোক সব তাঁর গাত্রে অবস্থিত। কারণ ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ বহির্ভূত স্থান নাই। সব ইহার অন্তর্গত।

লায়নাৎ লিঙ্গ; প্রলয়ে থাকেনা; বিরাটরূপ তাই নামরূপ, যাহা লয়শীল তাই তাঁর ব্যক্ত লিঙ্গ বা প্রতীক; বস্তু তস্ত তিনি অলিঙ্গব্যাপ্য এব চ"।

এই বিরাট সগুণ শিবমূর্ত্তি এজন্য বিরাটের যে দেহ অন্তরিক্ষ তাহাই শিবেরও দেহ। অন্তরিক্ষে মেঘ তাঁর দেহের ভূষণ। অন্তরিক্ষে বিজলী আঁকাবাঁকা চমকে তাহাও তাঁর গাত্রালঙ্কার। ইহাই সর্প ভূষণ। বেদে মেঘ অহি বাচক; এবং অহি বর্ত্তমান সংস্কৃতে সর্পবাচক। তাই শিবগাত্রের মেঘ বা অহি বর্ত্তমানে সর্প-ভূষণ বলিয়া বর্ণিত। এখন আমরা ঋগ্বেদে শিবতত্ত্ব কি তাহা বুঝিতে চেষ্টা করিব। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সূক্ত পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। উহার চতুর্থ ও পঞ্চম মন্ত্রে দুইটী বাক্য আছে—তাহা এই—"কামস্তদগ্রেসমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতো বন্ধু অসতি"; এবং পঞ্চম মন্ত্রে আছে—"স্বধা অবস্তাৎ প্রযতিপরস্তাৎ।" এই দুই বাক্য হইতে প্রকৃতি পুরুষ, ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ, জগতঃ পিতরৌ, শিবশক্তি, মায়া ব্রহ্ম, সৎ অসৎ, তমঃ ও প্রকাশ ইত্যাদি দ্বৈতবাদের বা সৃষ্টি তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে। তৃতীয় মন্ত্রে তমঃ সন্নিহিত হওয়ায় সৃষ্টির আরম্ভন বিবৃত। যখন তমঃ ছিল না তখন মহাপ্রলয়ে সৎ একাই ছিলেন ইহা দ্বিতীয় মন্ত্রে বিবৃত। চতুর্থ মন্ত্রে বলিতেছে যেই সিসৃক্ষা ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি হইল অমনি সতের অসৎ দ্বারা বন্ধন ঘটিল। এই অসৎ যে বন্ধন করিল ইহা নাগপাশ সদৃশ। অর্থাৎ সাপ যদি কারও অঙ্গ জড়ায় তবে যাকে জড়ায় তার্ আর নড় চড়ের শক্তি থাকে না; সর্পের বশ হইয়া পড়ে। এখানে অসৎ যেন সৎকে নাগপাশে বন্ধন করিলেন। সৎই শিব। তাই সর্প বেষ্টিত শিব। অথবা যেমন কোন বস্তু ঢাকনি দ্বারা ঢাকে অর্থাৎ আবৃত করে, তদ্বৎ অসৎ বা মায়া বা তমঃ আবৃত সৎ বা শিবই হিরন্ময় গৌরী পট্ট দ্বারা আবৃত। পঞ্চম মন্ত্রে এই বহিরাবরণই লোকচক্ষে পড়ে এবং সৎ যিনি আবৃত হন, তাঁকে দেখা যায় না, জানা যায় না। ইহাই বিবৃত। প্রফেসর উইলসন ইহার যে অনুবাদ করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত হইল—The self-supporting Principle beneath and the Energy aloft. মায়ার এই হিরন্ময়

আবরণ উন্মোচনার্থ-ই মহর্ষি দধীচি কাতর স্বরে বলিয়াছেন, "হিরন্ময়েন্‌, পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতংমুখং। তৎ ত্বং পূষণ্‌ অপাবৃনু সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" হে পূষণ দেব, এই মায়াবরণ উন্মোচন করিয়া দাও, সত্যধর্ম্মস্থিত আমি ঐ আবরণের অন্তরালে সত্য স্বরূপ যিনি আছেন তাঁকে দর্শন করিব। পুনঃ প্রার্থনা করিয়াছেন—হে পূষণ, হে প্রাজাপত্য, "ব্যূহ রশ্মীন্‌ সমূহতেজো যত্তেরূপং কল্যানতমংতৎতে পশ্যামি।" সূর্য্য-ই আত্মা। কিন্তু উহার বাহিরে দুটী আবরণ আছে chromosphere বা বর্ণমণ্ডল সপ্তবর্ণরশ্মী এবং photosphere বা তেজোমণ্ডল; উহা দেখিয়াই সাধারণ লোক সূর্য্যের মহত্ত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। উহার অভ্যন্তরে যে জ্যোতির্ম্ময় অমৃতময় পুরুষ অধিষ্ঠিত, তাঁহার দিকে আদৌ ধ্যান দেয় না। তাই সত্যধর্ম্মী ঋষি বলিতেছেন যে, ঐ দুই বহিরাবরণ সংহৃত কর, অন্তর্নিহিত কল্যাণতম রূপ দর্শন করিব। ঋষি আরও বলিয়াছেন, আমি আরও বুঝিয়াছি যে এই দেহ-পিণ্ডে যে জ্যোতি, ইন্দ্রিয় ও জগৎ উদ্ভাসিত করে তাহা এবং ঐ সূর্য্য মণ্ডলাধিষ্ঠিত পুরুষ একই। "যোঽসা বসৌ পুরুষ সোহমস্মি" ঈশা উপনিষৎ। মায়ার আবরণ-শক্তি এই জ্ঞানকে আবৃত রাখে এবং বিক্ষেপ শক্তি বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে। যেমন বায়স্কোপে অন্ধকার আবৃত হইলে নানা খেলা দেখা যায় আর যদি আলো জ্বলে তবে খেলা বন্ধ হইয়া যায়। এইরূপ মায়ার খেলারূপ বিচিত্র জগত একটী একটী করিয়া নেতি নেতি করিয়া ভেদ করা যায় না কিন্তু যদি অজ্ঞান বা তমের আবরণ ভেদ করা যায় খেলা আপনি বন্ধ হইয়া যায়। যাঁরা প্রকৃত শিবচিন্তক তাঁরা সংহারের শিব চিন্তক। জগৎ সংহারে বা লয়ে আনন্দ, পরম আনন্দ লাভ ঘটে। এইটী আমরা দিন দিন ভোগ করি। অর্থাৎ লয়ের জন্য সুখভোগ করি। অথচ মায়া মোহে তাহা গ্রাহ্য করি না বা ধারণা করিতে পারি না। উহাকে শাস্ত্রে দৈনন্দিনপ্রলয়ও

বলে। উহা সুষুপ্তি বা গাঢ় নিদ্রা। দুদিন ভাল নিদ্রা না হইলে লোকে অস্থির হইয়া পড়ে। যে তীব্র বেদনার যাতনা ভোগ করিতেছে তেমন রোগী ও নিদ্রা গেলে সুস্থবোধ করে। তখন ইন্দ্রিয় বৃত্তির লয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগতিক সব পদার্থের লয় হয়। তখন জগৎ ভাসে না। পার্শ্ববর্ত্তী পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, পিতামাতা যাঁরা বড় পিয়ার তাঁদের স্মৃতিও মুছিয়া যায়। পুত্রশোক, পতিশোক, বিত্তশোক, প্রতিষ্ঠার লোপ, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, স্বাস্থ্যাভাব জনিত দুঃখ কিছুই থাকে না। সবছে পিয়ারা যে দেহ তারও স্মৃতি লোপ হয়। কোন দুঃখ শোক তাপ না থাকায় লোকে নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বলে "বড় সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম"। এই অবস্থা যদি বড় সুখ তবে ছোট সুখ কোনটা? স্বপ্ন যে মিথ্যা সবাই জানে, আর স্বপ্নে ভয়াদি বিক্ষেপও থাকে। সুতরাং জাগ্রতের যে সুখ তাই ছোট সুখ। ঠিক্ কথা। কারণ জাগ্রতে স্মৃতিরূপ বহু দুঃখ সদাই জাগে। আর জাগ্রতে যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থ জন্য প্রচেষ্টা তাহা বিনা শ্রমে বিনা ক্লেশে লাভ ঘটে না। উহা দুঃখ-মিশ্রিত এই জন্য উহা ছোট সুখ। যেমন সুখ সুষুপ্তিতে তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক সুখ ধ্যানসমাধিতে। তখনও জগৎ লয় হইয়া যায়। পাশ্চাত্য কবি—Society, friendship and love, Devinely bestowed upon man" বলিয়াছেন। জাগ্রতেই উহা সম্ভব। নিদ্রাতে society friendship and love থাকে না। তখন অসঙ্গোহ্য়ং পুরুষঃ অর্থাৎ নিঃসঙ্গ একলাটী, তাতেই বড় সুখ। জাগ্রতে ছোট সুখ society friendship and love লইয়া। ধ্যান সমাধির যে মহান্ আনন্দ তাও একলাটী অসঙ্গ হইয়া। এই যে লয়ের অসঙ্গত্বের বড় সুখ তাহাই শিবতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। তাই শিব শব্দ মঙ্গল, আনন্দ বাচী। সংহার বড় আনন্দ, বড় সুখ। বেদে যে শিশ্ন দেবগণ

শব্দ আছে তাহার অর্থ লিঙ্গপরায়ণ বা ইন্দ্রিয় পরায়ণ বা কামুক। ইহা যাস্ক ও সায়নাদি আচার্য্যগণ বলিয়াছেন। যদি বল গুরু পরম্পরা উপদেশ প্রাপ্ত ব্যাখ্যান গ্রহণ ঠিক্ নয়; খেয়ালী পুরুষের ব্যাখ্যাই ঠিক্, সে স্বতন্ত্র কথা। উহা অনার্য্য বা কাহারও দেবতাবাচক নহে। দেবশব্দ দেবশত্রু বৃত্রেও প্রযোজিত দেখা যায়। ঋ ১।৩২।১২ প্রত্যহন্-দেবএকঃ। ইন্দ্র একাই দেবলোক হনন করেন। আবার অসুর শব্দ ইন্দ্রাদি দেবগণে বহু প্রয়োগ আছে। শিশ্ন সহ "দেব" শব্দ থাকায় কোন দেবতাই গ্রহণ করিতে হইবে এমন কিছু নয়; বিশেষতঃ উভয়ত্র শিশ্নদেবা বহুবচনান্ত আছে। যেমন রুদ্রদেব তেমনি শিশ্নদেব হইলে এক বচনান্ত হইত। লোকে দেবতার চিন্তন করিয়া থাকে তেমনি যারা কেবল শিশ্নেরই চিন্তন করে তাদের শিশ্নদেব বলা হইয়াছে। শাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য সাধন চায়। ইন্দ্রিয় ব্যাপার সংযত করা, বিশেষরূপে শিশ্নব্যাপার সংযমন বা বীর্য্যধারণ ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান অঙ্গ। ব্রহ্মচর্য্যের বড় মহিমা—তংযএব এতং ব্রহ্মলোকং ব্রহ্মচর্য্যেন অনুবিন্দতি। অথযৎ যজ্ঞ ইতি আচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্যমেব তৎ। যৎ ইষ্টম্ ইতি আচক্ষতে ব্রহ্মচর্য্য মেব তৎ। ইত্যাদি শ্রুতি। তাই ব্রহ্মচর্য্যচ্যুতকে শিশ্নদেব বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে। বিলাতের বড় বৈদিক পণ্ডিত মিঃ কেইথ তাঁর ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—শিব, ঈশান মহাদেব শব্দ ঋগ্বেদে, শতরুদ্রীতে নাই, অতএব শিব শব্দ পশ্চাৎভাবী। ঋগ্বেদের ২।৩৩।-৯ ঈশান, ২।১।৬ মহাদেব, ১০।৯২।৯ শিব শব্দ রুদ্রবাচক। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শতরুদ্রীতেও শব্দত্রয় আছে; এবিষয়ে পত্র ব্যবহার করিলে মিঃ কেইথ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, কথাটা ঠিক নহে; তিনি মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই যা বলা হইয়াছে তাতে "শিব"কে অনার্য্য সমাজের

কৃপাভিক্ষা স্বরূপে প্রাপ্ত বলিবার বিশেষ হেতু দেখা যায় না। আর সচরাচর যে লিঙ্গ শিল্পির নৈপুণ্যে সৃজিত হইয়া থাকে তাহা যেমনই হউক না কেন, প্রাচীন শিবলিঙ্গ বলিয়া যাঁদের প্রসিদ্ধি আছে তাহা চিহ্নমাত্র, গৌরী পট্টাদিযুক্ত বা লিঙ্গাকারও নহে। বালুকাময় শিব কুম্ভকো নামে বরফপিণ্ড কাশ্মীরে অমরনাথ নামে পরিচিত। হিমালয়ে কেদারে শিবলিঙ্গ shapeless একটুকরা পাথর মাত্র। কাশীর কেদারও তাই। হরদ্বার কনখলের দক্ষেশ্বর শিবও কোন লিঙ্গাকার নহে। গোতমী বা গোদাবরীতটে ত্র্যম্বকেশ্বর শিব গর্ত্ত বিশেষ, নৈমিষ সন্নিকটে গোকরণনাথে, পুরীতে মার্কণ্ডেয়ও জম্বুকেশ্বর শিব গর্ত্ত বা হিরন্ময়গর্ভরূপ যুক্ত প্রস্তরখণ্ড মাত্র। লয়ের মহাকাল অরূপমব্যয়ং, প্রপঞ্চোপশমং, শান্তং শিবমদ্বৈতম্। লয়ের দেবতাকে ইন্দ্রিয়াদি লয় করিয়া দিয়া ধ্যানস্থ হইয়াই দর্শন করিতে হয়। অহা "শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যান যোগাদবৈহি।" "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্ব মানশুঃ।" ওঁ তৎ সৎ।

১০। কালিকার স্বরূপ

কালী—ধূমাবৃত অগ্নিশিখা বা জিহ্বা। উহা অগ্নির সপ্ত লেলায়মান জিহ্বার প্রথম জিহ্বা। মুণ্ডক ১।২।৪। "তদগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবৎ" বৃ আ ১।৪।১৫, "সৈষাক্ষত্রস্য যোনি যদ্ব্রহ্ম" বৃ আ ১।৪।১১ এই ক্ষত্রিয়ের যোনি ব্রাহ্মণ। অগ্নিই দেবগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ। সুতরাং অগ্নি দেবগণের যোনি স্বরূপ। তমঃ আবৃত কার্য্যব্রহ্মই দেবযোনি। ধূমাবৃত অগ্নি তাঁর প্রতীক। তমঃ প্রাধান্যে এবং যোনি জন্য এই প্রতীকের স্ত্রী আকার। "ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার তথবা কুমারী" শ্বে ৪।৩। পুরাণেও বিবৃত

আছে আয়ান ঘোষের সাক্ষাতে পরম পুরুষ কৃষ্ণই কালী হন। তাই কালী প্রতীকে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়। পুরুষই সৃষ্টিস্থিতি লয় করেন। "সর্ব্বং খম্বিদংব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"। ছান্দাগ্য ৩ অ ১৪ খ শাণ্ডিল্য বিদ্যা। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবন্তি। যং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম" তৈত্তরিয় ভৃগুবল্লী ১ অনু। জন্মাদ্যস্যযতঃ" ব্র সূ ১অ ২ সূত্র। ভূতভর্ত্তৃচ তজ্‌জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ। গীতা ১৩।১৬। যেমন মায়া আবরণে আবৃত অর্থাৎ সুভদ্রা উপহিত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পুরুষ বলরামই কৃষ্ণবর্ণ জগন্নাথ বা কৃষ্ণ সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ কর্ত্তা। তদ্বং কালীপ্রতীকও বটে। "নৈব স্ত্রী ন পুমান্ এষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। যদ্ যদ্ শরীরমাধত্তে তেন তেন সযুজ্যতে" এই শ্রুতিমতে স্ত্রী মূর্ত্তি কল্পনা কিছু দোষাবহ নহে। ঋগ্বেদে ২ মণ্ডল ১১ মন্ত্রে অগ্নিকেই ইলা, ভারতী, সরস্বতী ইত্যাদি স্ত্রীদেবীগণ ও সর্ব্বদেবগণের স্বরূপ বলা হইয়াছে। উহাই "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে" শ্রুতিবাক্য দ্বারা সুপ্রকাশিত। শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সর্ব্বপূর্ণ পুরুষ হইতে মায়া উপহিতে সৃষ্টি স্থিতি লয়:বিষয়ে পূর্ণ শক্তিমান্ কার্য্য ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন। যাহাকে ঋগ্বেদের "না সদাসীৎ" সূক্তের ২য় মন্ত্রে তমঃ আবৃত প্রথমজ বলা হইয়াছে এবং চতুর্থ মন্ত্রে "স্বধা অবস্তাৎ প্রযতি পরস্তাৎ" অর্থাৎ Self-supporting Principle beneath and Energy aloft বলা হইয়াছে। সাংখ্যকার কপিল ইহাঁকেই সৃষ্টিস্থিতি বিনাশ কারণ প্রকৃতি বলেন। পুরুষ ভোক্তামাত্র। "কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতু প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোর্ক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" গীতা (১৩।২০)। পুরুষ সান্নিধ্যে জড় প্রকৃতি ক্রীড়াশীলা। পুমান্ প্রতীকে যম মহিষ-বাহন ও স্ত্রী প্রতীকে দুর্গা মহিষমর্দ্দিনী। মৃত্যুরূপ মহিষের হস্ত হইতে দশ ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবাত্মার রক্ষণই মহিষাসুরবধ প্রতীকের মর্ম্ম। দশভুজকে অনন্তবাহুর লক্ষণ মাত্র করিয়া "বিশ্বতোবাহু"কে

কেহ কেহ লক্ষ্য করেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্থে পুরুষোত্তম পুরুষসিংহ। সেই পুরুষসিংহই সিংহ, বাহন বা আশ্রয়, "দুরত্যয়া" আসুরী মায়ার "গ্রসিষ্ণু" বেদান্তকেশরী বেদ্য পুরুষ। ইনিই হিরণ্যবর্ণাবৃতা দেবী বা হিরণ্যগর্ভ। ঈশোপনিষদোক্ত "হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখং" মন্ত্রে ইহাঁকেই লক্ষ্য করে। এবং তত্রস্থ বর্ণময় ও তেজোময় মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষও ইনি বটেন। চণ্ডীতে নিশম্ভবধের পর অষ্টশক্তি দেবীর স্তনযুগলে লয় করিয়া দিয়া "দ্বিতীয়া কা মমাপরা" যে বর্ণিত তিনিই হিরণ্যগর্ভ।

দশেন্দ্রিয়রূপ দশভুজও মায়িক। যাহা জ্ঞান যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়। লিঙ্গশরীর ধ্বংসে অলিঙ্গভাব প্রাপ্তি। ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা লিঙ্গ শরীরই লক্ষিত। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণোরূপকল্পনা"। এ হেন ব্রহ্মরূপিনীর পূজায় পশুবধের যে ব্যবস্থা তাহা জাবালি উপনিষদের মন্ত্রমূলক ব্যবস্থা বলা যায়। "পশুপতিরহঙ্কারাবিষ্টঃ সংসারী জীবঃ স এব পশু।"

এই পশুত্বের বলিদান দিয়া জীবত্বের অবসানে ব্রহ্মত্বের স্থাপন করিতে হয়। "অহং দেবোন চান্যোহস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্। সচ্চিদানন্দ রূপোহহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।" পশুকর্ণে মন্ত্র দিলে পশু কালে শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্ব স্বরূপ লাভ করে। ইহাই পশুবলি।

যেমন "রথস্থংবামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" এই বাক্য "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেবতু", "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বেদেবা উপাসতে" "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্যে আত্মনি তিষ্ঠতি, "ত্বমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সারসংগ্রহমাত্র তদর্থকে গ্রহণ করে। অধুনা লোকে দারুময় রথের রজ্জু টানিয়াই তাহার সার্থকতা করিতেছে। কালমাহাত্ম্যে যুগধর্ম্মের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ পশুবলিরও ব্যবস্থা ঘটিয়াছে। বাঙ্গলার একটী গান আছে—

"শক্তিপূজা কথার কথা না
যদি কথার কথা হত তবে যে ভারত
শক্তিপূজে শক্তিহীন হত না।
ওরে বনের মহিষ অজা
তারা মায়ের বাছা প্রজা
মা ত সে বলি লন না।
যদি বলি দিতে আশ
স্বার্থ কর নাশ
বলিদান কর বিষয় বাসনা।"

"মনএব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বদ্ধস্তু বাসনাবন্ধ মুক্তস্তু বাসনাক্ষয়ে" বাক্যে যে বাসনা কামনা পূর্ণ মনকে লক্ষ্য করে তাহা অহঙ্কারজাত। মন ও অহঙ্কার নাশ বা বলি প্রদানে জীবের মুক্তি। ইহাই তন্ত্রে ছিন্নমস্তা মূর্ত্তিতে প্রকটিত। জাগতিক ভোগ বিলাসরূপ বিষয়বাসনা বলিদান করতঃ অহঙ্কারের মুণ্ডচ্ছেদ ব্যবস্থা। গীতাতে (২।৭১)

"বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমানশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। ঐ ১৮।৫৪।

এই পশুভাবের বলিদানই পশুবলি। রজোগুণ পরবশে হিংস্রব্যাঘ্রাদির ন্যায় পশুমাংসলোভী মানব বলি ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে।

অনেকে মনে করেন যে দেবী আদ্যাশক্তি সৃষ্টিস্থিত বিনাশকারিনী হইতে স্বতন্ত্রা এক হ্লাদিনী শক্তি আছেন। কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈতাদিমতবাদীর প্রামাণ্য বৈষ্ণবগ্রন্থ নারদ পঞ্চরাত্র প্রথমখণ্ডের ১২শ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—

পার্ব্বতী উবাচ

তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীশ্চ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনে রতা ॥ ৫৫
মহাবিষ্ণোশ্চমাতাহং বিশ্বানি যস্যলোমস্য।
রাসেশ্বরী চ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তি স্বরূপিনী ॥ ৬১

ইহাতে দেখা যায় রাসেশ্বরী হ্লাদিনীশক্তিরূপিনী রাধা ও চণ্ডিকাতে কোনও পার্থক্য নাই। তিনিই চণ্ডিতে "শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়নি নমোহস্তুতে" বলিয়া অর্চ্চিতা। ইঁহাকেই ব্রজে গোপীগণ কাত্যায়নী নামে অর্চ্চন করার ফলে পরম পুরুষ কৃষ্ণকে লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

১১। বর্ত্তমানযুগের উপাসনা

বৌদ্ধযুগের পর যখন সনাতন বৈদিক ধর্ম্ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে তখন বেদান্তের প্রাধান্য জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীভূত ভাব বা মিলনের প্রসঙ্গ লইয়া সীতারাম, রাধেশ্যামাদি উপাসনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে যে সব মত বাদ আর্য্যস্থানে প্রভাবান্বিত তাহার সবই প্রস্থানত্রয়ের উপর স্থাপিত। উপনিষদ কয়খানি শ্রুতিপ্রস্থান। গীতা ও মনু স্মৃতিপ্রস্থান, মীমাংসাদ্বয় ন্যায় প্রস্থান। রামানুজাচার্য্য, নিম্বার্কাচার্য্য, বল্লভাচার্য্য ও মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণবমত ও কতিপয় শৈবাচার্য্যগণের মত বর্ত্তমানযুগের জনসাধারণ অনুসরণ করিয়া থাকে। মায়োপাধিক জীবের শোধনে পরমসহসাযুজ্যতা ঘটে তাই উপাসনা কার্য্য দ্বারা চিত্তশুদ্ধি বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন। ইহা ভাগবতাদি পুরাণ ও তুলসী দাসের রামায়ণাদিতে অতীব পরিস্ফুট। রাম ও কৃষ্ণনামদ্বয় কেন গৃহীত হইয়াছে তৎ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ

আলোচনা করা সমীচীন বোধ হয়। ঈষদ্ বিচার করিলে বোধ হয় সৃষ্টিই বন্ধন এবং সংহারই মুক্তি। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলের ১২৯ সূক্তের বর্ণিত—"কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসোরেতঃ প্রথমং যদাসীৎ সতোবন্ধু অসতি" এবং প্রলয়ান্তে—"আনীদবাতং স্বধয়াতদেকং তস্মাদ্ধান্যন্নপর কিঞ্চনাস" এই মন্ত্রদ্বয় যাহা প্রকাশ করে তাহা হইতে জীবভাব সংহৃত হইলেই মুক্তি। জীবভাবই সৃষ্টি। সংহার বা লয়ে যে পরম আনন্দ লাভ ঘটে তাহা অহরহ সুষুপ্তিকালে ও ধ্যান সমাধি অবস্থায় পরিদৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদে রাম শব্দ অর্থ রাত্রি (১০।১১১।৭)। "অধোরাম সাবিত্র ইতি" এখানে রাম অর্থ কৃষ্ণবর্ণ। অর্থ—অধোদেশে রাম বা কৃষ্ণবর্ণ তমাচ্ছন্ন সূর্য্য উর্দ্ধদেশে দশদিগ্ প্রসারী রশ্মিজাল, ঋ ৩।৩১।৪ ও ৩।৩৯।৭ মন্ত্রে সূর্য্যাখ্য মহৎ তেজ তম হইতে বিনির্গত ইত্যাদি। রাত্রিতে লোকসকল রামাগণসহ আনন্দ লাভে তৃপ্ত হইয়া যখন গাঢ় নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লয় তখন পরম আরাম লাভ করে এজন্য রাম অর্থ রাত্রি। গাঢ় নিদ্রায় প্রচুর আনন্দ, "বড় সুখ"। তখন দেহ গেহ ধন জন রোগ শোক কিছুই থাকে না। জগৎই থাকে না, লয়াবস্থা। কোনই অভাব না থাকায় সর্ব্বদুঃখের অবসানে বড়সুখের প্রাপ্তি। আর জাগ্রতে কোন না কোন অভাব বোধ লাগিয়াই আছে তজ্জন্য জাগ্রতের সুখ ছোট সুখ। "নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং" তাই লয়ে আনন্দ বলা হয়, গাঢ় নিদ্রার "বড় সুখ" অসঙ্গ অবস্থায় ভোগ করিতে হয়। তখন সমাজ সংসার আত্মীয় স্বজন নাই, সব বিলীন হইয়াছে। এই লয়ের বা অসঙ্গ অবস্থাই উপাধিহীন অবস্থা। তখন দৃশ্যপ্রপঞ্চ ইন্দ্রিয়গণ সহ সংহৃত অর্থাৎ সর্ব্বজাগতিক ভোগ্য পদার্থসহ সম্বন্ধ রহিতের বা ত্যাগের অবস্থা। "ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ"। রাজ্যবর্জ্জন, ভ্রাতাবর্জ্জন, প্রিয় হইতে প্রিয়তম দেহের বর্জ্জন বা ত্যাগ যে আদর্শে পাওয়া যায় তিনিই আত্মারাম। রময়তি ইতিরামঃ। তাঁরই প্রতীকোপাসনা। দশদিকে

যাঁর রথগতি অপ্রতিহত সেই সূর্য্যই দাশরথি রাম। সেই অপ্রতিহত গতি সূর্য্যই সুমেরুবাসীগণের নিকট ছয়মাস অদৃশ্য থাকেন। সেই অদৃশ্য কৃষ্ণবর্ণ তমাবৃত সূর্য্য। সূর্য্যকে কবে দেখিতে পাইব বলিয়া ব্যাকুল হৃদয় ঋষিগণ তচ্চিন্তাপরায়ণ হইতেন। ঋ ৬।৯।৭ মন্ত্রে দেখিতে পাই অখিল দেবগণ ভীত হইয়া তম বা বৃত্রাবৃত সূর্য্যকে নমস্কার করিতেছেন। যাঁহার রশ্মিরূপ গোসকল প্রকাশ জন্য ইন্দ্র রাত্রি যজ্ঞে সোমপানে বলিষ্ঠ হইয়া সূর্য্যের আবরক বৃত্র সহ যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং যুদ্ধান্তে বৃত্রকে বধ করতঃ জগৎকে সৌর-কিরণ-মণ্ডিত করেন। "সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ"। ঋ ১।১১৫।১ এই ব্রহ্ম উপাসনায় সুমেরু বাসীগণের পক্ষে কুমেরুস্থিত অদৃশ্য সূর্য্যই কৃষ্ণ রূপে চিন্তনীয়। ঋ ১।৪৬।১০ মন্ত্রে সুদীর্ঘ রাত্রি অপগতে কবে সূর্য্যোদয় হইবে? তাঁকে কি দেখিতে পাইব এই চিন্তায় সেই কৃষ্ণ সূর্য্যই চিন্তনীয় বা ধ্যানের বিষয়। যখন সূর্য্য দক্ষিণে তখন উত্তরে রাত্রি। রাত্রি লয় স্থান। লয়ে আনন্দ। সব লয়ে যিনি থাকেন তিনিই পরমাত্মা কৃষ্ণ। নেতি নেতি বিচারে পরিশেষ্যাৎ প্রাপ্তব্য। মহাভারতে তাই বর্ণিত—"কৃষির্ভূর্বাচকো শব্দ নিতু নিবৃত্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে"॥ এই যে কৃষ্ণ ইনিই বাসুদেব। বসুদেবের পুত্রজন্য বাসুদেব ইহা অতীব সংকীর্ণ ভাবের কথা। বাসয়তি ইতি বাসু অর্থাৎ যাঁর বিরাট দেহে সব দেব যক্ষ নর কিন্নর তির্য্যকাদি ভূতজাত বাস করে অথবা বসতি ইতি বাসু যিনি স্তম্ব (তৃণ) হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বদেহে বাস করেন তিনিই বাসুদেব অর্থাৎ দ্যোতন লাল উজ্জ্বল অর্থাৎ তমবিহীন। তিনিই পরম পুরুষ বিষ্ণু। পূর্ণং অনেন সর্ব্বং ইতি পুরুষ অথবা পুরৌশেতে ইতিপুরুষ অর্থাৎ যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনিই পুরুষশব্দ বাচ্য অথবা যিনি স্তম্ব হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বদেহে শয়ন করিয়া আছেন। বিষ্ণুশব্দার্থও তাই। বিবেষ্টি ব্যাপ্নোতি ইতি অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী অথবা বিশ প্রবেশনে

যিনি সর্ব্ব ঘটে (ভূতে) অনুপ্রবিষ্ট। তিনিই বিষ্ণু। যোগবাশিষ্ট ও গীতা বেদান্তের প্রকরণ গ্রন্থদ্বয় প্রাপ্ত জন্য উক্তনামদ্বয়ের বিস্তৃতি ঘটার সম্ভব। উপাসনা কার্য্যে বৈদিক কৃষ্ণবর্ণ সূর্য্যই কখন রাম কখনও বা কৃষ্ণরূপে উপাসিত। ইহাতে ক্ষত্রিয় জাতির প্রাধন্যের প্রসঙ্গ নাই। অথবা রুদ্র বা শিব অবৈদিক বা বেদে প্রক্ষিপ্ত থাকার উক্তি যেমন অর্ব্বাচীনের কল্পনা প্রসূত ইহাও তদ্বৎ।

———

১২। বৈদিকযুগের পরিশিষ্ট (১)

ঋগ্বেদের ঋষিগণের নাম

মধুচ্ছন্দা বৈশ্বামিত্র কুশীক বংশীয়			
	১ম	১—১০ সূক্ত	দ্রষ্টা
		ও ৯ম ১ „	„
জেতা মধুচ্ছান্দস	১ম	১১ „	„
মেধাতিথি কাণ্ব	১ম	১২—২৩ „	
		৯ম ২, ৮ম ২, ৩২ „	„
শুনঃশেপ দেবরাত বৈশ্বামিত্র—			
	১ম	২৪, ৩০ ও ৯ম ৩ „	„
হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস	১ম	৩১—৩৫ „	
		ও ৯ম ৪, ৬৯ „	„
কণ্বঘোর আঙ্গিরস	১ম	৩৬—৪৩ „	
		ও ৯ম ৯৪ „	„
প্রাকণ্ব কাণ্ব	১ম	৪৪—৫০, ৮ম ৪৯ „	
		ও ৯ম ৯৫ „	„
সব্য আঙ্গিরস	১ম	৫১—৫৭ „	„
নোধা গৌতম	১ম	৫৮—৬৪ „	
		৮ম ৮৮ ও ৯ম ৯৩ „	„
পরাশর শাক্ত্য বসিষ্ট পৌত্র	১ম	৬৫—৭৩ „	
		ও ৯ম ৯৭ „	„
গৌতম রাহুগণ	১ম	৭৪—৯৩ „	
		ও ৯ম ৩১ „	„
কুৎস আঙ্গিরস	১ম	৯৪—৯৮, ১০১-১১৫ „	
		ও ৯ম ৯৭ „	„
কশ্যপ মারীচ	১ম		
		৯৯, সূ ও ০ম ৯১, ৯২, ১১৩, ১১৪ ও ১০ম ১৩৭ „	„

বৃষাগির রাজা ও তৎপুত্রগণ	১ম	১০০	সূক্ত	দ্রষ্টা
ঋজাশ্ব, অম্বরীষ		৯ম—৯৮	„	„
সহদেব, ভয়মান, সুরাধন				
কক্ষীব্বান্ দৈর্ঘতামস	১ম	১১৬—১২৬	„	„
ভাবযবং স্বনয় রাজ				
রোমশা ঐ মহিষী	১ম	১২৬	„	„
পরুচ্ছেপ দৈবদাসী	১ম	১২৭—১৩৯	„	„
দীর্ঘতমস ঔচথ্য মামতেয়	১ম	১৪০—১৬৪	„	„
অগস্ত (মান) কুম্ভযোনি মৈত্রাবরুণ	১ম	১৬৫—১৯১	„	„
লোপামুদ্রা ঐ স্ত্রী	১ম	১৭৯	„	„
গৃৎসমদ শৌনক ভার্গব আঙ্গিরস শুনহোত্র পুত্র—২ম		১-৩, ৮-২৬, ৩০-৪৩ সূ ও ৯ম ৮৬	„	„
সোমাহুতি ভার্গব	২ম	৪—৭	„	„
কুর্ম্ম গার্ৎসমদ	২ম	২৭—২৯	„	„
কুশিক বংশ প্রবর্ত্তক ঐষিরথি	৩ম	৩১	„	„
গাথী কৌশিক	৩ম	১৯—২২	„	„
দেববাত দেবশ্রবা ভারত	৩ম	২৩	„	„
বিশ্বামিত্র কৌশিক গাথীপুত্র	৩ম	১-১২, ২৪-৩৭, ৩৯-৫৩, ৫৭-৬২, এবং ১০ম ১৬৭	„	„
ঘোর আঙ্গিরস	৩ম	৩৬	„	„
প্রজাপতি বৈশ্বামিত্র	৩ম	৩৮, ৫৪—৫৬	„	„
বাচ্যো বা প্রজাপতি বাচ্য	৯ম	৮৪, ৩ম ৫৪	„	„
প্রজাপতি পরমেষ্ঠী	১০ম	১২৯	„	„
ঋষভ বৈশ্বামিত্র	৩ম	১৩, ১৪ ও ৯ম ৭১	„	„
কত বৈশ্বামিত্র	৩ম	১৮	„	„
উৎকীল কাত্য	৩ম	১৫—১৭	„	„

জমদগ্নি ভার্গব	৩ম	৬২, ৮ম ১০১, ৯ম সূক্ত ৬২, ১০ম ১১০, ও ১৬৭	”	দ্রষ্টা
ত্রসদস্যু পৌরকুৎস	৪র্থ	৪২, ৯ম ১১০, ৫ম ২৭	”	”
পুরুমিহ্ব } অজমিহ্ব }	সৌহত্র আঙ্গিরস ৪র্থ	৪৩, ৪৪, ৮ম ৭১	”	”
বামদেব গৌতম	৪ম	১—৪১, ৪৫—৫৮	”	”
বুধগবিষ্টির আত্রেয়	৫ম	১	”	”
বুধ সৌম্য	১০ম	১০১	”	”
কুমার আত্রেয়	৫ন	২	”	”
কুমার আগ্নেয়	৭ম	১০১	”	”
কুমার যামায়ণ	১০ম	১০৫	”	”
কুমার সোমক রাজা সহদেব পুত্র ৪ ১৫।৭				
বৃশ জরপুত্র (জার)	৫ম	৩—৬	”	”
বসুশ্রুত আত্রেয়	৫ম	৩—৬	”	”
ইষ আত্রেয়	৫ম	৭, ৮	”	”
পয় আত্রেয়	৫ম	৯, ১০	”	”
গয় প্লাত	১০ম	৩৬, ৬৪	”	”
সুতংভর আত্রেয়	৫ম	১১—১৪	”	”
ধরুণ আঙ্গিরস	৫ম	১৫	”	”
পুরু আত্রেয়	৫ম	১৬, ১৩	”	”
পুরু অসিক্নীরাজ		৭।৮।৪, ৭।১৯।৩		
মৃক্তবাহ } দ্বিত } আত্রেয়	৫ম	১৮	”	”
দ্বিত আপ্ত্য	৯ম	১০৩	”	”
বভ্রি আত্রেয়	৫ম	১৯	”	”
বভ্রি প'ণ শংযুর দাতা		৬।৪৫।৩১		
প্রমস্বস্ত আত্রেয়	৫ম	২০	”	”

সম আত্রেয়	৫ম	২১ সূক্ত	দ্রষ্টা
বিশ্বসাম আত্রেয়	৫ম	২২ "	"
দ্যুম্ন বিশ্বচর্ষণী	৫ম	২০ "	"
বন্ধু—গোপায়ণ বা গোপায়ণ বংশীয়			
সুবন্ধু— বিপ্রবন্ধু	৫ম	২৪ সূ ১০ম ৫৭-৬০ "	"
বসুযব আত্রেয়	৫ম	২৫,২৬ "	"
ত্র্যরুণ ত্রৈবৃষ্ণ	৫ম	২৭ " ৯ম-১১০	"
অশ্বমেধ ভারত	৫ম	২৭ "	"
বিশ্ববারা আত্রেয়ী	৫ম	২৮ "	"
গৌর বীতি-শাক্ত্য (বাসিষ্ঠ)	৫ম	২৯ "	
	৯ম-১০৮,	১০ম-৭৩, ৭৪ "	"
গোপায়ণ ঐ শিষ্য—			
বভ্রু—আত্রেয়	৫ম	৩০ "	"
বভ্রু রাজা—		৮।২২।১০	
অবস্যু আত্রেয়	৫ম	৩১, ৭৫ "	"
গাতু আত্রেয়	৫ম	৩২ "	"
সংবরণ প্রাজাপত্য (অগ্নিবেশ পুত্র)			
	৫ম	৩৩, ৩৪ "	"
সংবরণ মনুর পিতা	৯ম-১০১	ও ৮।৫১।১ "	
প্রভু বসু আঙ্গিরস	৫ম	৩৫, ৩৬ "	
		৯ম-৩৫, ৩৬ "	"
অত্রি ভৌম	৫ম		
	৩৭-৪৩, ৭৬, ৭৭, ৮৩-৮৬, ৯ম-৮৬ "		"
অত্রি সাংখ্য		১০ম-১৪৩	"
অবৎসার কাশ্যপ	৫ম	৪৪ "	"
		৯ম-৫৩-৬০ "	"
সদাপৃণ আত্রেয়	৬ম	৪৫ "	"

প্রতিক্ষত্র আত্রেয়	৫ম	৪৬ সূক্ত	দ্রষ্টা
প্রতিরথ আত্রেয়	৫ম	৪৭ "	"
প্রতি ভানু আত্রেয়	৫ম	৪৮ "	"
প্রতি প্রভু আত্রেয়	৫ম	৪৯ "	"
স্বস্তি আত্রেয়	৫ম	৫০, ৫১ "	"
শ্যাবাশ্ব আত্রেয়	৫ম	৫২-৬১, ৮১, ৮২ ৮ম-৩৫-৩৮, ৯ম-৩২ "	"
শ্রুতবিদ্ আত্রেয়	৫ম	৬২ "	"
অর্চ্চনান্ আত্রেয়	৫ম	৬৩, ৬৪, ৮ম-৪২ "	"
রাতহব্য আত্রেয়	৫ম	৬৫, ৬৫ "	"
যজত আত্রেয়	৫ম	৬৭, ৬৮ "	"
উরুচক্রি আত্রেয়	৫ম	৬৯, ৭০ "	"
বাহুবৃক্ত আত্রেয়	৫ম	৭১, ৭২ "	"
পৌর আত্রেয়	৫ম	৭৩, ৭৪ "	"
সপ্ত বধ্রি আত্রেয়	৫ম	৭৮ " ও ৮ম-৭৩ "	"
সত্যশ্রবা আত্রেয়	৫ম	৭৯, ৮০ "	"
এবয়ামরুৎ আত্রেয়	৫ম	৮৭ "	"
বীতহব্য আঙ্গিরস	৬ম	১৫ "	"
সুহোত্র আঙ্গিরস	৬ম	৩১, ৩২ "	"
শুনহোত্র আঙ্গিরস	৬ম	৩৩, ৩৪ "	"
নর	৬ম	৩৫, ৩৬ "	"
শংযু বার্হস্পত্য	৬ম	৪৪-৪৬, ৪৮ "	"
গর্গ ভারদ্বাজ	৬ম	৪৭ "	"
পায়ু ভারদ্বাজ	৬ম	৭৫ ও ১০ম ৮৭	"
ঋজিশ্বা ভারদ্বাজ	৬ম	৪৯-৫২ ও ৯ম-৯৮ "	"
ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য	৬ম	১-১৪, ১৬-৩০, ৩৭-৪৩, ৪৮, ৫৩-৭৪ "	

ঋজিশ্বা উশিজপুত্র		১০।৯৯।১১	
ঋজিশ্বান্		১।৫০।৮	
ঋপ্রাশ্ব বার্ষগিরা		১।১৬।১৬	
বশিষ্ঠ—মৈত্রাবরুণী উর্ব্বশীপুত্র	৭ম	দ্রষ্টা ৯ম-৯০, ৯৭ দ্রষ্টা	
প্রগাথ কাণ্ব	৮ম	১, ১০, ৪৮, ৬২-৬৫ সূক্ত	দ্রষ্টা
মেধ্যাতিথি কাণ্ব	৮ম	৩০, ৩৩ ৯ম-৪১-৪৩ "	"
শশ্বতী আঙ্গিরসী	৮ম		"
প্রিয়মেধ আঙ্গিরস	৮ম	২, ৬৮, ৬৯, ৮৭, ও ৯ম ২৮ "	"
দেবাতিথি কাণ্ব	৮ম	৪ "	"
ব্রহ্মাতিথি কাণ্ব	৮ম	৫ "	"
বৎস কাণ্ব	৮ম	৬, ১১ "	"
বৎস আগ্নেয়	১০ম	১৮৭ "	"
পুনর্ব্বৎস কাণ্ব	৮ম	৭ "	"
সধ্বংস কাণ্ব	৮ম	৮ "	"
শশকর্ণ কাণ্ব	৮ম	৯ "	"
পর্ব্বত কাণ্ব	৮ম ১২	৯ম-১০৪, ১০৫	"
নারদ কাণ্ব	৮ম ১৩		
গোসূক্ত, অশ্বসূক্ত — কাণ্বায়ণ	৮ম	১৪, ১৫ "	"
ইরিংবিঠি কাণ্ব	৮ম	১৬, ১৭, ১৮ "	"
সৌভরি কাণ্ব	৮ম	১৯-২২, ১০৩ "	"
বিশ্বমনা বৈয়শ্ব (বৎপুত্র) আঙ্গিরস	৮ম	২৩-২৬ "	"
নীপাতিথি কাণ্ব	৮ম	৩৪ "	"
নাভাক্ কাণ্ব	৮ম	৩৯-৪২ "	"
মনু বৈবস্বত	৮ম	২৭-৩১ "	"

মনু সার্বণি	১০।৬২।১		
মনু-অপ্সব	৯ম	১০৬ সূক্ত	দ্রষ্টা
মনু সংবরণ	৯ম	১০১ "	"
মনু প্রজাপতি	১।৩১।৪		
মনু রোচিষ	৮ম	৩৪ "	"
বসু ভারদ্বাজ	৯ম	৮০-৮২ "	"
বিরূপ আঙ্গিরস	৮ম	৪৩, ৪৪, ৭৫ "	"
ত্রিশোক কাণ্ব	৮ম	৪৮ "	"
বশ অশ্বপুত্র	৮ম	৪৬ "	"
ত্রিত আপ্ত্য	১ম	১০৫, ৮ম-৪৭ ,	
	৯ম-৩৩, ৩৪, ১০২, ১০ম, ১-৭	"	"
পুষ্টিগু কাণ্ব	৮ম	৫০ "	"
শ্রুষ্টিগু কাণ্ব	৮ম	৫১ "	"
আয়ু পুরুরাজ পুত্র	৮।১৫।৫		
আয়ু কাণ্ব	৮ম	৫২ "	"
আয়ু মনু	(১।৯৬।২)		
মেধ্য কাণ্ব	৮ম	৫৩, ৫৭, ৫৮ "	"
মাতরিশ্বা কাণ্ব	৮ম	৫৪ "	"
কৃশ কাণ্ব	৮ম	৫৫ "	"
পৃষধ্র কাণ্ব	৮ম	৫৬ "	"
সুপর্ণ কাণ্ব	৮ম	৫৯ "	"
সুপর্ণ তার্ক্ষ্য	১০ম	১৪৭ "	"
ভর্গ প্রাগাথ	৮ম	৬০, ৬১ "	"
কলি প্রাগাথ	৮ম	৬৬ "	"
মৎস্য সামদ	৮ম	৬৭ "	"
পুরুহন্ম আঙ্গিরস	৮ম	৭০ "	"
সুদিতি আঙ্গিরস	৮ম	৭১ "	"
হর্যত প্রাগাথ	৮ম	৭২ "	"
গোপবন আত্রেয়	৮ম	৭৩, ৭৪ "	"

কুরুসুতি কাণ্ব	৮ম	৭৬-৭৮ সূক্ত	দ্রষ্টা
কৃৎণু ভার্গব	৮ম	৭৯ „	„
একদ্যু নৌধস	৮ম	৮০ „	„
কুসিদি কান্ব	৮ম	৮১-৮৩ „	„
উশনা কাব্য	৮ম	৮৪ „	„
		৯ম-৮৭-৮৯ „	„
কৃষ্ণ-ঘোর অঙ্গিরস দেবকীপুত্র			
	৮ম	৮৫, ৮৬, ১০ম ৪২-৪৪	„
বিশ্বক—কৃষ্ণ পুত্র	৮ম	৮৬ „	„
কৃষ্ণ দস্যু	৮।৯৬।১৩		
দ্যুম্নীক বাসিষ্ঠ	৮ম	৮৭ „	„
নৃমেধ } আঙ্গিরস	৮ম	৮৯, ৯০, ৯৮, ৯৯	
পুরুমেধ }	৯ম	২৭, ২৯ „	„
অপালা আত্রেয়ী	৮ম	৯১ „	„
শ্রুতকক্ষ } আঙ্গিরস			
সুকক্ষ বা }	৮ম	৯২, ৯৩ „	„
বিন্দু }	৮ম	৯৪	
পুতদক্ষ বা }	৯ম	৩০ „	„
তিরশ্চী আঙ্গিরস }	৮ম	৯৫, ৯৬	„
দ্যুতান মারুত বা }		৯৫, ৯৬	„
রেভ কাশ্যপ	৮ম	৯৭	„
নেম ভার্গব }			
ইন্দ্র }	৮ম	১০০ „	„
প্রয়োগ রাজা }			
অগ্নি পাবক বা }	৮ম	১০২ „	„
অসিত } কাশ্যপ			
দেবল }	৯ম	৫-২৪	
দৃহবচ্যুত আগস্ত্য	৯ম	২৫ „	„

ইধ্মবাহ দার্ঢ্যচ্যুত্র	৮ম	২৬ সূক্ত	দ্রঃ
রহূগণ গোতমের পিতা	৯ম	৩৭, ৩৮ ,,	,,
বৃহন্মতী অঙ্গিরস	৮ম	৩৯, ৪০ ,,	,,
অযাস্য অঙ্গিরস	৮ম	৪৪-৪৬ ,,	,,
		১০ম ৬৭, ৬৮ ,,	,,
কবি ভার্গব	৯ম	৪৭-৪৯, ৭৫-৭৯	,,
উচথ্য আঙ্গিরস	৮ম	৫০-৫২	
উচথ্য রাজা ৮ ৪৬।২৮			
অমহীয়ু আঙ্গিরস	৯ম	৬১ ,,	
নিধ্রুবি কশ্যপ	৯ম	৬৩ ,,	
ভৃগু বারুণী	৯ম	৬৫	
	১০ম	১৯ ,,	,,
বৈখানস	৯ম	৬৬ ,,	,,
সপ্তর্ষি	৯ম	৬৭, ১০৭	
	১০ম	১৩৭ ,,	
রেণু বৈশ্বামিত্র	৯ম	৭০, ১০ম ৮৯	
হরিমন্ত অঙ্গিরস	৯ম	৭২ ,,	,,
পবিত্র আঙ্গিরস	৯ম	৬৭, ৭৩, ৮৩	
বেণ ভার্গব	৯ম	৮৫,	
	১০ম	১২৩ ,,	,,
বেণ পৃথুর পিতা		৮।৯।১০	
আকৃষ্ট মাষা, সিকতা নিবাবরী, পৃশ্নি অজা	৯ম	৮৬ ,,	,,
প্রতর্দ্দন দৈবদাসী	৯ম	৯৬, ১০ম ১৭৯	,
ইন্দ্রপ্রমতি, বৃষগণ, মন্যু, উপমন্যু, ব্যাঘ্রপদ — বাসিষ্ঠ	৯ম	৯৭ ,,	,

শক্তি	৯ম	১০৮ সূক্ত	দ্রষ্টা
কর্ণশ্রুৎ, মৃড়িক, বসুক্র } বাসিষ্ঠ	১০ম	১৫০ "	"
রেভ ও সুনু } কশ্যপ	৯ম	৯৯, ১০০ "	"
অন্ধ্রী ও শ্যাবাশ্বি	৯ম	১০১	
যযাতি নাহুষ, নহুষ মানব, মনু সাংবরণ, প্রজাপতি	৯ম	১০১ "	"
শিখণ্ডিনী অপ্সরস্ কাশ্যপ	৯ম	১০৪ সূ	দ্রষ্টা
অগ্নি চাক্ষুষ, চক্ষু মানব, মনু অপ্সব	৯ম	১০৬ "	"
চক্ষু সৌর্য্য	১০ম	১৫৮ "	"
উরু অঙ্গিরস	৯ম	১০৯ "	"
ঊর্দ্ধ সদ্মন, কৃতযশ } আঙ্গিরস	৯ম	১০৮ "	"
ঋণঞ্চয় রাজা, ধিষ্ণ্য ও ঐশ্বর অগ্নি	৯ম	১০৯ "	"
অনানত পারুচ্ছেপী	৯ম	১১১ "	"
শিশু অঙ্গিরস	৯ম	১১২ "	"
ত্রিশিরা ত্বষ্টৃ পুত্র	১০ম	৮, ৯ "	"
সিন্ধুদ্বীপ আম্বরীষ	১০ম	৯ "	"
যমী বৈবস্বতী	১০ম	১০ "	"

হবির্ধান অঙ্গি পুত্র	১০ম	১১, ১২ সূক্ত	দ্রষ্টা
বিবস্বান্ আদিত্য	১০ম	১৩ "	
যম বৈবস্বত	১০ম	১৪ "	"
শাংখ যামায়ণ	১০ম	১৫ "	
দমন যামায়ণ	১০ম	১৬ "	
দেবশ্রবা যামায়ণ	১০ম	১৭	
শকুসুক যামায়ণ	১০ম	১৮	
মথিত যামায়ণ	১০ম	১৯ "	"
বিমদ ঐন্দ্র বসুকৃৎ প্রাজাপত্য বা সুক্র বা	১০ম	২০-২৬ "	"
বসুক্র ঐন্দ্র	১০ম	২৭, ২৮, ২৯ "	"
কবষ ঐলুশ	১০ম	৩০-৩৪ "	"
অক্ষ মৌজবান্	১০ম	৩৪ "	
লুশ ধানক	১০ম	৩৫, ৩৬ "	
অভিতপা সৌর্য্য	১০ম	৩৭ "	"
ইন্দ্র মুষ্কবান্	১০ম	৩৮ "	"
ঘোষা কাক্ষীবতী	১০ম	৩৯, ৪০ "	"
সুহস্ত ঘোষেয়	১০ম	৪১ "	
বৎস প্রিয়াল নন্দন	১০ম	৪৫, ৪৬	
সপ্তগু আঙ্গিরস	১০ম	৪৬ "	"
ইন্দ্র বৈকুণ্ঠ	১০ম	৪৮-৫০ "	
অগ্নি সৌচিক ও দেবগণ	১০ম	৫১-৫৩ ৭৯, ৮০ "	"
বৃহদুক্থ বামদেব্য	১০ম	৫৪-৫৬ "	"
নাভানেদিষ্ট মানব	১০ম	৬১, ৬২ "	
বসুকর্ণ বাসুক্র	১০ম	৬৫, ৬৬ "	
সুমিত্র বাধ্র্যশ্ব	১০ম	৬৯, ৭০ "	"
সুমিত্র বা দুর্মিত্র কৌৎস		১০।১০৪	"

বৃহস্পতি আঙ্গিরস	১০ম	৭১ সূক্ত	দ্রষ্টা
বৃহস্পতি লৌক্য	১০ম	৭২ "	"
সিন্ধুক্ষিৎ প্রৈয়মেধ	১০ম	৭৫ "	
জরৎকর্ণ ঐরাবত	১০ম	৭৬ "	"
স্যূমরশ্মি ভার্গব	১০ম	৭৭, ৭৮	"
সপ্তি বা জংভব	১০ম	৭৯	"
বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন	১০ম	৮১, ৮২ "	"
মন্যু তাপস	১০ম	৮৩, ৮৪	
সাবিত্রী সূর্য্যা	১০ম	৮৫	
বৃষাকপি ইন্দ্রপত্নী	১০ম	৮৬ "	"
মূর্দ্ধন্বান্ আঙ্গিরস বামদেব্য বা	১০ম	৮৮ "	"
নারায়ণ	১০ম	৯০ "	
অরুণ বৈতহব্য	১০ম	৯১ "	
শর্য্যাত মানব	১০ম	৯২ "	
ত ন্ব পার্থ	১০ম	৯৩	
অর্ব্বুদ কাদ্রবেয়	১০ম	৯৪	"
পুরূরবা ঐল উর্ব্বশী	১০ম	৯৫ "	"
বরু আঙ্গিরস	১০ম	৯৬	
সর্ব্বহরি ঐন্দ্র	১০ম	৯৭	
ভিষগ আথর্ব্বন্	১০ম	৯৭	
দেবাপি আর্ষ্টিসেন	১০ম	৯৮	"
বম্র বৈখানস	১০ম	৯৯ "	"
দুবস্যু বান্দন	১০ম	১০০ "	"
মুদ্‌গল ভার্গ্যাশ্ব	১০ম	১০২ "	"
অপ্রতিরত ঐন্দ্র	১০ম	১০৩ "	"
অষ্টক বৈশ্বামিত্র	১০ম	১০৬ "	

ভূতাংশ কাশ্যপ	১০ম	১০৬ সূক্ত	দ্রষ্টা
দিব্য আঙ্গিরস	১০ম	১০৭ „	
দক্ষিণা প্রাজাপত্য বা	১০ম	১০৭ „	
পণি সরমা দেবশুনি	১০ম	১০৭ „	
জুহু ব্রহ্মজায়া	১০ম	১০৯	
ঊর্দ্ধনাভা ব্রাহ্ম	১০ম	১১১	
অষ্ট দংষ্ট্রা বৈরূপ	১০ম	১১১	
নভপ্রভেদন বৈরূপ	১০ম	১১২	
শত প্রভেদন বৈরূপ	১০ম	১১৩	
সধ্রি বৈরূপ	১০ম	১১৫	
ঘর্মতাপস	১০ম	১১৪	
ঘর্ম্ম সৌর্য্য	১০ম	১৮১	
উপস্তুত বৃষ্টিহব্যপুত্র	১০ম	১১৫ „	
অগ্নিযুত অগ্নিযুপ বা } স্থৌর	১০ম	১১৬	
ভিক্ষু আঙ্গিরস	১০ম	১১৭	
উরুক্ষয় অমহীযব	১০ম	১১৮	
লব ঐন্দ্র	১০ম	১১৯	
বৃহদ্দিব আথর্ব্বণ	১০ম	১১০	
হিরণ্যগর্ভ প্রাজাপত্য	১০ম	১২১ „	
চিত্রমহা বাসিষ্ঠ	১০ম	১২২	
অগ্নি ও বরুণ	১০ম	১২৪	
বেন—(Venus)	১০ম	১২৩	
বাগাম্ভৃণী	১০ম	১২৩	
কুল্মল বর্হিষ শৈলূষি	১০ম	১২৬	
অংহমুক বামদেব্য	১০ম	১২৭	
কুশিক সৌভরো	১০ম	১২৭	

রাত্রি ভারদ্বাজী	১০ম	১২৭	
বিহব্য আঙ্গিরস	১০ম	১২৮	
যজ্ঞ প্রাজাপত্য	১০ম	১৩০	
সুকীর্ত্তি কাক্ষীবত	১০ম	১৩১	
শকপূত নৃমেধপুত্র	১০ম	১৩২	
সুদাস পৈজবন	১০ম	১১৩ সূক্ত	দ্রষ্টা
মান্ধাতা যৌবনাশ্বি	১০ম	১৩৪ ..	
জুতি			
বাতজুতি			
বিপ্রজুতি			
বৃষাণক	বাতরশনা		
করিক্রত	১০ম	১৩৬	
এতশঃ			
ঋষ্যশৃঙ্গ			
কেশিন			
অঙ্গ ঐরব (উরপুত্র)	১০ম	১৩৮	
বিশ্বাবসু গন্ধর্ব্ব	১০ম	১৩৯	
অগ্নিপাবক	১০ম	১৪০	
অগ্নিতাপস	১০ম	১৪১	
জরিতা			
দ্রোণ	শাঙ্গ্য		
সারিসৃক্ক	১০ম	১৪২ ,,	
স্তম্বমিত্র			
ঊর্দ্ধকৃশন যামায়ণ	১০ম	১৪৪	
সুপর্ণ তার্ক্ষ্যপুত্র বা	১০ম	১৪৪	
ইন্দ্রাণি	১০ম	১৪৫	
দেবমুনি ঐরম্মদ	১০ম	১৪৬	

সুবেদ শৈরিষি	১০ম	১৪৭
পৃথু বৈন্য	১০ম	১৪৯
অর্চ্চন্ হৈরণ্য স্তুপ	১০ম	১৪৯
শ্রদ্ধা কামায়নী	১০ম	১৫১
শাসভারদ্বাজ	১০ম	১৫২
ইন্দ্রমাতর	১০ম	১৫৩
শিরিংবিঠ ভারদ্বাজ	১০ম	১৫০
কেতু আগ্নেয়	১০ম	১৫৬
ভুবন আপ্ত্য সাধন ভৌবন বা	১০ম	১৫৯
লটী পৌলমী	১০ম	১৬৩
পুরণ বৈশ্বামিত্র	১০ম	১৬৩
যক্ষ্মনাশন প্রাজাপত্য	১০ম	১৬১
রক্ষোহা ব্রাহ্ম	১০ম	১৬২
বিবৃহা কাশ্যপ	১০ম	১৬৩
প্রচেতা আঙ্গিরস	১০ম	১৬৪
কপোত নৈঋত	১০ম	১৬৫
ঋষভ বৈরাজ শকর বা	১০ম	১৬৬ সূক্ত দ্রষ্টা
অনিল বাতায়ন	১০ম	১৬৮
শবর কাক্ষীবত	১০ম	১৬৯
বিভ্রাট সৌর্য্য	১০ম	১৭০
ইট ভার্গব	১০ম	১৭১
সংবর্ত্ত আঙ্গিরস	১০ম	১৭২
ধ্রুব আঙ্গিরস	১০ম	১৭৩
অভিবর্ত্ত আঙ্গিরস	১০ম	১৭৪
উর্দ্ধগ্রাব অর্বুদপুত্র	১০ম	১৭৫
সুনু ঋভুপুত্র (আর্ভব)	১০ম	১৭৬

পতঙ্গ প্রাজাপত্য	১০ম	২৭৮	
অরিষ্টনেমি তার্ক্ষ্য	১০ম	১৭৮	
শিবি উশিনর প্রতর্দ্দন কাশীরাজ বসুমনা রোহিদশ্ব	১০ম	১৭৯ সূক্ত	দ্রষ্টা
জয় ঐন্দ্র	১০ম	১৮০	
প্রথ বাসিষ্ঠ সপ্রথ ভারদ্বাজ ঘর্ম সৌর্য্য	১০ম	১৮১	
তপমূর্দ্ধা বার্হস্পত্য	১০ম	১৮৩	
প্রজাবান্ প্রাজাপত্য	১০ম	১৮৩	
ত্বষ্টা বিষ্ণু প্রাজাপত্য	১০ম	১৮৪	
সত্যধৃতি বারুণি	১০ম	১৮৭	
উল বাতায়ণ	১০ম	১৮৬	
শ্যেন আগ্নেয়	১০ম	১৮৮	
সার্পরাজ্ঞী	১০ম	১৯০	
অঘমর্ষন মাধুচ্ছন্দ	১০ম	১৯০	
সংবনন আঙ্গিরস	১০ম	১৯১ ,,	

সামবেদের ঋষিগণ

'সামবেদের অধিকাংশ মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত সুতরাং সেই সকল মন্ত্রের ঋষিগণের নাম ঋগ্বেদের ঋষি নামের মধ্যেই আছে; যে সকল নাম ঋগ্বেদে নাই সামবেদে দৃষ্ট হয় তাঁহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নকুল, ঋণ ত্রসদস্যু, সম্পাত, গৌর, ঋনব, পুষ্কল অগ্নি, সংহিত, শক, আস্কীগব, সাকামশ্ব, রেভা, গৃহপতি, অগ্নি, যবিষ্ঠ, আযুঙ্ক্ষাহি, কামদেব, তৃণপাণি, কন্তা, গায়ত্রী, ভার্গহৃতি, সোম, সুভকক্ষ, দধ্যঙ্ আথর্ব্বণ, অভিপাদ উদল, অশ্বিনৌ বৈবস্বতৌ, ঋণচয় শক্তি, মনু সংবরণ, সামতি, চিত্তঃ, অবস্তা আত্রেয়।

শুক্লযজুর্ব্বেদে যে সকল ঋগ্বেদীয় ঋষির নাম আছে তদ্ব্যতীত অন্য ঋষিগণের নাম।

অঙ্গিরস, সুশ্রুত, যাজ্ঞবল্ক্য, আসুরি, ঔর্ণবাভ, শাকল্য, বৈখান, কুসুরুবিন্দু ঔদ্দালকি, দধিক্রাবা, বরুণ, কুন্দ্রী, পুরোধা, ময়োভূঃ, সোমক, চিত্র, কুমারহারীত, বিধৃতি, গালব, আভূতি হৈমবর্চ্চি, আশ্বতরাশ্বি, কৌণ্ডিন্য, বিদর্ভি, কামদেব, যজ্ঞপুরুষ, বিশ্বরূপ, লোগাক্ষি, রম্যাক্ষি, প্রাহুরাক্ষী, সরস্বতী, উত্তরনারায়ণ, স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা, মেধাকাম, শ্রীকাম, সুনীতি, সূচীক, দক্ষ, মেধ, অঙ্গিরা, অথর্ব্বণ, শিবসংকল্প।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে ঋষিগণাদির নাম।

কুসুরুবিন্দু ঔদ্দালকি, ষণ্ডামর্ক অসুরগুরু, ইড়া মানবী, প্রহ্লাদ কয়াধব, বিরোচন, কালকঞ্জ, নচিকেতা, ববর প্রবাহণি, সর্ব্বসেনী শুচি-কন্যা, বরাহ অচ[illegible]র, শূববাঞ্চ, অহীনা আশ্বথ, জনক বৈদেহ, অংহ-আরুণি, অরুণ উপবেশপুত্র, এতশ, সার্পরাজ্ঞী কাদ্রবেয়, সূর্য্যাশ্ব, উর্ব্বশী, পুরুরবা, ভরত রাজা, বিষ্ণুবামন, অহংমুচ, ক্রতুজিৎ জানক্রিত, বিশ্বরূপ ত্বাষ্ট দেবপুরোহিত, তৈত্তিরি (ইঁহার নামানুসারেই কৃষ্ণ যজুকে তৈত্তিরীয়

সংহিতা বলে) উশনা, কাব্য, অসুরগুরু, উপবেশ, ঔপবেশী অরুণ, উদ্দালক আরুণি, শ্বেতকেতু আরুণেয়, ঔর্ব্ব ভৃগু, সুপর্ণ ঋষি অরুণ, পুলস্তয়ে, কবষ, সুপর্ণ গরুত্মান্, যজ্ঞসেন চৈত্রিয়ায়ণ, সুমীকর্ণ, সগর, উদঙ্ক শৌল্বায়ণ, সৃঞ্জয় ও সৌদাসগণ।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যে সকল নাম দৃষ্ট হয় তাহা এই—

ঐকদশাক্ষি
মানুতন্তব্য
নগরীন্
জানশ্রুতেয়
ঐক্ষ্বাক বেধস হরিশ্চন্দ্র
রোহিদশ্ব মহাভিষেক
অযাস্য—অধ্বর্য্যু
বিশ্বামিত্র—হোতা
বসিষ্ঠ—ব্রহ্মা
শুচিবৃক্ষ গোপায়ন
বৃদ্ধদ্যুম্ন অভিপ্রতারিপুত্র
রথগৃৎস বৃদ্ধদ্যুম্নপুত্র
সুত্বান কৈরিশি ভার্গায়ণ রাজা
মৈত্রেয় কৌষয়েব
ভূতবীরগণ পুরোহিতগণ
নগরবাসী জনশ্রুত পুত্র
উপবি জানশ্রুতেয়
দেবভাগ বিধিশ্রুত পুত্র
বভ্রু আত্রেয়
বাভ্রব্য বভ্রুপুত্র
গিরিজ বভ্রুপুত্র
বাভ্রব কাপিলেয় } বন্ধুদ্বয়
দেবরাত বৈশ্বামিত্র }

কৌষিতকী শাংখ্যায়ন
(যামায়ন.শংখ[?])
বৃষশুষ্ম জাতুকর্ণ্যবাতাবৎ
বিশ্বন্তর সৌষদ্মন রাজা
রাম মার্গবেয় শ্যাপর্ণা
সর্পিস বাৎসি বৎসপুত্র
অজিগর্ত্তি শুনঃশেপ
এতশঃ
প্রতীপ প্রতিসত্বান রাজা
সনশ্রুত, অরিন্দম, ক্রতুবিৎ, জানকী } পরম্পরা
অভ্যগ্নি ঐতশয়ান
পরিক্ষীৎ জন্মেজয়, রাজা, তুর, কাবষেয় ঋষি } মহাভিষেক
নারদ পর্ব্বত, ভীম বিদর্ভরাজ (নল দময়ন্তি ?) } মহাভিষেক
নারদ পর্ব্বত, নগ্নজিৎ গান্ধাররাজ } মহাভিষেক

নারদ পর্ব্বত } „
আম্বষ্ঠ্য রাজা }

সতহব্য বসিষ্ঠ, অত্যরাতি, জানস্তপি রাজা—মহাভিষেক

অমিত্রতপন শৈব শুষ্মিন্‌কে উক্ত অত্যারতি বধ করেন।

নাভানেদিষ্ট মানব
বুড়িল আশ্বতরাশ্বি
সত্যকাম জাবাল
উদ্দালক আরুণি
সৌজাত আরাহলী
আপ্ত্য দেবগণ

উদময় আত্রেয়, } মহাভিষেক
অঙ্গরাজ বৈরোচন }

দীর্ঘতমা মামতেয় „
ভরত দৌষ্মন্তি

সংবর্ত্ত } „
মরুত্ত রাজা }

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে

কশ্যপ } মহাভিষেক
বিশ্বকর্ম্মা ভৌবন রাজা }

পর্ব্বত নারদ } „
যুধাংশ্রৌষ্টি ঔগ্রসৈন্য }

চ্যবন ভার্গব } „
শর্য্যাত মানব রাজা }

সোমশুষ্মান বাজরত্নায়নী
শতানীক সাত্রাজিৎ রাজা

নারদ পর্ব্বত } মহাভিষেক
সোমকসাহদেব্য রাজা }

সহদেব সাঞ্জয়

বসিষ্ঠ } „
সুদাস পৈজবন }

হিরণ্যদৎ বিদপুত্র
প্রিয়মধ

বৃহদুক্থ বামদেব্য } মহাভিষেক
দুর্ম্মুখ পাঞ্চাল রাজ }

সত্বসেনভোজ, দাক্ষিণাত্যে

বিশ্বামিত্রশাপে তৎপুত্রগণ শবর, পুলিন্দ, পুণ্ড্র, মুতিব, অন্ধ্র দেশে পতিত জাতি হয়।

গ্রৌশ—বুড়িল সমসাময়িক

বিশ্বমিত্র দৃষ্ট সম্পাত সূক্ত }
বামদেব প্রচার করেন }

বিশ্বামিত্র ভরত বংশীয়
লাঙ্গলায়ন মৌদ্‌গল্য

রেণু } বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ
বৃষভ }
অষ্টক }
মধুচ্ছন্দা }

কৌষিতকী ব্রাহ্মণে

অলিকযু }
বাচস্পাত } নৈমিষে
জাতুকর্ণ্য }

শ্বেতকেতু আরুণি
জাবাল
আনষী মৌন
অবৎসার কাশ্যপ
দাল্‌ভ বা দার্ভ-কেশিন
উল বাতায়ণ
উল বাশ্নীবৃদ্ধ
ইতন্ত (কাব্য)
শিখণ্ডিন যাজ্ঞসেন
অপ্‌সরস্‌ শিখণ্ডিনী
বৃষশুষ্ম জাতুকর্ণ্য বাতাবৎ
অর্ব্বাবসু
সুযজ্ঞ শাংখায়ণ
ঐতরেয় আরণ্যকে
বসুক্র ব্রহ্ম
ইমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চের
পাদা :—

বঙ্গা = বনস্পতা }
অবগধা = ব্রীহিযবাদি } বঙ্গ,
ইরপাদ = সর্পাদি } মগধ আদি
বয়াংসি = পক্ষীগণ } দেশ
নহে (note)

হিরণ্যদৎ বিদপুত্র
মহীদাস ইতরাপুত্র
মাণ্ডুকেয় মণ্ডূকপুত্র
মাক্ষব্য
অগস্ত্য
শূর বীর মাণ্ডূকেয় পুত্র
শাকল্য
হ্রস্বমাণ্ডূকেয়
তার্ক্ষ্য
কৌণ্ঠরব্য
চণ্ড—পাঞ্চাল দেশজ
স্থবির শাকল্য
বাধ্য বধ্যপুত্র
কৃষ্ণ হারীত
কাবষেয়
পুরুবসু
গালব
জাতুকর্ণ অগ্নিবেশ্যায়ণ

শতপথ ব্রাহ্মণে কতিপয় বংশ-বিবরণী পাওয়া যায় তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল—উক্ত ব্রাহ্মণান্তর্গত বৃহদারণ্যকের ষষ্ঠ অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে—

উদ্দালক আরুণি গৌতম
|
বাজসনেয়ীযাজ্ঞবল্ক্য
|
মধুক পৈঙ্গ
|
অশ্বল ভাগবিত্ত
|
জানকী আয়স্থূণ
|
সত্যকাম জাবাল

শতপথ ব্রাহ্মণের দশম কাণ্ডের শেষ ভাগে—

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা
|
প্রজাপতি
|
তুর কাবষেয় (ঋ ১০।৩০ দ্রষ্টা কবষ ঐলুশ)
|
যজ্ঞবাচস রাজস্তম্বায়ণ
|
শ্রী (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|
শাণ্ডিল্য (ছা ৩।১৪ খণ্ডে শাণ্ডিল্য বিদ্যা)
|
বাৎস্য
|
বামকক্ষায়ণ
|
মাহিষ্যি
|
কৌৎস
|
মাণ্ডব্য
|
মাণ্ডুকায়িণী
|
সঞ্জীবি পুত্র

শতপথে উক্ত ব্রাহ্মণের ১৪শ কাণ্ডের শেষে অর্থাৎ বৃহদারণ্যকের ৬ষ্ঠ অধ্যায় শেষে—

আদিত্য
|
আম্ভিনী
|
বাক্ (ঋ ১০।১২৫ দ্রষ্টা)
|
নৈধ্রুবী (কশ্যপ) (ঋ ৯।৬৩ দ্রষ্টা)
|
শিল্প (কাশ্যপ)
|
হারিত (কশ্যপ)
|
অসিত বার্ষগণ (বাসিষ্ঠ ৯।৯৭)
|
জিহ্বাবত বাধ্যোগ
|
বাজশ্রবস গৌতম
|

কুশ্রী (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|
উপবেশী
|
অরুণ
|
উদ্দালক আরুণি
|
বাজসনেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|
আসুরী (শুক্ল যজু দ্রষ্টা)
|
আসুরায়ণ
|
প্রাশ্নীপুত্র
|
কর্ষেকীপুত্র
|
সঞ্জিবীপুত্র
|
প্রাচীনযোগীপুত্র
|
কার্শকেয়ী পুত্র
|
বৈদভৃতীপুত্র
|
ক্রৌঞ্চিপুত্র
|
ভালুকীপুত্র
|
রাথিতরীপুত্র
|
শাণ্ডিলীপুত্র
|
মাণ্ডুকীপুত্র
|

মাণ্ডুকায়ণীপুত্র
|
জায়ন্তীপুত্র
|
আলম্বী পুত্র
|
আলম্বায়নীপুত্র
|
সাংকৃতিপুত্র
|
শৌঙ্গিপুত্র
|
আর্ত্তভাগীপুত্র
|
বার্কারুণী পুত্র
|
পারশেরীপুত্র
|
বাৎসী পুত্র
|
পারশেরী পুত্র
|
ভারদ্বাজী পুত্র
|
গৌতমী পুত্র
|
আত্রেয়ী পুত্র
|
কাপীপুত্র
|
কাম্বী পুত্র
|
বৈয়াঘ্রপদী পুত্র
|
আলম্বী পুত্র
|

কৌশিকী পুত্র
|
কাত্যায়ণী পুত্র
|
পারাশরী পুত্র
|
উপস্বত পুত্র
|
পারাশরী পুত্র
|
ভারদ্বাজী পুত্র
|
গৌতমী পুত্র
|
কাত্যায়ণী পুত্র
|
পৌতিমাষী পুত্র

উক্ত আরণ্যকের চতুর্থ অধ্যায় শেষে যে বংশ আছে-

স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা
|
পরমেষ্ঠি ব্রহ্মা
|
সনগ
|
সনাতন
|
সনারু
|
ব্যষ্টি
|
বিপ্রচিত্তি
|
একাধি
|
প্রধ্বংসন
|
প্রাধ্বংসন
|
মৃত্যু
|
দৈব
|
অথর্ব্বা
|
দধ্যাঙ
|
অশ্বিনৌ
|
ত্বাষ্ট্র
|
আভূত
|
অযাস্য আঙ্গিরস
|
সৌভরি
|
পথ
|
বাভ্রব
|
বৎসনপাত
|
কৌণ্ডিন্য
|
বিদর্ভী
|
গালব
|
কুমারহারিত

কাপ্য কৌশির্য্য
|
শাণ্ডিল্য
|
বাৎস্য
|
গোতম
|
গৌতম
|
মাণ্টি
|
আত্রেয়
|
ভারদ্বাজ
|
আসুরি
|
উপজন্ধনি
|
ত্রৈরণ
|
আসুরায়ন
|
যাস্ক

পারাশর্য্য
|
পারাশর্য্যায়ণি
|
ঘৃত কৌশিক
|
সাকায়ন
|
কাষায়ন
|
সৌকরায়ণ
|
মাধ্যন্দিনায়ন
|
মাধ্যন্দিন
|
জাবাল
|
উদ্দালকায়ণ
|
গার্গায়ণ
|
পারাশর্য্যায়ণ

বৃহদারণ্যক চতুর্থ অধ্যায়ে—

পারাশর্য্যায়ণ
|
সৈতব
|
গৌতম
|
গার্গ্য

অগ্নিবেশ্য
|
গৌতম
|
কৌশিক
|
শাণ্ডিল্য

কৌণ্ডিন্য — পৌতিমাষ্য
|
কৌশিক — গোপবন
|
গোপবন — পৌতিমাষ্য
|

উক্ত বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে যে বংশ আছে—

স্বয়ম্ভূব্রহ্মা
|
পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা
|
সনগ
|
সনাতন
|
সনারু
|
ষ্ট
|
বিপ্রচিত্তি
|
একাধি
|
প্রধ্বংস
|
প্রাধ্বংস
|
মৃত্যু
|
দৈব
|
অথর্ব্বন
|
দধ্যঙ্

|
অশ্বিনৌ
|
ত্বাষ্ট্র
|
বিশ্বরূপ
|
আভূতি
|
আঙ্গিরস অবাস্য
|
সৌভরী (কাণ্ঃ)
|
পথ
|
বাভ্রব
|
বৎসনপাত
|
কৌণ্ডিন্য
|
বিদর্ভী
|
গালব
|
কুমার হারিত

|
কাপ্য
|
কৌশৌর্য্য
|
কৌশর্য্য
|
শাণ্ডিল্য
|
বাৎস্য
|
গৌতম
|
মাণ্টি
|
আত্রেয়
|
ভারদ্বাজ
|
আস্থরি
|
ঔপজন্তঘনি
|
স্ত্রৈবনি
|
আস্থরায়ণ
|
যাস্ক
|

জাতুকর্ণ্য
|
পারাশর্য্য
|
পারাশর্য্যায়ণ
|
ঘৃতকৌশিক
|
কৌশিকায়নী
|
বৈজবাপায়ন
|
পারাশর্য্য
|
ভারদ্বাজ
|
গৌতম
|
আনভিম্লাত
|
শাণ্ডিল্য
|
কৌণ্ডিন্য
|
কৌশিক
|
গোপবন
|
পৌতিমাষ্য

———

১৩। পরিশিষ্ট (২)

প্রাচীন ও নবীন চিন্তাধারা বা অধ্যাত্ম মতবাদ।

বৈদিক সভ্যতার চরম নিদর্শন অদ্বৈত তত্ত্বে, বেদ পুরুষের স্বরূপ নির্ণয়ে। যাঁহা দ্বারা সব পূর্ণ তিনিই পুরুষপদ বাচ্য। অথবা পুরৌশেতে ইতি পুরুষঃ। যিনি সব দেহ বা পুরে বাস করেন। এই তত্ত্ব ধারায় অনেকের মন নিবিষ্ট হয় না। তন্মধ্যে কেহ মনে করেন বেদ ঠাকুরমার গল্পই বটে। এই বিংশ শতাব্দীর ফিলজফির কাছে উহা ছেলে খেলা। রাখ তোমার বেদ। যদি ওতে কিছু থাকৃত তবে দেশের এই হাল? এতাদৃশ আক্ষেপ যে চপলতা বা বুদ্ধির অপ্রখরতা সম্ভূত তাহা খ্যাপনার্থ নব্য ফিলজফি ও বৈদিক্ দর্শনের উক্তির মধ্যে কোন মিল আছে কিনা তাহাই দেখা আবশ্যক। এ দেশে যাহাকে দর্শনশাস্ত্র বলে তাহাই পাশ্চাত্যদেশে ফিলজফি পদবাচ্য। Metaphysics, Theology, Ethics, Ontology, Psychology, Epistomology, Critique, Logic, Aesthetics সব এই ফিলজফির অন্তর্ভূক্ত। সংস্কৃতে দর্শন শব্দে বিজ্ঞান নেত্রে দর্শন বুঝায়। Plato বলেন :—Philosophers are those who are able to grasp the eternal and immutable. অর্থাৎ যিনি সেই নিত্য সত্য, সদা অবিকৃত, পরমার্থসৎ তাঁহাকে ধারণা করিতে সমর্থ তিনিই ফিলজফার। যদি ফিলজফার অর্থ জ্ঞানী হয় তবে সেই নিত্য সত্য পুরুষকে জানাই জ্ঞান, আর সব অজ্ঞান। পাশ্চাত্য দেশে পদার্থ বিত্তার চর্চ্চাধিক্যে প্লেটোর ফিলজফির বিস্মৃতিই মঙ্গলকর বিবেচিত হইয়াছে। তাই কমৃটি ও ক্যাণ্ট যখন জ্ঞানঘন পুরুষের বিষয় real অন্য সব unreal বলিলেন, পাশ্চাত্য জগৎ স্তম্ভিত নেত্রে উহা এক অভিনব

ব্যাপার নির্দ্দেশ করিতেছে মনে করিলেন। Plato গ্রীক জাতীয়। গ্রীকগণই রোমের শিক্ষা গুরু। সুতরাং ইয়োরোপের চিন্তধারার মূল উৎস গ্রীক সভ্যতা। গ্রীকগণ ঈজিপ্ট, বেবেলোনিয়ান গণ হইতে উহা সংগ্রহ করেন। বেবিলন, মিশর ও ক্রীটবাসীগণ সহ ভারতীয় আর্য্যগণের গতিবিধি ও ভাবের আদান প্রদান চলিত ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণের বহির্দেশ গমনের যে অভ্যাস ছিল তাহা যযাতি তনয় যদু ও তুর্ব্বশের সমুদ্র পার গমন (৬।২০।১২) ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন ঋ ১৮৩৬।৮ ও ৬।৪৫।১ মন্ত্রে বর্ণিত আছে। সমুদ্রস্থিত দ্বীপজয়ার্থ তুগ্রপুত্র ভুজ্যুর ইন্দ্রবান্ দেশের গমন ঋ ৪ ২৭।৪ ইত্যাদি মন্ত্রে বর্ণিত। ধনার্থ বণিক্‌গণের সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকা (ঋ ১।৫৬২) ধনেচ্ছুর সমুদ্রগমন (ঋ ৪।৫৪।৬) সমুদ্রে নৌকার পথ জ্ঞাত থাকা (ঋ ১।২৫।৭) ও (ঋ ১।৪৬৮) সমুদ্রের ঘাটে বিস্তীর্ণ যান থাকা ইত্যাদি উক্তিতে সমুদ্রযাত্রা দ্বারা বৈদেশিকগণ সহ সম্বন্ধ ঘটিত বুঝা যায়। পশ্চাৎবর্ত্তী কালে পারস্য সম্রাট দরায়ুস ভারত পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন। তাহাতেও পাশ্চাত্যগণ সহ ভাবের আদান প্রদানের সুযোগ দৃষ্ট হয়। তৎপশ্চাৎ সেকেন্দর ভারত আক্রমণ করেন। ইঁহারই সমসাময়িক এরিষ্টটল্ প্লেটোর শিষ্য হইয়া আর্য্যসভ্যতার ঝঙ্কার পাইয়া প্লেটো হইতে বিশিষ্ট মতের ফিলজফি বিষয়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বাইবেলে আছে যিশু সহ প্রাচ্য পণ্ডিতগণের সাক্ষাৎকার যিশুর নিজ গৃহে বাস কালেই ঘটিয়াছিল; অর্থাৎ প্যালেষ্টাইনে ইঁহাদের গতিবিধি ছিল। ইথিয়োপিয়া ও নীলনদতীরে আর্য্যগণ বাণিজ্যাদি উপলক্ষে রীতিমত বাস করার তত্ত্ব ঐতিহাসিকগণ দিতেছেন। কেহ কেহ বলেন, শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র কুশ হইতেই বাইবেলের কুশাইৎ বংশ এবং কুশস্থান উক্ত কুশ স্থাপিত। মহাত্মা যিশু যখন পলায়নপর হইয়া মিশরে ছিলেন তথায় ভারতীয়

সভ্যতার ঝঙ্কার পাইয়া কাশ্মীরে আসেন ও তথা হইতে আর্য্য বিজ্ঞান শিক্ষা কঃতঃ স্বদেশে ধর্ম্মপ্রচার করেন। বাইবেলেও God real এবং জগৎ unreal বা মায়িক বলে। ইয়োরোপ যেমন প্লেটো, এরিষ্টোটলের ফিলজফি বাক্সবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন, তেমনি বাইবেলের ঐ অংশ ধামা চাপা দিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া খৃষ্টিয়ান হইয়াছেন। যদি যিশুর অহিংসা-নীতি খৃষ্টিয়ানগণ গ্রহণ করিত, তবে কি যুদ্ধাস্ত্র কমাইবার প্রচেষ্টার গতি এইরূপ হইত? বলবতী অর্থ-লালসা যিশু ধর্ম্মের বিরোধী হইলেও তাহাই যিশুর ধর্ম্মসহ মিশ্রিত করিয়া লোকেরা ধার্ম্মিকভাবের সংরক্ষণ করিতেছেন। অগষ্ট কম্‌টির যে বাক্যে ইয়োরোপ স্তম্ভিতনেত্র হইয়াছিলেন তাহা এই—The improvement of the social organism can only be effected by a moral development and never by any changes in the mere political mechanism; or by any violences in the way of an artificial redistribution of wealth. The aim both in public and private life, is to secure to the utmost possible extent the victory of the social feeling over self-love or Altruism over Egoism. The business of the new system will be to bring back the Intellect into a condition not of slavery, but of willing ministry to the Feeling. This is to be effected by religion. The characteristic basis of religion is the existence of a power without us, so superior to ourselves as to command the complete submission of our whole life. This basis is to be found in the positive stage, in humanity, past, present and to come, conceived as the Great Being. Although this Great Being

evidently exceeds the utmost strength of any, even of any collective, human force, its necessary constitution and its peculiar function endow it with the truest sympathy to wards all its servants. এই এক মহান্ ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ দ্বারা অহঙ্কারের পরিসমাপ্তি। সর্ব্বঘটে বিরাজিত জানিয়া সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি গীতার "আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন", "সমত্বং যোগউচ্যতে" "সমবুদ্ধি র্বিশিষ্যতে" ইত্যাদি বাক্যে পরিস্ফুট। ইয়োরোপ অগষ্ট কম্‌টির মতবাদও স্বীকার করে নাই। নতুবা ষ্টেলিন শাসিত রুশিয়ায় ঈশ্বর বর্জ্জিত কেন? কম্‌টি যে Redistribution of Wealth বর্জ্জন and changes in mere political mechanism ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তাহা গৃহীত হয় নাই। হিটলারিজম্‌ও changes in political mechanism লইয়া গঠিত। ঈশ্বরের নির্ভরতার নাম গন্ধ কোথাও নাই। কম্‌টির মতবাদ গৃহীত না হওয়ায় এই অশান্তি অদ্য ইউরোপে বিরাজিত। গৃহীত হয় নাই, এই জন্যই কেহ কেহ এই মতবাদকে ঠাট্টা করতঃ বলিয়াছেন,—Comtism is Catholicism minus Christianity; অন্যে বলিয়াছেন It is Catholicism plus sciences. ক্যাণ্ট বলেন,—The essence of cognition or knowledge is a synthetic act, an act of combining in thought the detached elements of experience. In the transcendental considerations of knowledge, or the analysis of the conditions under which cognition is possible, the fundamental condition is given in the synthetical unity of consciousness. The primitive fact under which might be gathered the special conditions of that synthesis which we call cognition was

this unity. এই মত-বাদ পরিস্ফুট নহে, এরূপ কেহ কেহ বলেন। But by Kant there was no attempt made to show that the said special conditions were necessary from the very nature of consciousness and found in a manner which might be called empirical. Moreover while Kant in a quite similar manner pointed out that intention had special conditions, space and time, he did not show any link or connection between these and the primitive conditions of pure cognition. এই মতবাদে এক জ্ঞান-ঘন পুরুষই দেশকাল ভেদে দৃশ্য প্রপঞ্চের বিজ্ঞাপক। এই মতবাদকে Fichte পরিষ্কার করতঃ পরিস্ফুট করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র খৃঃ সপ্তম অষ্টম শতাব্দীতে আরবীয়গণ গ্রহণ করত ইয়োরোপে প্রচার করেন। তৎপর খৃঃ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপীয়ান্ ধর্ম্মপ্রচারক, পণ্ডিত ও ভ্রমণকারীগণ ভারতে আসিয়া ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। তৎকালে সাংখ্যের প্রকৃতি ও বেদান্তের মায়াবাদ আত্মীভূত করতঃ এই সকল মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতগণ সকলেই ফরাসীরাষ্ট্র বিপ্লবের প্রায় সমসাময়িক। Comte 1798-1857, Kant 1724-1804, Fichte 1762-1814; ফরাসী বিপ্লব ১৭৮৯ খৃঃ অঃ আরম্ভ হয়।

ফিক্‌টের মত—The primitive condition of all intelligence is that the ego shall posit, affirm, or be aware of itself. The ego is the ego, such is the first pure act of conscious intelligence, that by which alone consciousness can come to be what it is. It is what Fitche called a Deed-act; we cannot be aware of the process until the ego has affirmed it itself, but we are aware of the

result, and can see the necessity of the act by which it is brought about; the ego that then posits itself is real. What the ego posit is real. But in consciousness there is equally given a primitive act of op-positing or contrapositing, formally distinct from the act of position, but materially determined, in so far as what is opposited must be the negative of that which was posited. The world as we know it is op-posed in consciousness to the ego. The ego is not the non-ego. How this act of op-positing is possible and necessary, only becomes clear in practical philosophy, and even there the inherent difficulty leads to a higher view. But thirdly we have now an absolute antithesis to our orginal thesis. Only the ego is real, but the non-ego is posited in the ego. The contradiction is solved in a higher synthesis, which takes up into itself the two opposites. The ego and non-ego limit one another, or determine one another, and, as limitation is negative of part of a divisible quantum, in this third act, the divisible non-ego. Now in the synthesis of the third act two principles may be distinguished :—(1) The non-ego determines the ego. (2) The ego determines the non-ego. As determined the ego is theoretical; as determining it is practical; ultimately the op-posed principles must be united by showing how the ego is both determining and determined. It is not possible to trace here the deduction, the processes (productive imagination, intention, sensation, understanding, judgment, reason) by which the quite indefinite non-ego comes to assume the

appearance of definite objects in the forms of time and space.

All this evolution is the necessary consequence of the determination of the ego by the non-ego. But it is clear that the non-ego cannot really determine the ego. There is no reality beyond the ego itself.

The contradiction can only be suppressed if the ego itself opposes to itself the non-ego, places it as an Anstons or plane on which it is reflected. Now this op-positing of the Anstons is the necessary condition of the practical act, of the will. If the ego be a striving power, then of necessity a limit must be set by which its striving is manifest. But how can the infinitely active ego posit a limit to its own activity ? Here we come to the crux of Fichtean system, which is only partly cleared up in the Rechtslehra and Sinthenlehra. If the ego be pure activity, free activity, it can only become aware of itself by positing some limit. We cannot possibly have any cognition of how such an act is possible. But as it is a free act, the ego cannot be aware of its own freedom otherwise it is determined by other free-egos. So in Rochtslehra and Sinthenlehra the multiplicity of ego is deduced, and with the deduction the first form of Wissenchaftslehra appears to end. But in fact deeper questions remain. We have spoken of the ego as becoming aware of its own freedom, and have shown how the existence of other egos and of a world in which these egos may act are the necessary conditions of consciousness of freedom. But all this is the work of the

ego. All that has been expounded follows if the ego comes to consciousness. We have therefore to consider that the absolute ego, from which spring all the individial egos, is not subject to these conditions, but freely determines itself to them. How this absolute ego is to be conceived ? In it there is no difference of subject and object. It was defined as the infinite Moral Will of the universe, God, in whom are all the individual egos, from whom they have sprung. God is the Absolute Life, the Absolute One, who becomes conscious of Himself by selfdirection into the individual egos. The individual ego is only possible as apposed to a non-ego, to a world of the senses, thus God, the infinite Will, manifests himself in the individual and the individual has over against him the non-ego or thing. The individual is not conscious of himself, but the life is conscious of itself in individual form and as an individual. In order that the life may act, though it is not necessary that it should act, individualization is necessary. Knowledge is not mere knowledge of itself, but of being, and of the one Being truly i.e. God. This one possible object of knowledge is never known in its purity, but ever broken into various forms of knowledge which are and can be shown to be necessary.

ফিক্‌টের মতবাদে আরও জানা যায়—Knowledge is knowledge so long as it is looked upon as knowledge—ipso facto, not reality. Knowledge and existence are opposed to one another ; it follows with equal naturalness that the truly objective must be something which lurks

unrevealed behind the subject representation of it. The sciences one and all deal with a world of objects, but the ultimate fact as we know it is the existence of an object for a subject. Subject-object, knowledge or more widely, self-conciousness which implicates this unity in duality is the ultimate aspect which realty presents.

এই মতবাদ ও বেদান্তের মতবাদে কোনই ভেদ নাই। কারণ ইহা উপনিষদ হইতে গৃহীত। ফিক্‌টের মত বাদ Schopenhauereএর মত-বাদের সম্পূর্ণ অনুযায়ী। এতৎ সম্বন্ধে Encyclopaedia Britannica, Ninth Edition, vol IX, page 138 এ আছে—It will escape no one how completely the whole philosophy of Schopen-hauere is contained in the later writings of Fichte. প্রফেসার সোপনহায়রের জীবনীতে দেখা যায় উপনিষদের এক অনুবাদ পুস্তক সর্ব্বদা তাঁর টেবিলের উপর থাকিত। উহা তাঁর prayer book ছিল। তিনি মায়া ও নির্ব্বাণ শব্দদ্বয় তাঁর গ্রন্থে গ্রহণ করিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্ততত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া গেটে, সোপনহায়র, বুনসেম প্রভৃতি যে আশ্চর্য্য ভাব প্রকাশ করেন তৎফলে তৎপরবর্ত্তী কালে ফরাসিও জর্ম্মাণ পণ্ডিতগণ মূল সংস্কৃত ভাষায় বেদ বেদান্তাদির আলোচনার ফলে ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশে বিশ্বমানবের হিতসাধন করিতেছেন। বৈদিক বহু পুস্তকই পণ্ডিত বংশীয় পাশ্চাত্য শিক্ষিতগণের হস্তে পড়িয়া সামান্য অর্থের জন্য বিক্রিত হইয়া গিয়াছে। এখন উহা বার্লিন, প্যারিস্, লণ্ডন বা টোকিওর লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। ভারতবর্ষে উহা অপ্রাপ্য হইয়াছে।

এই মায়া বাদ বা জগৎ (unreal) অপ্রকৃত, অসত্য, মায়িক ইত্যাদির বহুল প্রচার ভারতবর্ষের ভীষণ অবনতির দিন আনয়ন করিয়াছে, এমন কথাও কেহ কেহ বলেন।

যিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মের কবল হইতে লুপ্তপ্রায় বৈদিক ধর্ম্মকে পুনরুদ্ধার করিয়া তাহাকে সর্ব্বপ্রকারে স্থিতিশীল ও বর্দ্ধিষ্ণু করিয়াছেন, যিনি যুগে যুগে ধর্ম্মের রক্ষক, যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্ম জগজ্জনহিতায় আপনি আচরণ করত উপদেশ ও শিক্ষা দিয়াছেন, তাঁহারা বেদান্ত কেশরী। তাঁহাদের সিংহ-গর্জ্জনে সমাজ নূতনভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বর্ত্তমান যুগে অদ্বৈত বাদের প্রবর্ত্তক। জ্ঞান সাম্রাজ্যের সম্রাট। তিনি ভারতের চারিদিকে চারিটী মঠ স্থাপন করেন। জ্ঞান পথে যারা বিচরণে অসমর্থ তাঁদের জন্য স্তব স্তোত্রাদি রাখিয়া গিয়াছেন। "ভাবাদ্বৈতং সদাকুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং নকর্হিচিৎ" বাক্যটী জড়তা বা তম নিবারণ জন্যই ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন। অদ্বৈত-তত্ত্ব-সাধন বহু আয়াসকর। ইহা গীতাতে "ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম-ব্যক্তাসক্তচেতসাম্" (১২।৫) বাক্যে সুপ্রকাশিত। উনবিংশতি শতাব্দের শেষভাগে জড়তাপূর্ণ ভারতে কর্ম্মবীর স্বামী বিবেকানন্দজী স্বয়ং অদ্বৈততত্ত্বে স্থিতিশীল ছিলেন তাহা তাঁহার বাণী হইতে জানা যায়—

Hitherto, the three philosophic systems of Unism, Dualism and Modified Unism or Adwaita, Dwaita and Vishistadwaita had been regarded as offering to the soul, three different ideals of liberation. On reaching Madras, however, in 1897 Vivekananda boldly claimed that even the utmost realizations of Dualism and Modified Unism, were but stages on the way to Unism itself, and the final bliss, for all alike, was the mergence in one without a second. Vide *My Master as I saw Him*. By Sister Nivedita *Third edition* 1923. Page 299-300.

সুতরাং অদ্বৈত তত্ত্ব ভারতের অবনতির কারণ নহে। অবনতির কারণ অন্য কিছু। ইংরাজীতে যাহাকে Division of Labour বলে, তাহাতে সকল সমাজেই চারিটী স্তর থাকে :—Missionary, Military, Merchant and Manual labourer. তেমনি একদল লোক বৈদিক দেবধর্ম্মের প্রচারে উপাসনাদি কার্য্য এদেশেও শিক্ষাদানের জন্য বেদান্ত আলোচনায় গুরু-পরম্পরাক্রমে মানসিক কর্ম্মপর আছেন। মানসিক কর্ম্মও কর্ম্ম। "নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধিংপরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি" গীতার এই বাক্যে যে কর্ম্ম ত্যাগ লক্ষ্য করে তাহা অসাধারণ। অলমতিবিস্তরেণ। ওঁ তৎ সৎ।

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	৩	ইহা	হইয়া
৩	১০	ইহা	এই
৭	১০	মশব্দ	ও শব্দ
১৭	৭	অবদিতি	অদিতি
,,	১৮	নাত্তম্ব,	নব নবতি
৩৩	২	কুরুত্রবণ	কুরুশ্রাবণ
৩৪	৮	স্তণ	স্তন
,,	১৯	অঙ্গিরস্তম	অঙ্গিরস্তম
৩৮	৬	স্তণ	স্তন
৪১	৭	দেবেন্দ্রবী	দেবশ্রবী
৪৪	৯	কুন্ত্রী	কুশ্রী
৫০	১৪	স্বব	স্ববহ
৫১	১৩	ক্ষুদ্র	খুস্ত্র
৫৪	১১	গোঘন্ন	গোঘ্ন
৭৬	১৪	সং	খং
৮১	৪	ব্যাক্রামৎ	ব্যক্রামৎ
৮৪	১৬	তামদ্ধা	তস্মাদ্ধা
৮৪	২২	মহিমানঃ	মহিমান
৮৫	১	আবভুবঃ	আনভুন
৮৮	৫	কর্ত্তব্য	কর্ত্তব্য।
,,	,,	ভাব	তমঃ
৮৯	১৬	সম্ভাবনা	সম্ভাবনা হয়না
৯৩	৬	বৃক্ষ	বৃক্ষশব্দ
৯৩	১১	যাহা	যাহা খ
৯৪	২	বিদরাভি	বিদথাভি
৯৫	৭	তাহার	তাহা
৯৯	২২	মাংস	দেহস্থ মাংস
,,	২৩	অলক্ষিত	অলক্ষিতে
,,	,,	অকার	অকায়
১০১	১৮	হয়	হয় ; মায়া শুদ্ধ সত্ত্বে ঈশ্বর ও মলিন সত্ত্বে জীব।
১০২	১৩	আতাই	আতাহ্
,,	১৪	করতাই	করতাহ্
১০৫	৮	ইতরের	ইতরার
১১৭	১৭	দেহপিণ্ডও	দেহপিণ্ড ও
,,	১৮	চৈতন্ত	চৈতন্তে
১১৯	১২	মধ্	মধু
১২৮	৫	বিবিদিষন্তি	বিবিদিষন্তি
,,	৯	নরন্তি	চরন্তি
১২৯	২	পান্না	পান না
১৩১	২০	নষ্ট পূর্ব্বেন	নেষ্টাপূর্ব্বেন
,,	,,	পনরস্ত	পুনরস্ত
১৪১	২	যেহস্ত	যেহ্স্ত
,,	১০	রজগুণাত্মক	রজোগুণাত্মক
১৪৩	৮	তস্মিদ্	তস্মিন্
১৪৫	৮	১১ ৩২	১১।৩২
১৫২	৪	গৌরীট্টাদি	গৌরীপট্টাদি
,,	২৪	তথবা	অথবা
১৫৯	৩	কার্য্যে	কার্য্যো
১৬৫	২২	বৎপুত্র	বৎস পুত্র
১৭৪	১১	লটী	শটী